সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol. 23 No. 49, Thursday 23 February 2023 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৩তম বর্ষ ৪৯তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৩ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২৩ / ১০ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ মুল্যছাড়া-ফ্রি

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

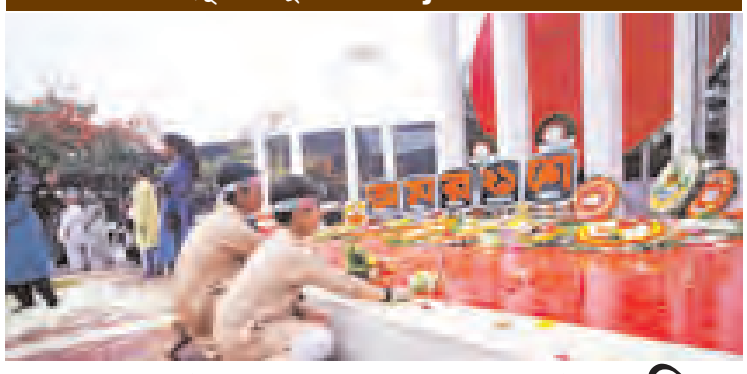

ফুলেল শ্রদ্ধায় অমর একুশে পালিত

ঢাকা ডেস্কঃ চারদিকে বেজে উঠেছিল সেই গান। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি। একই সুর বেজেছিল শহিদদের স্মরণ করতে আসা প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি বাঙালির অন্তরে। যাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার মানুষ পেয়েছিল ভাষার

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

বিচ্ছিন্ন খালেদা জিয়া,জামায়াকে চায় না বিএনপি ঃ সংবিধানের বাইরে যাবে না আওয়ামী লীগ!

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থানে দুই দল

ঢাকা ডেস্ক ঃ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংবিধানের বাইরে আপাতত কিছুই ভাবছে না আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধীদের দাবি ও আন্দোলনেও খুব বেশি পাত্তা দিতে নারাজ ক্ষমতাসীনরা। তবে সরকারের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ দশ দফা দাবির বিষয়ে কোনো ছাড় দেবে না বিএনপি। দাবি আদায়ে ও সফলতা পেতে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন নেতারা। সংবিধানের বাইরে যাবে না আ.লীগ: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংবিধানের বাইরে আপাতত কিছুই ভাবছে না আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে বিএনপিসহ বিরোধীদের দাবি ও আন্দোলনেও খুব বেশি পাত্তা দিতে নারাজ ক্ষমতাসীনরা। ইস্যুটি নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনাতেও রাজি নয় তারা। এদিকে নির্বাচনের বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের কোনো প্রভাব যেন না থাকে সে বিষয়টিও কৌশলে মোকাবিলা করছে দলটি। সংবিধান মেনেই অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব বলে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং মাঠের আন্দোলনে বিরোধীদের মোকাবিলাও করছে আওয়ামী লীগ। দলটির

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেন সংকট ঃ মুখোমুখি বাইডেন-পুতিন

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে শীতল যুদ্ধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর উপলক্ষে সফরে ইউক্রেনের পর পোল্যান্ড পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত সোমবার ইউক্রেন থেকে ট্রেনে চড়ে তিনি ওয়ারশে পৌঁছেন। যুদ্ধের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওয়ারশের ঐতিহাসিক রয়্যাল ক্যাসেলে বক্তব্য

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

দালালি করে ক্ষমতায় যেতে পারবে না প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্কঃ আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন দেখা যায় দেশ-বিদেশে গিয়ে ওরা হাহাকার করে বেড়ায়।

মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ এসে নাগরদোলায় করে

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

আইনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন শামীমা

নূরুল ইসলাম বকুল, ইউরোপ থেকেঃ আইনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন বহুল পরিচিত আইসিস বধূ হিসেবে পরিচিত শামীমা বেগম (২৩)। বৃটিশ সরকার ২০১৯ সালে তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি স্পেশাল ইমিগ্রেশন আপিলস কমিশনে (এসআইএসি) আপিল করেছিলেন। গত নভেম্বরে আপিলের ওপর ৫ দিনের শুনানি হয়েছে।

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের শীর্ষ খবর

বই মেলায় প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি নেই

আবুল কালাম ঃ ভাষা দিবসে প্রত্যাশা অনুযায়ী বই বিক্রি হয়নি বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। প্রকাশকরা বলছেন, প্রতি বছর শুরুর দিকে মেলায় বিক্রি তেমন না হলেও ১৫ তারিখের পর থেকেই ভালো বিক্রি হয়। আর ভাষা দিবসে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হলেও এবারের চিত্র উল্টো।তাদের ভাষ্য, ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে এবার আশানুরূপ বিক্রি হয়নি। যদিও লোক সমাগম ছিল অন্যান্য বছরের চেয়ে

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

গণমাধ্যম সঙ্কুচিত হওয়া উদ্বেগজনক : জাতিসঙ্ঘ

নিউইয়র্ক ঃ বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কাজের সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসঙ্ঘ। গতকাল নিউ ইয়র্কে জাতিসঙ্ঘ সদর দফতরে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

পবিত্র শবেবরাত ৭ মার্চ

ঢাকা ডেস্কঃ দেশের আকাশে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হিজরি ১৪৪৪ সালের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। এ হিসাবে শুরু হয়েছে শাবান মাসের

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনী প্রস্তুতিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন জরিপ

ঢাকা ডেস্কঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি এখনো ১০ মাস। কিন্তু এরইমধ্যে নির্বাচনী

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আরেক প্রার্থী বিবেক রামাস্বামী

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিকি হ্যালির পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীতা ঘোষণা করলেন 'স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের গডফাদার' বিবেক রামাস্বামী (৩৭)। তবে তিনি রিপাবলিকান কিংবা ডেমক্র্যাটিক পার্টি থেকে নয়, ভিন্ন ধারার একটি বামপন্থি হিসেবে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন ২১ ফেব্রুয়ারি। আর সেটি রিপাবলিকানদের মিত্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

বায়োটেক উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং ইতিমধ্যেই বহু অর্থবিত্তের মালিক হওয়া বিবেক রামাস্বামী উদিয়মান-বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রার্থীতার

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

কী কথা হলো পাক-আফগান প্রতিনিধির মধ্যে?

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ ব্যস্ততম সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ থাকায় গত কয়েক দিন ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা চলছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার অংশ হিসেবে বুধবার বৈঠক করেছেন প্রতিবেশী দুই দেশের প্রতিনিধিরা। আফগান রাজধানী কাবুলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। এ ছাড়া দেশটির প্রতিনিধিদলের সদস্য

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন , ট্যাক্স সার্ভিস

2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462

o-(313)-341-9000,c-(516)-566-3444

বিস্তারিত তথ্য দেখুন ভেতরে ২২ পাতার পূর্ণ বিজ্ঞাপনে

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

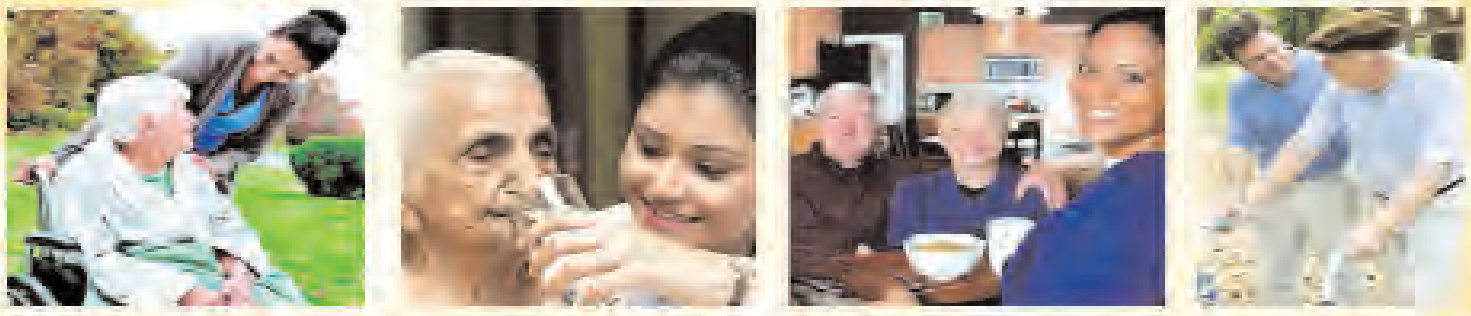

আমাদের এজেন্সীতে কি কি সেবা পেতে পারেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন **HHA** সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- **আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।**

Office Hour
Mon-Sunday
9am-7pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435 | Phone: 718-647-5555, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
167-09 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
1208 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 | Phone: 718-971-6666, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
217 Bethpage Rd, Store #11, Hicksville, NY 11801 | Phone: 516-464-1515, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
2451 E Tremont AveThe Bronx, NY 10461 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রধানমন্ত্রী

যারা দৈন্যে ভোগেন তাদের ভাষার ইতিহাস জানা দরকার

ঢাকা, ভাষা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বে বিদ্যমান সব ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের।

তিনি বলেন, আমি মনে করি সারা বিশ্বে বিদ্যমান সব ভাষাকে সংরক্ষণ, এর ওপর গবেষণা এবং এগুলোর ইতিহাস জানা ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, যারা মানসিক দৈন্যে ভোগেন তাদের ভাষার ইতিহাস ও উৎপত্তিস্থল জানা একান্তভাবে দরকার। মঙ্গলবার 'অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিশ্বের বিপন্ন ভাষাগুলো সংরক্ষণ এবং এসবের ওপর গবেষণা করা হোক। গবেষণার ওপরই আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। ভাষা সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অনেক অবদান রাখতে পারে। এখানে যে কেউ যে কোনো ভাষা শিখতে চাইলেও আসতে পারবেন। ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা আর উর্দুকে মুসলমানের ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এ ধরনের মানসিক দৈন্যে যারা ভোগেন তাদের ভাষার ইতিহাস ও উৎপত্তিস্থল জানা একান্তভাবে দরকার। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ১৬টি ভাষায় বহুভাষী পকেট অভিধান করার ব্যবস্থা নিয়েছে। পাশাপাশি মাতৃভাষা পিডিয়া তৈরির প্রকল্প গ্রহণ এবং ভাষা-সাহিত্যকর্ম, বাংলা অনুবাদ ও বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলন শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র বিভিন্ন ভাষায় করার উদ্যোগ নেওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে ইংরেজি ভাষাটা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমনভাবে চলে গেছে যে, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সবকিছুতেই এ ভাষা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ভাষা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। নিজের ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি অন্য যে কোনো একটি বা দুটি ভাষা আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে। আর এখন ডিজিটাল যুগে ডিজিটালিও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের মানুষের কাজের সুবিধার জন্য আমরা ৯টি ভাষার একটি অ্যাপ করেছি। ডিজিটাল সিস্টেমে যে কেউ যেন ভাষা শিখতে পারে, আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

শেখ হাসিনা বলেন, শিশুরা তাড়াতাড়ি ভাষা শিখতে পারে। তারা একসঙ্গে দুই-তিনটা ভাষা দ্রুত শিখে নেয়। তবে কোনটা ধারণ করবে সেটা আসে পরে। মাতৃভাষায় শিক্ষা হলে সবকিছু জানা, বোঝা ও উপলব্ধি প্রকাশ করার উপকার অনেক বেশি। এখন ফ্রিল্যান্সিংয়ের যুগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমাদের ছেলেমেয়েরা টাকা উপার্জন করতে পারছে। আমরা তাদের লার্নিং এবং আর্নিংয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারা এখন একেবারে ইউনিয়নে বসে বিদেশে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আলজেরিয়া, জাপান, চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশের শিশুরা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শুভেচ্ছা জানায়।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান। বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার ইনচার্জ সুসান মারি ভাইজ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার 'বহুভাষিক বিশ্বে বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'র ওপর আলোকপাত করে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন' শীর্ষক একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। এর আগে জাতীয় সংগীত এবং অমর একুশের সংগীত-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি', পরিবেশিত হয়।

সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক বিএনপি: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদী অপশক্তির আজ পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী অপশক্তির শেষ ঠিকানা বিএনপি। তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা বিএনপি। এই অপশক্তিকে রুখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তিনি বলেন, যারা একুশের চেতনায় বিশ্বাস করে না, তারা একাত্তরের চেতনায়ও বিশ্বাস করে না। একাত্তরের চেতনা আর একুশের চেতনা একই চেতনা। এই চেতনা যারা বিরোধী তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি, এই অপশক্তি আগুন সন্ত্রাসীদের রুখতে হবে। তাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিদের শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন কায়েম করে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে- বিএনপির এমন অভিযোগের বিষয়ে কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ কখনো একদলীয় শাসন কায়েম করেনি। '৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ যে দল গঠন করেছিল সেটা একদল নয়, সেটা ছিল জাতীয় দল। সব দলের সমন্বয়ে সেটা ছিল জাতীয় দল। আমি আবারও বিএনপিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বাকশালের চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত দিয়ে ওই দলে যোগ দিয়েছিল।

খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন, নির্বাচন নয়: কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, খালেদা জিয়ার রাজনীতি করতে বাধা নেই। তিনি জেলে থেকেও দল পরিচালনা করতে পারবেন, বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে পারবেন। তবে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাচনী আইনে যা আছে, তাই মানতে হবে। গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি'র সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে; এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। সংবিধানের বাইরে কারও কিছু করার নেই। নির্বাচন পর্যন্ত বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকবে, তারপর নির্বাচনে জনগণ ভোট না দিলে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবে। জাপানে আম রপ্তানির কাজ প্রায় চূড়ান্ত ও শিগগিরই আম রপ্তানি শুরু হবে।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

শহীদ মিনারকেও দলবাজির কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মতো পবিত্র স্থানকেও দলবাজির কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেছেন।

বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, নিয়ম না মেনে প্রভাতফেরিতে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন সংগঠনকে বিএনপিসহ অন্যান্য দল ও সংগঠনের আগে যেতে দেওয়া হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনে বিএনপিসহ অন্যান্য সংগঠনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সকাল সাড়ে সাতটায় নিউমার্কেট-সংলগ্ন বলাকা সিনেমা হলের সামনে থেকে প্রভাতফেরি শুরুর পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা পর বিএনপির নেতা-কর্মীদের শহীদ মিনারে পৌঁছাতে এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এ বিষয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টোরিয়াল টিমের ন্যক্কারজনক হামলার শিকার হতে হয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদসহ অন্যা নেতাদের।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনও একই অভিযোগ করেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা সকাল সাড়ে সাতটার সময় বলাকা ভবনের সামনে থেকে প্রভাতফেরির মিছিল নিয়ে এসেছি। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনে থেকে আমরা সকাল আটটা থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করেছে। মহান ভাষা দিবসেও এখানে দলবাজি হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা যখন শহীদ মিনার এলাকায় পৌঁছান, তখন মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল, বিএনপি ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু তাঁরা সামনে যেতে পারছিলেন না। কারণ, বিএনপির সামনে ছিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখাসহ মহানগর, থানা ও বিভিন্ন কলেজ শাখা কমিটির নেতা-কর্মীদের অবস্থান। ফুল দেওয়ার পরেও তাঁরা দীর্ঘ সময় সেখানে ছিলেন। ফলে সামনে এগোনোর জায়গা না পেয়ে বিএনপির প্রভাতফেরির মিছিলকে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

জেলা কমিটি গঠন নিয়ে তীব্র কোন্দল বিএনপিতে

ঢাকা, সারাদেশের জেলা কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কমিটিই পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। কাউন্সিলও হচ্ছে না বেশিরভাগ জেলায়। বাড়ছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। কেন্দ্র থেকে মীমাংসার জন্য কমিটি গঠন করা হলেও বিভেদ কমছে না। বরং তা মামলা, এমনকি সংঘর্ষে গড়াচ্ছে। সর্বশেষ বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দুই নেতার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। চলমান আন্দোলন-সংগ্রামে এসব ঘটনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা দলের সিনিয়র নেতাদের।

নেতাকর্মী বলছেন, কমিটি গঠন নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব আন্তরিক কিংবা কঠোর হয়েও ফল পাচ্ছেন না। দলের প্রভাবশালী নেতাদের হস্তক্ষেপে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সৃষ্ট কোন্দলের কারণে সময়মতো কমিটি গঠন সম্ভব হচ্ছে না। আবার হাইকমান্ডের নির্দেশনায় তড়িঘড়ি করে যেনতেন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এতে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে; সঙ্গে কোন্দলও। সাংগঠনিক স্থবিরতার জন্য তৃণমূল নেতাকর্মী হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীর গতিকেও দায়ী করছে।

SYLHET MOTORS Inc.
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Getting Approved is EASY
Bad Credit ?
No Credit ?
No Problem.
YOU WORK
YOU DRIVE
Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

www.jonmobhumi.com

দেশের সর্বশেষ খবর

রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধদেশ

সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গা

ঢাকা, রোহিঙ্গা সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে মিয়ানমার তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে গড়িমসি করছে। অন্যদিকে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গারা। চলতি মাসেই সাড়ে সাত শর বেশি রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পথে ও জালিয়াতি করে পাসপোর্ট বানাতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক হয়। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধ কর্মকান্ডেও জড়িয়ে পড়ছে মিয়ানমারের এই নাগরিকরা। আর টাকার বিনিময়ে রোহিঙ্গাদের জাল পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদ তৈরি করে পালাতে সহায়তা করছে কিছু অসাধু বাংলাদেশি।

গত ১৮ জানুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন আশ্রয়শিবির থেকে পালিয়ে বের হয়ে টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়ার পথে ৭৫৯ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করে পুলিশ। কক্সবাজার শহরের জেল গেট এলাকা থেকে গাড়িবহরটি আটক করা হয়। আটক রোহিঙ্গাদের বড় অংশই আর ক্যাম্পে ফিরত না বলে ধারণা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরদিন ১৯ জানুয়ারি নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকা থেকে পালিয়ে এসে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নে স্থানীয়দের হাতে আটক হয় তিন রোহিঙ্গা। একই দিনে জালিয়াতি করে জন্মসনদ বানিয়ে পাসপোর্ট করতে গিয়ে কুড়িগ্রাম পাসপোর্ট অফিসে আটক হয় দুই রোহিঙ্গা তরুণী। মানবিক দিক বিবেচনা করে সাময়িক সময়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে নির্দিষ্ট এলাকায় আশ্রয় দিলেও তারা এখন জনবহুল দেশটির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে মিশে যেতে চাইছে দেশের মূল জনস্রোতে। ২০২২ সালেও অসংখ্য রোহিঙ্গা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক হয়। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে এনা পরিবহনের বাস থেকে ১৬ রোহিঙ্গা আটক হয়। ১৪ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক হয় ৮ রোহিঙ্গা। ২৪ নভেম্বর কক্সবাজারের উখিয়ার থানা গেট এলাকা থেকে দুটি বাসসহ ৯১ রোহিঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে পালিয়ে আসা সাত রোহিঙ্গাকে দুই দালালসহ নোয়াখালীর সুবর্ণচরের মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন থেকে ৩১ অক্টোবর রাতে আটক করে স্থানীয়রা। ২৪ অক্টোবর কক্সবাজারের ঈদগাঁওয়ের করিম সিকদার ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে জাল জন্মসনদ ও পাসপোর্টসহ এক রোহিঙ্গা আটক হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে পাসপোর্ট করতে গিয়ে মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ধরা পড়ে দুই রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ। স্থানীয় এক দালালের সঙ্গে ১ লাখ টাকার চুক্তিতে পাসপোর্ট করতে যান বলে জানান রোহিঙ্গা তরুণী। ২৩ আগস্ট বিকালে বিমানযোগে ঢাকায় যাওয়ার সময় কক্সবাজার বিমানবন্দরে ১১ রোহিঙ্গা আটক হয়। ২ আগস্ট রাত পৌনে ১টায় ভাসানচর থেকে পালিয়ে আসা নারী-শিশুসহ সাত রোহিঙ্গা নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আটক হয়। ২০ জুলাই রাতে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নে একটি খালপাড় থেকে ১৯ রোহিঙ্গাকে আটক করে স্থানীয়রা। ২৩ মে বাংলাদেশের নাগরিক সেজে চট্টগ্রামের মনসুরাবাদ পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করতে গিয়ে আটক হন এক রোহিঙ্গা তরুণী। ৩ ফেব্রুয়ারি মনসুরাবাদ পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট করতে গিয়ে আটক হন আরমান নামে এক রোহিঙ্গা যুবক। তার কাছে ভেরিফায়েড জন্মনিবন্ধন সনদ পাওয়া যায়। গত পাঁচ বছর ধরেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় রোহিঙ্গা আটকের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথাবার্তা ও চলাফেরায় সন্দেহ হওয়ায় আটক হয়েছে এসব রোহিঙ্গা। এ নিয়ে জানতে চাইলে ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গাদের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশের জন্যই বিপদ। কিন্তু অনেক বাঙালিই রোহিঙ্গাদের চাকরি দিচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে রাখতে তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক স্থানে তারকাঁটার বেড়া কেটে ফেলেছে। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন কিছু না। চেহারা, রং ও ভাষায় মিল থাকায় তাদের চিহ্নিত করাও সহজ না। নানাভাবে পুলিশের চেকপোস্ট ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমরা চেকপোস্টগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর জন্য সবসময় তাগিদ দিচ্ছি। কক্সবাজারে কাজ করা বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তা ও স্থানীয়দের মতে, অনেক রোহিঙ্গা পুরোপুরি শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে। তারা সহজেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। গত চার বছরে ক্যাম্প থেকে অসংখ্য রোহিঙ্গা পালিয়ে গেছে। ফের শুমারি করলে সংখ্যাটি পরিষ্কার হবে। ভাষাগত মিল থাকায় পালানো রোহিঙ্গাদের বড় একটি অংশ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেউ আবার সমুদ্রপথে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে ক্যাম্পে ফেরত এসেছে অনেকে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) হিসাবে, শুধু ২০২২ সালেই সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭২ জন রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আসে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে আসে প্রায় ৮৭ হাজার। এর আগে থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত মিলিয়ে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা ছিল। তিন বছর আগেই বাংলাদেশে আসা ১১ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক ও তথ্য সংগ্রহ করেছে নির্বাচন কমিশন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। সেই হিসাবে এখন রোহিঙ্গার সংখ্যা সাড়ে ১২ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা।

অর্থ ছাড়া কিছুই হয় না, মেধা মূল্যহীন

ঢাকা, জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ বলেছেন, অর্থ ছাড়া বর্তমানে কিছুই হয় না, মেধা যেন মূল্যহীন। তিনি বলেন, টাকা ছাড়া চাকরি মিলছে না। সভা-সমাবেশ করতে টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করতে হয়, এমনকি মিলাদেও টাকা দিয়ে লোক আনতে হয়। গতকাল রাজধানীর টিকাটুলিতে মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চবিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। স্থানীয় মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর লাভলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিতালী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা শাহীন আরা নাসরিন, বিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য আবু নাসের সিদ্দিক, হাজী ফারুক, মনির হোসেন শাহীন, সাগুপ্তা সুলতানা, প্রকাশ কুমার সরকার প্রমুখ।

গাছে মানুষের প্রতিচ্ছবি, উৎসুক জনতার ভিড়

ঢাকা, পটুয়াখালীর দুমকিতে গাছ কাটার পর গাছে মানুষ আকৃতির ছবি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গাছে মানুষের ছবি দেখতে ভিড় জমান উৎসুক জনতা।

বুধবার বিকালে উপজেলার পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নে এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পাঙ্গাশিয়া এলাকার বাসিন্দা আবদুল হাই সওদাগর একই এলাকার বাসিন্দা গাছ ব্যবসায়ী সুলতান মল্লিকের কাছে একটি রেইনট্রিগাছ বিক্রি করেন। পরে বুধবার বিকালে লোকজন নিয়ে সুলতান মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। এর মধ্যে গাছটির গোড়ার দিকে মানুষের আকৃতির মতো ছবি দেখা মেলে। পরে বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। গাছমালিক আবদুল হাই সওদাগর জানান, গাছটি কাটার পর হঠাৎ এভাবে মানুষের আকৃতির মতো ছবি দেখা যায়। তবে বিষয়টি আসলে কী তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

দুমকি থানার ওসি মো. আবদুস সালাম বলেন, বিষয়টি মানুষের মুখে শুনেছি। তবে ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।

ক্যাম্পাসে নিপীড়ন

ঢাকা, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকর্মীর বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে আবারো আলোচনায় ছাত্রলীগ। নেতাকর্মীদের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে ম্লান হচ্ছে সংগঠনটির ঐতিহ্য। শুধু নেতারাই নন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে নেই নেত্রীরাও। কিছুদিন আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় দেশব্যাপী তুমুল আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এর আগে রাজধানীর ইডেন কলেজে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনাও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে নিপীড়ন ও অন্তঃকোন্দলে সংঘর্ষে জড়ানোর অভিযোগও সামনে এসেছে সংগঠনটির নেত্রীদের বিরুদ্ধে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এসব ঘটনায় ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। কিন্তু কমছে না অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে এক ছাত্রীকে রাতভর নির্যাতন ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা ও তার সহযোগী তাবাস্‌সুম ইসলামের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে।বিষয়টি পরবর্তীতে উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতের নির্দেশে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগ পৃথক কমিটি করেছে এ ঘটনায়। অভিযুক্ত নেত্রীদের ক্যাম্পাসও ছাড়তে নির্দেশনা দেন আদালত। জানা গেছে, ওইদিন রাত সাড়ে ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত শারীরিক নির্যাতন করা হয় ফুলপরী খাতুন নামে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এক ছাত্রীকে।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযান, ১০ ফিলিস্তিনি নিহত

ঢাকা, পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সামরিক অভিযানে বৃদ্ধসহ অন্তত ১০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন শতাধিক। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। উত্তর-পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে বুধবার অভিযানটি চালানো হয়।

প্রায় এক বছরের মধ্যে পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে এটি ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি। ভবিষ্যতে আরও রক্তপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলেছে, নাবলুসে তাদের সৈন্যরা অভিযান পরিচালনা করেছে, এ বিষয়ে তারা আর কোনো তথ্য দেয়নি। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ইসরাইলি সৈন্যরা নাবলুস শহরের কেন্দ্রস্থল অভিযান পরিচালনা করছে। সেনাবাহিনীর যানবাহন থেকে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করতে দেখা যায়।

ইসরাইল বলেছে, নিহতদের বেশিরভাগই জঙ্গি। এছাড়াও প্রতিবাদকারী যুবক এবং সংঘর্ষে জড়িত এমন মানুষ মারা গেছেন। জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলো ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের আক্রমণগুলো ব্যর্থ করার জন্য অভিযানগুলো পরিচালিত করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ইসরাইল পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়।

পর্দা ও দাড়ি-টুপি নিয়ে বক্তব্যের জন্য মেননকে ক্ষমা চাইতে হবে : হেফাজত

ঢাকা, হিজাব, টুপি ও দাড়ি নিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। সংগঠনের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব আল্লামা শায়েখ সাজিদুর রহমান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, রাশেদ খান মেনন ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহকে নিয়ে কটাক্ষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিয়েছে। হিজাব, টুপি ও দাড়ি নিয়ে কুরুচিপূর্ণ এসব মন্তব্য একজন রাজনীতিবিদের জন্য বেমানান। তাকে এ বক্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

হেফাজত নেতারা বলেন, ইসলাম সমগ্র বিশ্বে এক থচিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষের জন্য কল্যাণকর। নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতেই ইসলাম তাদের ওপর পর্দা পালনের বিধান আরোপ করেছে। সেই বিধান নিয়ে যারা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, তাদের অবস্থান এ সমাজের সভ্যতার বিরুদ্ধে। তারা চায় এ সমাজে অসভ্যতার সয়লাভ হোক। মুসলমানদের বোধ-বিশ্বাস নিয়ে উসকানিমূলক কথা বলে তারা এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চায়। এসব চক্রান্ত রুখে দিতে হবে।

তারা বলেন, পর্দা, হিজাব, দাড়ি-টুপি নিয়ে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য দেয়ার অপরাধে ফেতনা সৃষ্টিকারী এসব নেতাদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ২৫১ সদস্যকে নিয়ে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কমিটির অনুমোদন করেন।

এর আগে গত ২০২২ সালের ২২ মে যুবদলের আংশিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছিল।

জন্মভূমির এ সপ্তাহের কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

তারিখ:	ফজর	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৩ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
২৪ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
২৫ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৪৯	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৮	০৫;৫০
২৬ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
২৭ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫১	০২;৪৮	০৪;২৯	০৭;৫১
২৮ ফ্রেব্রুয়ারী	০৫;৫১	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
০১ মার্চ	০৬;৫২	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫২

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
সকাল ৭টায় আরতী ও ভোরের পূজা
সন্ধ্যা ৭টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা
(তাছাড়া প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোহিতগণ পূর্ণার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত পূজা অর্চনা করেন)।

বৌদ্ধ পূজার সময়সূচী

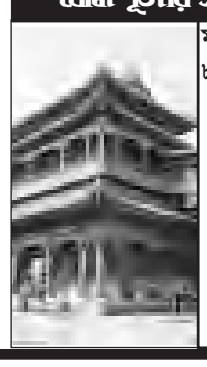

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

ভোরের প্রার্থনা ভোর ৬টায়
দুপুরের প্রার্থনা দুপুর ১২টায়
সন্ধ্যা প্রার্থনা সন্ধ্যা ৬টায়
(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত প্রত্যহিক পূজা করা হয়)।

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউ ইয়র্ক এলাকার প্রায় সব গীর্জাই খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রবিবারের প্রার্থনা সকাল ১১টায় বিশেষ প্রার্থনা হয় মধ্যরাতে

(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণার্থীদের সমাগম ঘটে এবং প্রার্থনা সভা হয় প্রতি চার্চেই)

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

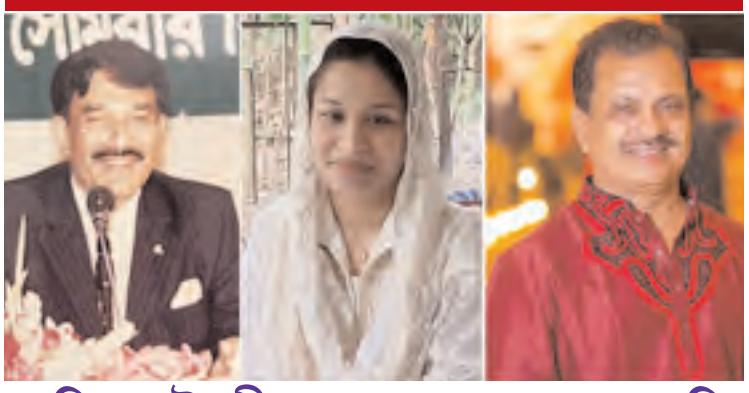

হারিছ চৌধুরীর মেয়েকে হত্যার হুমকি

সিলেট, সিলেটের আলোচিত রাজনীতিবীদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব আবুল হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরীকে 'গলা টিপে হত্যার হুমকির' ঘটনায় চাচা আশিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। সোমবার হারিছ চৌধুরীর আপন ভাতিজা রাহাত চৌধুরী কানাইঘাট থানায় সাধারণ ডায়েরিটি করেন। রাহাত চৌধুরী কানাইঘাট উপজেলার দর্পনগর গ্রামের নজমুল হোসেন চৌধুরীর ছেলে। আশিক চৌধুরী সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ও আবুল হারিছ চৌধুরীর চাচাতো ভাই। প্রসঙ্গত, হারিছ চৌধুরীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে প্রবাসে থাকেন।

ফুল দেওয়া নিয়ে হামলা সংঘর্ষ

বিভিন্ন স্থানে আহত ৪৫

ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি : ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর সময় দেশের কয়েকটি স্থানে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৪৫ জন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে কুমিল্লার দেবিদ্বারে আওয়ামী লীগের এক গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর আরেক গ্রুপের হামলায় আহত হয়েছেন ১২ জন। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। মানিকগঞ্জে শ্রমিক লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৬ জন। ঝিনাইদহে বিএনপি ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়েছে। সোনাগাজীতে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগের হামলায় আহত হয়েছেন ১০ জন। আর চট্টগ্রামে ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীদের ওপর যুবলীগ-ছাত্রলীগের হামলায় আহত হয়েছেন ১২ জন।

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) : কুমিল্লার দেবিদ্বারে একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারে ফুল দিতে এসে হামলার শিকার হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। স্থানীয় সংসদ সদস্যের সমর্থকরা হামলা চালায় বলে জানা গেছে। এ সময় কয়েকটি ককটেলেরও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে অন্তত ১০-১২ জন আহত হন। আহতদের দেবিদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সোমবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে।

ভাষা দিবসেও শহিদ মিনারে দলবাজি হয়েছে: ড. মোশাররফ

ঢাকা, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিএনপি 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার' শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

তিনি বলেন, 'আমরা সাড়ে সাতটার সময় বলাকা সিনেমা হলের সামনে থেকে প্রভাতফেরি মিছিল নিয়ে যাই। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনে থেকে সকাল ৮টা থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বেদি ত্যাগ করেনি, অযথা সময় নষ্ট করেছে। বিষয়টি দায়িত্বরত পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা। মহান ভাষা দিবসেও শহিদ মিনারে দলবাজি হয়েছে, এটা দুঃখজনক।' মঙ্গলবার দুপুরে ভাষাশহিদদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের উদ্দেশে খন্দকার মোশাররফ বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ রায় দিয়েছে যে, তারা গণতন্ত্র ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করেছে। তারা এ দেশকে মেরামত করতে পারবে না। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে আজ জনজীবন বিপন্ন। এ থেকে জনগণ মুক্তি চায়। ভাষা দিবসে আমাদের দাবি অবিলম্বে জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণ করে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। অবৈধ সংসদ বাতিলের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে।'

চিনি নিয়ে ছিনিমিনি

ঢাকা, এক মাস পর রোজা। এ সময় বাজারে চিনির চাহিদা থাকে তুঙ্গে। অথচ চিনির দাম এখনই চড়া। অন্যদিকে নেই পর্যাপ্ত মজুতও। প্যাকেটজাত চিনি পাওয়া যাচ্ছে না দোকানে। আর খোলা চিনি এই আছে তো এই নেই। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডিও করেও চাহিদামতো চিনি মিলছে না। মিলাররা চাহিদা ও সময়মতো চিনি সরবরাহ করছে না। তিন মাস আগের ডিও'র চিনিও হাতে আসছে না। এমন অবস্থায় রমজানে চিনির বাজার আরও অস্থিতিশীল হতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা।

বাজারের এমন পরিস্থিতি তৈরি করা দেশের কোম্পানিগুলোর পুরনো কৌশল বলে মনে করছে ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ক্যাব। সংস্থাটি বলছে, রোজার মাস এলেই নানাভাবে সংকট তৈরির খেলায় মত্ত থাকে কোম্পানিগুলো। সরকার থেকে এখনই ব্যবস্থা না নেয়া হলে রমজানে চিনির বাজার অস্থির হয়ে যাবে।

মস্কোতে বাংলাদেশি দূতকে তলব

ঢাকা, রাশিয়ার জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে প্রবেশ করতে না দেয়ার ঢাকার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মস্কোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে মঙ্গলবার তলব করে রাশিয়া। এ খবর দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এ মাসের শুরুতে রাশিয়ার কয়েক ডজন জাহাজ নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ। এসব জাহাজ পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল। এ কারণে বাংলাদেশের জলসীমায় এমন জাহাজ প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশি দূতকে তলব করা নিয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা মস্কোতে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে তলব করে জানিয়েছে, ঐতিহ্যগতভাবে দ্বিপক্ষীয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী ওই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এর ফলে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, রাশিয়ার রাষ্ট্র মালিকানাধীন পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক সংগঠন রোসাটম বর্তমানে বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। এই কেন্দ্রটি ২০২৪ সালে অপারেশন শুরু করার কথা রয়েছে। মস্কোর প্রতি ঢাকা অনুরোধ করেছে, এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা কোনো জাহাজ যেন ব্যবহার না করা হয়।

মৌলভীবাজারে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা শেষে ছায়া রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

সিলেট, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা শেষে মৌলভীবাজারের প্রথিতযশা সংগীতশিল্পী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ছায়া রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে জেলার এ গুণী শিল্পীকে বিদায় জানান সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী, কুশলীসহ অন্যরা। সোমবারে স্থানীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেয়া হয়। জাতীয় পতাকায় মোড়ানো হয় তার কফিন। গার্ড অব অনার শেষে শহরের সৈয়ারপুর শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য করা হয়। এর আগে তাকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ। ছায়া রায় রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে মৌলভীবাজার শহরের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ছায়া রায় নজরুল সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ক্লাসিক্যাল গানের একজন গুণী শিল্পী ছিলেন।

তিনি স্বর্গীয় গজেন্দ্র লাল রায় ও আশালতা রায়ের কন্যা ছায়া রায়। ব্যক্তিগত জীবনে এডভোকেট মলয় ভূষণ রায়ের সহধর্মিণী ও দুই সন্তানের জনক। বড় মেয়ে অপরাজিতা রায় কেয়া মৌলভীবাজারের দি ফ্লাওয়ার্স কেজি অ্যান্ড হাইস্কুলের শিক্ষক। ছেলে মানবেন্দ্র রায় মাদল হাইকোর্টের আইনজীবী।

কাদের হাতে মুরগি ও ডিমের বাজার

ঢাকা, বাজারে মুরগির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। এক কেজি ব্রয়লার মুরগি কিনতে ভোক্তাকে এখন গুনতে হচ্ছে ২০০ থেকে ২২০ টাকা। বেড়েছে সোনালি মুরগির দামও। এই মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৩১০ থেকে ৩২০ টাকায়। ডিমের বাজার কয়েক মাস ধরেই অস্থির। প্রতি ডজন ডিমের দাম বর্তমানে ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এতে স্বল্প আয়ের মানুষ প্রাণিজ আমিষের সবচেয়ে সস্তা উৎসের নাগাল পাচ্ছে না। ডিম ও মুরগির দাম এভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য দু'টি কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা। একটি হলো- মুরগির খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। আর অন্যটি হলো- মুরগির বাচ্চা ও খাদ্য উৎপাদনকারী করপোরেট কোম্পানিগুলোর প্রভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের খামার বন্ধ হয়ে যাওয়া।

মুরগি ও ডিমের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বড় খামারি মালিকদের দায়ী করে ক্ষুদ্র খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের (বিপিএ) সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, করপোরেট কোম্পানিগুলোর স্বেচ্ছাচারিতায় ডিম ও মুরগির বাজার অস্থির হয়ে পড়েছে। প্রান্তিক খামার ও করপোরেটদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খামারের উৎপাদন খরচই বাজার পরিস্থিতি বদলে দেয়। তিনি বলেন, প্রান্তিক খামারিকে ৫০ কেজির এক বস্তা পোল্ট্রি ফিড কিনতে ৩ হাজার ৬৫০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে করপোরেটদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খামারিকে ৫০ কেজির এক বস্তা পোল্ট্রি ফিডের জন্য ২ হাজার ৬০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আর একদিনের মুরগির বাচ্চা চুক্তিবদ্ধ খামারির কাছে ৩৫ টাকায় বিক্রি করা হলেও প্রান্তিক খামারির কাছে ৬০ টাকা নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো ভালোমানের মুরগির বাচ্চা ও ফিড চুক্তিবদ্ধ খামারগুলোতে সরবরাহ করে। অন্যদিকে প্রান্তিক খামারিদের কাছে নিম্নমানের মুরগির বাচ্চা ও ফিড সরবরাহ করা হচ্ছে। যার কারণে প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষুদ্র খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোনো উপায় না পেয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের কিছু খামারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। আবার কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর খামার বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে মুরগি ও ডিমের বাজার করপোরেটের দখলে চলে যাচ্ছে। তারা শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এ ছাড়া পোল্ট্রির দাম বাড়ার কারণ হিসেবে তিনি খাদ্যের দামের কথাও জানান।

ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়ার কারণ হিসেবে আফতাব বহুমুখী ফার্মস'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে রহিম খান শাহরিয়ার বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির প্রভাব থেকেও বের হতে পারছে না দেশীয় উদ্যোক্তারা। এর সঙ্গে ডলারের কারণে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে পোল্ট্রি উপকরণ আমদানি করতে হচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্প চাহিদার প্রায় ৫০ শতাংশ ভুট্টা ও ৯০ শতাংশ সয়াবিন আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। কিন্তু সেসব আমদানি ব্যয় নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁচামাল আমদানির জন্য জাহাজ ভাড়াও ব্যাপক হারে বেড়েছে। সেই তুলনায় পশুখাদ্যের দাম বাজারে বৃদ্ধি পায়নি। এতে গত দুই মাসের ব্যবধানে দেশের অনেক কোম্পানি পশুখাদ্য উৎপাদন ছেড়ে দিয়েছে।

প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি ঢালি আবু হানিফ বলেন, আগে ৫০ কেজির এক বস্তা খাদ্যের দাম ছিল ১৫০০ টাকা। এখন বেড়ে তা ৩০০০ টাকা হয়েছে। দেড় হাজার টাকায় খাদ্য কিনলে একটি ডিম উৎপাদনে খরচ পড়তো ৬ টাকা। ফলে তিন হাজার টাকা দিয়ে খাদ্য কেনার কারণে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন খরচ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিমের উৎপাদন অনেক কমেছে। আগে যেখানে প্রতি মাসে ১৫ লাখ ডিম উৎপাদন করতাম, এখন কমে সেটি ৬ লাখে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে জানান এই খামারি।

বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের মহাসচিব খন্দকার মহসিন বলেন, পোল্ট্রি উপকরণের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে ছোট খামারিরা উৎপাদন খরচ পোষাতে পারছে না। দুই মাস ধরেই ক্ষুদ্র ও ছোট খামার বন্ধ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে সামনে আরও খামার বন্ধ হবে। খামারিদের রক্ষা করতে হলে পশুখাদ্য ও উপকরণের দাম সহনীয় মাত্রায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে।

তরুণদের দক্ষ হিসেবে গড়ার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে (আইটি) দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

Dr Sagar Baral D.D.S
Cosmetic Dentistry
আমরা বাংলায় কথা বলি

87-72 168th street Jamaica,NY 11432
Telephone: (718)297-9777

LAW OFFICE OF H. BRUCE FISCHER

H. BRUCE FISCHER
Attorney at Law

এপয়েন্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

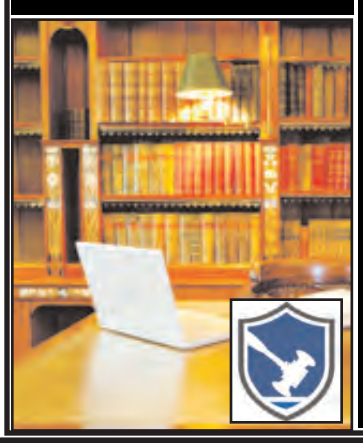

এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস

যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, যেমন গাড়ী,ট্রাক, সাবওয়ে. প্লেইন, কাজের জায়গাতে আঘাত হস্পিটালে ভুল চিকিৎসা কন্সট্রাকশন অথবা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার দরুন আপনার বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্যে করতে সর্বদা প্রস্তুত।

Office:45 Rockefeller
Plaza,Suite # 2088, NY 10111
Tel: 212-957-3634,
Cell: 646-752-6097

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ### ১০ ফাল্গুন ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ূন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড.মিতুল বড়ুয়া
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ

সম্পাদকীয়

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা প্রণয়ন করা উচিত

বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের ৭১ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও তৈরি হয়নি ভাষাসৈনিক বা ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা-বাঙালি হিসাবে এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের জন্য। অথচ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের ফলে আমাদের মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের নয়, আজ বিশ্বের সব ভাষাভাষীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে।

বস্তুত ভাষা আন্দোলন এবং এর মূল চেতনা এখন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত। এ ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা নগরী হলেও ইতিহাস বলে, সেদিন এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে।

বাংলা ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অনেকেই ১৯৫২ সালে এবং এর আগে ও পরে অংশ

নিয়েছিলেন। অবদান রেখেছিলেন নানাভাবে। তাদের নামের কোনো তালিকা না থাকার অর্থ হলো তাদের সেই অবদানের স্বীকৃতি না দেওয়া। তাই ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা প্রণয়ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমাদের জানামতে, ভাষাসৈনিকদের তালিকা তৈরির আবেদন জানিয়ে ২০১০ সালে হাইকোর্টে একটি রিট হয়েছিল। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট ভাষাসৈনিকদের তালিকা তৈরি, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাশে একটি গ্রন্থাগার ও ভাষা জাদুঘর নির্মাণসহ আট দফা নির্দেশনা দেন।

হাইকোর্টের নির্দেশনায় ঢাকায় জাতীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় কমিটি গঠন করে ভাষাসৈনিকদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। এর আলোকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে একটি তালিকা তৈরি করেছিল, যেখানে ৬৮ জন ভাষাসংগ্রামীর নাম ছিল। তালিকাটি ২০১২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ তালিকার কিছু নাম নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাছাড়া এটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তালিকা প্রণয়নের কাজটি স্থগিত করা হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশনায় ঢাকাসহ দেশের সব জেলায় কমিটি গঠন করে তালিকা তৈরি করতে বলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকায় তিন সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। কিন্তু এ কমিটির মাত্র একটি বৈঠক হওয়ার পর তালিকা প্রণয়নের কাজটি কার্যত বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি সরকারিভাবে সম্পন্ন করার আর কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।

এ অবস্থায় আমরা মনে করি, হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলায় জেলায় কমিটি গঠন করে এবং তা সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে ভাষাসংগ্রামীদের যথাসম্ভব একটি নির্ভুল, নির্মোহ ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা উচিত।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই আজ আর বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছেন, তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই ভাষাসংগ্রামীদের তালিকা প্রণয়ন নিয়ে গাফিলতির সুযোগ নেই। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিবেচনায় নিয়ে এ বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি এখনই শুরু করা উচিত। এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এ সবকিছুর আগে ভাষাসংগ্রামী হিসাবে কাদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সে বিষয়ে একটি সঠিক ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন ।

জন্মভূমি মিডিয়া ইন্‌ক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
WEEKLY JANMOBHUMI
Editor & President : Ratan Talukder
Published by Jonmobhumi Group Inc.,
37-39-74 Street ,Jackson Height- NY- 11372
Tel. : 718-380-6712, Cell: 646-327-7964; Fax : 646-935-1675
E-mail : Jonmabhumi@gmail.com
Website : www.Jonmobbhumi.com
Printed in U.S.A.

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নেবে কি ঢাকা?

আলতাফ পারভেজ

বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। দু-তিন কোটি বাদে বাকি সবার নিত্যসময়ের ভাষা বাংলা। একুশে ফেব্রুয়ারি এ রকম সব বাংলাভাষীর কাছে বিশেষ মর্যাদার। ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক ওই মুহূর্তের ৭০ বছর পেরোল। মধ্যে স্বাধীন দেশও পেল বাংলাভাষীদের বড় অংশ। কিন্তু ঢাকা এই ভাষার সমগ্র মানুষের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি হতে পারল কি না, সে বিষয়ে হয়তো এখন ভাবা যায়।

১৯৫২ নিয়ে শোক, উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের মধ্যে বরাক বা মানভূমির ভাষাসংগ্রামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা ঠাঁই পাচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাভাষীদের ভূরাজনৈতিক বিবেচনায়? প্রশ্নটা এভাবেও তোলা যায়, 'একুশ' ঢাকার সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাভাষীদের অভিভাবকত্বের দায় তৈরি করছে কি না?

মানভূমি ও বরাকের বাংলাভাষীদের কথা

বাংলা ভাষার প্রসারে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব এবং অবদান অবশ্যই বিশাল। তবে এ-ও ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই, দক্ষিণ এশিয়ার আরও বহু জায়গায় বাংলাভাষীরা ভাষা-অধিকার নিয়ে বিস্তর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়েছে। কেবল উর্দু নয়, কোথাও হিন্দি, কোথাও অসমিয়াভাষীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় লিপ্ত হতে হয়েছে তাদের। নানান অঞ্চলে নানান আদলে সেই সংগ্রাম চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষীরা প্রায় ৮৬ ভাগ। ত্রিপুরায় ৭০ ভাগ। আসামে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ঢাকা, কলকাতা, আগরতলা, আসাম মিলে 'বাংলা'র জগৎটা বেশ বড়। কিন্তু ঢাকার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিসীমা ততটা প্রসারিত হলো কই? বিশেষ করে মানভূমির দীর্ঘস্থায়ী ভাষা আন্দোলন এবং বরাকের ব্যাপক রক্তদান বাংলাদেশে আজও প্রয়োজনীয় মনোযোগ পেয়েছে বলে মনে হয় না।

সে রকম মনোযোগ পেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার মানুষ নিশ্চয়ই ফেব্রুয়ারিতে বাংলার জন্য বিহারের টুসু সত্যাগ্রহীদের স্মরণ করত। ভজহরি মাহাতোকেও ঢাকার মানুষেরা চিনত–যিনি দিল্লিতে লোকসভা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন 'প্রান্তিক' বাংলাভাষীদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নকে। একুশের চৈতন্যকে ঢাকার চৌহদ্দির বাইরে খুঁজতে গেলেই আমরা 'লোকসেবক সংঘ' নামে অসাধারণ এক ভাষাসাধনারও দেখা পেতাম; বাংলাভাষী হয়েও ঝাড়খন্ডের কাছে বাংলাভাষী দানবাদ অঞ্চল হারানোর ব্যর্থতা শনাক্ত করতে পারতাম। এ-ও জানতাম, পূর্ব ঝাড়খন্ডের প্রায় ৩৩ লাখ বাঙালি বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার জন্য এ মুহূর্তে লড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বাংলাভাষীরা যখন হিন্দির সঙ্গে অসমযুদ্ধে লড়ছে, বাংলাদেশের বাংলাভাষীদের হিন্দিপ্রীতি তাদের বিস্মিত করে তখন। একইভাবে পূর্ব ঝাড়খন্ড কিংবা বিহারের মুঙ্গেরের বাংলাভাষীরা চায়, ঢাকার একুশ তাদের কথাও ভাবুক। কিন্তু যোগাযোগটা পারস্পরিক হয়ে উঠছে না

হিন্দির বহু আগে থেকে এখানে মানুষ বাংলায় কথা বলে। রাজ্যের নাগরিকদের বড় একাংশ তাঁরা। সরকার বলে ১০ ভাগ, তাঁরা বলেন আরও বেশি। রাজ্যের ৪২ ভাগ নাগরিক তারা। একুশ তাদের উদ্দীপনা দেয়। কিন্তু বাংলা পাঠ্যবই ও শিক্ষকসংকটের মধ্যে 'দাপ্তরিক ভাষা' হিন্দিতে কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছে তারা। স্থানীয় বাংলাভাষী স্কুলগুলো অন্য জায়গার বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীদের কারিগরি সহায়তা পেলে আরও ভালো চলত। কিন্তু কে করবে, সে সহযোগিতা? বাংলা নিয়ে লড়তে লড়তে মানভূমিরই একাংশ ১৯৫৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া হলো। কিন্তু বাংলাদেশ কলকাতাকে যতটা চিনল-জানল, পুরুলিয়ার কাছে ততটা পৌঁছায়নি।

হিন্দিতে ঢাকার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয় দূরের বাংলাভাষীরা

কেবল প্রান্তিক পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খন্ড নয়, বিহার ও আসামের বাংলাভাষীদের কাছেও এটা বেশ অদ্ভুত ঠেকে, ঢাকার রাজনীতি আঞ্চলিক সব বিষয় কেবল নয়াদিল্লির সঙ্গে রফা করতে চেয়েছে গত পাঁচ দশক। তার কাছে দূরে থেকেছে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলাভাষীদের জানাশোনার ব্যাপারও। সহিংসতা ও এনআরসির ভীতির মধ্যেই আসামে আজও প্রায় ৩০ ভাগ মানুষের ঘরের ভাষা বাংলা। ১৮৩৬ থেকে প্রায় ৪০ বছর আসামে বাংলা দাপ্তরিক ভাষা ছিল।

সেই মর্যাদা বাতিল শেষে যখন সর্বত্র অন্ধভাবে অসমিয়ার আধিপত্য বাড়ানো শুরু হলো, তার প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই ১৯৬১-এর মে মাসে শিলচরে ১১ জন বাংলাভাষী নর-নারী জীবন দিয়েছিলেন। বরাকের ওই প্রতিবাদীদের কাছে সেদিন বড় প্রেরণা ছিল একুশে।

মাওলানা ভাসানী চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশও ভুলে গেল সেখানকার দুই ভ্যালির ওই বাংলাভাষীদের কথা।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ ভূমিকম্প কি এরদোয়ানের ক্ষমতার মুঠি আলগা করে দিল?

আহমেত তে কুরু

৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্কে বিধ্বংসী ভূমিকম্প আঘাত হানে। প্রথম ও সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে এটি একটি মানবীয় ট্র্যাজেডি। এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পে তুরস্কে ৪৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্যোগে অর্থনীতি ও আর্থিক খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি, তার প্রভাব তুরস্কের রাজনীতিতেও পড়তে শুরু করেছে। প্রাথমিক হিসাবে ভূমিকম্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান।

ভূমিকম্পের মানবীয় ট্র্যাজেডি এবং দীর্ঘ মেয়াদে তুরস্কের জন্য এর ফলাফল কী হতে চলেছে, সেটা নিরূপণ করা আমার জন্য বেশ কঠিন। আমি তুরস্কে রাজনীতি বিষয়ে পণ্ডিত। কিন্তু আমি ভূমিকম্প যে এলাকায় আঘাত করেছে, সেখানেই বেড়ে উঠেছি। ভূমিকম্পে আমি আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধব হারিয়েছি।

এরপরও আমি মনে করি, এ ভূমিকম্পে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কী হবে, সেটা পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। এটা শুধু রাজনৈতিক কৌতূহলের কারণে নয়, তুরস্ক কীভাবে এই বিপর্যয় থেকে পুনর্গঠনের পথে এগোবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় কতটা ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবে, সে বিবেচনাতেও সেটা করা দরকার।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও আইনসভা নির্বাচন এ বছরের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এমনকি ভূমিকম্পের আগে থেকেই এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছিল। অর্থনৈতিক সংকট ও এরদোয়ানের স্বৈরতান্ত্রিক ধরনের শাসনের ওপর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে ভোটারদের মধ্যে (বিশেষ করে তরুণ ভোটার) তাঁর জনপ্রিয়তা কমেছে।

ভূমিকম্পের পর দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থতার কারণে যে রাজনৈতিক বেকায়দায় পড়েছে এরদোয়ান সরকার, তা কাটিয়ে উঠতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাঁর জাস্টিস ও ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি), তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সরকারি সংস্থা পরিচালিত মসজিদগুলো খুব দ্রুত ভূমিকম্পকে 'শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপর্যয়' বলে সংজ্ঞায়িত করে। এর অর্থ হলো, এ ভূমিকম্পে যে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা কোনোভাবেই এরদোয়ানের পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না।

এরদোয়ান নিজেই ভূমিকম্পকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে বলেছেন, 'এ ধরনের বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা সম্ভব নয়।' তিনি এটিকে 'নিয়তি' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সমালোচকেরা এতে আশ্বস্ত হতে পারেননি। বিশ্লেষকেরা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকার জন্য এরদোয়ান এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত যে শাসনপদ্ধতি চালু করেছেন, সেটাকে দায়ী করেছেন। ভূমিকম্পের পর সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার জন্যও এ বিষয় দায়ী বলে তাঁরা মনে করেন।

প্রস্তুতি ও সমন্বয়ে ঘাটতি

এ ভূমিকম্পের যে বিশাল ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি, তার জন্য এরদোয়ানকে দায়ী করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২০ বছর ধরে এরদোয়ান নির্মাণশিল্পকে তুরস্কের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি করে তুলেছেন। তাঁর ক্ষমতার প্রথম দিকে নির্মাণশিল্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিল আমলাতান্ত্রিক ও বেসরকারি সংস্থা। ১৯৯৯ সালে তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে ১৭ হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর তুরস্কে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২০১৭ সালের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এরদোয়ান প্রেসিডেন্টশাসিত নতুন যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে ক্ষমতার ভারসাম্যের কোনো বালাই নেই। আমলাতান্ত্রিক সংস্থাগুলো থেকে যোগ্য পেশাজীবীদের তাড়িয়ে সেখানে তাঁর অনুগত ও ক্রনি (স্বজনতোষণ) ঠিকাদারদের নিয়োগ করেন।

এর ফলে এরদোয়ান সরকার নির্মাণ খাতে কোনো ধরনের নিয়ম-বিধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর পরিবর্তে জনপ্রিয় নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে করের বিনিময়ে লাখ লাখ ত্রুটিপূর্ণ ভবনের মালিককে দায়মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দায়মুক্তি ঘোষণা দেওয়ার সময় এরদোয়ান যে দাম্ভিকতা দেখিয়েছিলেন, সেটি ভাইরাল হয়েছে।

ভূমিকম্পের পর উদ্ধার অভিযানের ধীরগতি ও সমন্বয়হীনতার জন্যও এরদোয়ান প্রশাসনকে দায়ী করা হচ্ছে।

ভূমিকম্পের পরে উদ্ধার অভিযানের ক্ষেত্রে প্রথম দিনটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই দিনটিতেই পুরো উদ্ধার অভিযান ছিল অকার্যকর। এর পেছনে বিরোধী দলগুলো ও বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা এরদোয়ানের চালু করা কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। যেমন অনেক সমালোচনা করছেন, দুর্যোগের ভয়াবহতা কতটা, সেটা বোঝার পরও কেন সেনাবাহিনীকে নিয়োগ দিতে দেরি করলেন এরদোয়ান।

সংবাদমাধ্যমের ওপর এরদোয়ানের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তুরস্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে এসব সমালোচনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

মুক্ত ভাবনা

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

একুশে ফেব্রুয়ারি কি শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে?

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

ভাষা মানুষের জীবনে অতি মূল্যবান সম্পদ। পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে সাতশ কোটি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কয়েক সহস্র ভাষার মধ্যে বাংলা একটি অন্যতম প্রধান ভাষা।

নিজস্ব সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার থাকার পরও যুগে যুগে নানা ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ-সম্ভার নিয়ে বাংলা ভাষা উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের প্রধান বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা সমাসবদ্ধ পদ। বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। আভিধানিক অর্থ স্বদেশের ভাষা। ভাষা খেলা করে জিবের ডগায়।

ঘোষিত হয় গলার মধ্য দিয়ে। প্রাণ লাভ করে ফুসফুসে আর এর উৎসমূল মানুষের মন। প্রতিটি শিশুর জন্য মায়ের দুধ যেমন পুষ্টিকর, তেমনি প্রতিটি মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য মাতৃভাষা পুষ্টিকর। ভাষা যে কোনো জাতির মেধার অনন্য লালনক্ষেত্র। জাতির মননের আকর্ষণীয় স্থাপত্য। সমগ্র বিশ্বে প্রায় সব ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা এ রকমই হয়ে থাকে।

এ মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের এক মৌলিক সম্পদ হচ্ছে তার মাতৃভাষা। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার মনের ভাবকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের মাতৃভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বীর বাঙালি বিশ্ব ইতিহাসে আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই এ দিনটিকে বিশ্ববাসী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানীদের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জানা যায়, ভাষার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫ লাখ বছর আগে। বর্তমানে পৃথিবীতে ৬ হাজার ৭০০-এর বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। বর্তমান শতকেই সবচেয়ে বেশি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি এক সপ্তাহে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন অত্যুজ্জ্বল এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের এ ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া এ আন্দোলনের শোকাবহ পরিণতির কথা আমরা বছরের এ বিশেষ দিনে স্মরণ করি। নিঃসন্দেহে বলা যায়-বাঙালির জাতীয় চেতনা সুসংহত করা, বাঙালি সংস্কৃতির স্বকীয়তা শনাক্ত করা, সর্বোপরি বাঙালির আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে কৌতূহলী করে তোলা-এসবই একুশের কাছ থেকে পাওয়া। এমনকি এ বিষয়েও কোনো ধরনের বিতর্কের অবকাশ নেই যে, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ যে অর্জন মহান স্বাধীনতা, তার ভিত্তিমূল প্রোথিত ছিল এ একুশের চেতনার মধ্যেই।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির গৌরব ও বেদনার ইতিহাস। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় তরুণ সমাজকে জীবন দিতে হয়েছিল বলে দিনটি বেদনায় নীল। পক্ষান্তরে ভাষা আন্দোলনের পথে বাঙালি তার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে বলে এ দিনটি জাতীয় জীবনে একান্ত গৌরবের। বুকের রক্তঝরা ওই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রেরণাদীপ্ত একুশে ফেব্রুয়ারি অসাধারণ তাৎপর্য বহন করে।

সভ্য মানুষের কাছে মাতৃভাষা হলো দ্বিতীয় মা। যে কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের মধ্যে তার মাতৃভাষা খুবই মূল্যবান। একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হচ্ছে ভাষা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকর মাধ্যম। মাতৃভাষার প্রচলন শুধু ভাষাগত বৈচিত্র্য, বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে না, তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুধাবন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। প্রতিটি মাতৃভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া, বিশেষ করে দুর্বল ও জীর্ণ মাতৃভাষাগুলোকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং দুর্বল বলে কোনো ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য। প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ এদিনে নিজের মাতৃভাষাকে যেমন ভালোবাসবে, তেমন অন্য জাতির মাতৃভাষাকেও মর্যাদা দেবে। পৃথিবীর সব মানুষের মাতৃভাষাকে সম্মান জানানোর দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে বুকে ধারণ করে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার প্রেরণা পাবে মানুষ।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির কাছে চির প্রেরণার প্রতীক। ১৯৫২ সালের আন্দোলন ছিল রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা রীতিমতো প্রান্তিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। অথচ কথা ছিল অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে মানুষের পাঠ উপযোগী করে তোলা হবে সব বই।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

খালেদা জিয়াকে নিয়ে এবার আওয়ামী লীগের 'টোপ'

সোহরাব হাসান

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়া জেলে যান ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এই মামলায় তার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। একই বছর ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় তাঁর সাত বছর জেল হয়। সেই হিসেবে খালেদা জিয়ার কারাবাসের মেয়াদ পাঁচ বছর হলো ৮ ফেব্রুয়ারি। একটি মামলায় উচ্চ আদালত তাঁর শাস্তির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিএনপির দাবি, দুটো মামলাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। খালেদা জিয়া কোনো দুর্নীতি করেননি।

দুটো মামলায় হাইকোর্ট রায়ের পর লিভ টু আপিল দায়ের করলেও তিন বছর ধরে তা ঝুলে আছে। বিএনপি একটিরও নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করছে না। তাদের ভয়, আপিল বিভাগে নাকচ হলে আইনি লড়াইয়ের শেষ সুযোগটিও থাকবে না। আওয়ামী লীগের অভিযোগ, বিএনপিই খালেদা জিয়ার মুক্তি চায় না বলে লিভ টু আপিলের নিষ্পত্তি করছে না।

এই প্রেক্ষাপটে খালেদা জিয়ার রাজনীতি করা না করার বিতর্ক সামনে আসে। বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি এখনো দলের চেয়ারপারসন এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দলের জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়েছেন, তা-ও তাঁর সিদ্ধান্তে।

বিএনপি নেতারা প্রথমে আওয়াজ তুলেছিলেন, গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবেন। কিন্তু সেই কাজটি তাঁরা করতে পারেননি। এমনকি ২০১৮ সালের নির্বাচনে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষিতেও বিষয়টি সেভাবে তুলে ধরতে পারেননি। বিএনপি নেতারা তখন বলেছিলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবেই তাঁরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

মূলত খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি কোনো কার্যকর আন্দোলন ও কৌশল নির্ধারণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

এরপর বুড়িগঙ্গায় অনেক পানি গড়িয়েছে। যখন দেখা গেল, বিএনপির আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না, তখন তাঁর পরিবার থেকে নির্বাহী আদেশে শাস্তি স্থগিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। সরকার সেই আবেদন গ্রহণ করে এবং ছয় মাস পরপর তাঁর শাস্তি স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো হয়। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একাধিকবার দেখাও করেন।

প্রশ্ন উঠেছে, একজন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারেন কি না। এর উদাহরণ বাংলাদেশেই আছে। জিয়াউর রহমানের আমলে জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রবের শাস্তিও নির্বাহী আদেশে স্থগিত করা হয়েছিল। তিনি শাস্তির স্থগিতাদেশ নিয়েই বিদেশে চিকিৎসার জন্য জার্মানি (তখন এটি পশ্চিম জার্মানি নামে অভিহিত ছিল) গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসেও রাজনীতি করেছেন।

বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে এ নিয়ে টেলিফোনে কথা হয় মঙ্গলবার। তাঁরাও বলছেন, বিএনপি যখন নির্দলীয় সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে, তখন খালেদা জিয়ার প্রশ্নটি সামনে আনার উদ্দেশ্য বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা। এটা বিএনপির জন্য এক ধরনের টোপ। কেননা তাঁর প্রতি দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড আবেগ আছে।

খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে কী হবে? যে ধারায় খালেদা জিয়ার শাস্তি স্থগিত করা হয়েছে, সেই ধারা শর্তযুক্ত হতে পারে। আবার শর্তমুক্তও হতে পারে। আ স ম রবের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল না। খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে সরকার দুটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে, যথাক্রমে তিনি বাসায় থেকে চিকিৎসা করাবেন এবং বিদেশে যেতে পারবেন না। বিএনপির নেতারা তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে সরকারের কাছে বারবার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন করলেও সরকার তা গ্রাহ্য

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যে তিন পরিণতির দিকে যাচ্ছে

ফ্লোরেন্ট পারমেন্টিয়ার ও সিরিল ব্রেট

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের ফয়সালার বিষয়টি থমকে গেলেও ইউক্রেনে লড়াই কিন্তু থেমে নেই। পূর্ব দনবাসের বাখমুত শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে মস্কো এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্লেষকদের মতে, ওই অঞ্চলে লড়াই করতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে রাশিয়ার সামরিক ভাণ্ডারে বেশ ভালো টান পড়েছে। প্রতিদিন শত শত রুশ সেনা হতাহত হচ্ছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত যুদ্ধের যে গতিপ্রকৃতি সেটাকে অচলাবস্থা বলা চলে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের এক বছর হতে চলেছে। রাশিয়া বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক এই সংঘাতের গতিপ্রকৃতি আগে থেকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভ্লাদিমির পুতিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সম্প্রসারণ ঠেকাতে ইউক্রেন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছেন। তাঁরা বলতেন, এটা মস্কোর 'ভারী ধাতব কূটনীতি'। কিন্তু অনুমান ব্যর্থ প্রমাণ করেই রাশিয়া আগ্রাসন শুরু করে।

এখন পর্যন্ত এ যুদ্ধ সামরিক, কূটনৈতিক ও কৌশলগত অনেক বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। লড়াইয়ের প্রতি ইউক্রেনীয় বাহিনীর দৃঢ়সংকল্প এবং কিয়েভের প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন একদিকে মস্কোকে বিস্মিত করেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমারা যে নিষেধাজ্ঞার কূটনীতি প্রয়োগ করেছে, তা বাস্তবায়নের পথে চীন, ভারত ও আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ অন্তরায় হয়েছে।

পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রধান লক্ষ্যটি ছিল রাশিয়াকে আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে করে দেওয়া। কিন্তু রাশিয়া ভালোভাবেই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব সামলেছে। যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপের অনেক দেশ তাদের আগেকার রক্ষণশীল অবস্থা পাল্টে ইউক্রেনীয় অভিবাসীদের মুক্তহস্তে আশ্রয় দিয়ে চলেছে। আমাদের মূল্যায়নে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য তিন পরিণতি হতে পারে।

এ বিষয়গুলো যদি ঘটতেই থাকে, তাহলে সেটা ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তাতে করে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তাদের অস্ত্রের জোগানও কমে আসতে পারে। বিষয়টি জেলেনস্কি সরকারকে দুর্বল করে দিতে পারে। জাতীয়তাবাদী শক্তি ও কথিত 'শান্তি দল'-এর চাপ তাতে বাড়বে। পশ্চিমা সমর্থন পাওয়া ও পশ্চিমা মতামত বাস্তবায়নে সমস্যায় পড়ে যাবে ইউক্রেন সরকার।

এক. রাশিয়া বড় ধাক্কা খেতে পারে

রাশিয়া সম্প্রতি কিয়েভ, দনবাস ও খেরসনে নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। এরপর ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান ব্যর্থ হতে পারে। কেননা, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবৈধভাবে যে চারটি অঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিয়েছিল, সেখানকার অনেক ভূখণ্ড তাদের হাতছাড়া হয়েছে। তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছেন।

কিয়েভে সরকার পরিবর্তনের যে লক্ষ্য প্রথম দিকে মস্কো নিয়েছিল, সেই কৌশলগত অবস্থান তাদের পাল্টাতে হয়েছে। ইউক্রেন রাশিয়ার অনেকগুলো শক্ত ঘাঁটি পুনর্দখলে নিয়েছে এবং ক্রিমিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। রাশিয়ার এই পরাজয় বেশ কিছু কারণে আরও ত্বরান্বিত হতে পারে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ দিকটা বিবেচনা করা যাক। বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে কি না, সেই ভয়ে দেশটির সক্ষম তরুণেরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ায় নতুন করে সেনা নিয়োগ অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। নতুন নিয়োগ করা সেনাদের কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে না পারায় রুশ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ভালো বেকায়দায় পড়েছে। তাদের প্রতিরক্ষাপ্রযুক্তি ও শিল্প ভিত্তিও সংকটে পড়েছে। এমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তার কামড় বসিয়ে চলেছে, সংকটটা এখন রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণির ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ইউক্রেন এ সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, দেশটির জনগণ এখন যুদ্ধের ভয় ও বিভীষিকা সয়ে নিয়েছে। ২০২৩ সালের শরৎকালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগপর্যন্ত দেশটিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও বিরাজ করবে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা নিয়মিত পেয়ে চলেছে, ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী বেশ কিছু ফ্রন্ট নিজেদের কবজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক মহলে রাশিয়ার অবস্থান অনেকটাই কমেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার জ্বালানির ক্রেতাদের বিকল্প বাজার খুঁজতে হয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ একটা যুদ্ধবিরতির পথ খুলে দিতে পারে। কালক্রমে সেটা সত্যিকারের শান্তি আলোচনায় সুযোগ সামনে নিয়ে আসতে পারে। ইউক্রেন মনে করছে, বিজয় হলো তাদের পুরো ভূখণ্ড রাশিয়ার কবজা থেকে মুক্ত করা। যুদ্ধাপরাধের দায়ে রাশিয়াকে বিচার ও মস্কোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

যাহোক, পরাজয়টা যদি অনেক বড় হয়, তাহলে রাশিয়ায় রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি হবে। তাতে করে দেশটির নেতৃত্ব ভেঙে পড়বে এবং মস্কোয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এর ফলে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

দুই. রাশিয়া অল্পস্বল্প সাফল্য পেতে পারে

শীত শেষে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা দৃশ্যপট দেখা যাচ্ছে। খেরসন প্রদেশের বেশির ভাগ অঞ্চল তারা পুনর্দখলে নিয়েছে। এর ফলে বেলারুশ দিয়ে সরাসরি কিয়েভে হামলার হুমকি তৈরি হয়েছে। তবে সেটা করতে গেলে বেশ কিছু শর্ত পূরণ হতে হবে। যেমন ইউক্রেনের সামরিক সরঞ্জাম ফুরিয়ে আসতে হবে।

রাশিয়ার বিবেচনায় ক্রেমলিন এ যুদ্ধে এমন কিছু অর্জন করতে পেরেছে, যেটা দীর্ঘদিন ধরেই তারা ব্যর্থ হয়ে এসেছে। ২০২২ সালের শরতে তারা সফলভাবে নতুন সেনাদের প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সফলভাবে তাদের নিয়োগ দিতে পেরেছে। তিনটি প্রধান ফ্রন্টে সরবরাহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরেছে। ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ থেকে শিক্ষা নিয়ে রুশ বাহিনী অত্যাধুনিক রকেট সিস্টেম হিমার্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ক্ষেপণাস্ত্রের নাগাল থেকে নিজেদের সামরিক ভান্ডার দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে।

এ সাফল্যের সঙ্গে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে তাদের দখলে নেওয়া চারটি অঞ্চলে যদি তারা রুশপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে সেটা সুস্পষ্টভাবে রাশিয়ার জয়। মস্কোর বিবেচনায় দেশ পুনর্গঠনের জন্য যে ধরনের ঐক্য দরকার, তার ঘাটতি রয়েছে ইউক্রেনের নাগরিকদের মধ্যে।

এ বিষয়গুলো যদি ঘটতেই থাকে, তাহলে সেটা ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে খারাপ হবে। তাতে করে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তাদের অস্ত্রের জোগানও কমে আসতে পারে। বিষয়টি জেলেনস্কি সরকারকে দুর্বল করে দিতে পারে। জাতীয়তাবাদী শক্তি ও কথিত 'শান্তি দল'-এর চাপ তাতে বাড়বে। পশ্চিমা সমর্থন পাওয়া ও পশ্চিমা মতামত বাস্তবায়নে সমস্যায় পড়ে যাবে ইউক্রেন সরকার।

সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরে এশিয়ায় তাদের জ্বালানি রপ্তানি অব্যাহত রাখতে পারবে রাশিয়া। বড় প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদক হওয়ায় এর দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা থেকেই যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব মোকাবিলায় চীনের জোরালো সমর্থনে মস্কো তার কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক পুরোটাই কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। তাহলে পোল্যান্ড ও উত্তর ইউরোপের ইউক্রেনের পক্ষের সরকার সংকটে পড়ে যাবে। রাশিয়ার ধাক্কা যদি মোক্ষম হয়, তাহলে তাইওয়ানে যে ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে, পূর্ব ইউরোপেও একই ধরনের সংকট দেখা দেবে।

তিন. দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হতে পারে

যুদ্ধের তৃতীয় ফলাফল হতে পারে, জয় বা পরাজয়ের সক্ষমতা দুই পক্ষের কারোরই হলো না। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে সারা বিশ্বকেও ভুগতে হবে।

ফ্লোরেন্ট পারমেন্টিয়ার সায়েন্সেস পিওর সেন্টার ফল পলিটিক্যাল রিসার্চের মহাসচিব
সিরিল ব্রেট সায়েন্সেস পিওর ভূরাজনীতি বিশ্লেষক
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

খাটো করে দেখার সুযোগ নেই

আবদুল লতিফ মণ্ডল

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র সম্মেলনে কাকে দাওয়াত দিল আর না দিল, তার পরোয়া শেখ হাসিনার সরকার করে না।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কোস্টারিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস ও জাম্বিয়া কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত বৈশ্বিক গণতন্ত্র সম্মেলন আগামী ২৯ ও ৩০ মার্চ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি হবে দ্বিতীয় বৈশ্বিক গণতন্ত্র

সম্মেলন।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবার এ সম্মেলন আয়োজন করেছিল। সে সম্মেলনে ১১০টি দেশের প্রায় সাড়ে সাতশ প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। সে সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রণ পায়নি। তখন ঢাকার তরফ থেকে পরবর্তী সম্মেলন অর্থাৎ দ্বিতীয় সম্মেলনে আমন্ত্রণ পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছিল।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও মালদ্বীপসহ বিশ্বের ১১১টি দেশ আমন্ত্রণ পেয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আয়োজিত বৈশ্বিক গণতন্ত্র সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ তথা পুরো সম্মেলনকে গুরুত্বহীন মনে করছেন। আসলে কি তাই?

যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যৌথভাবে সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কী ধরনের প্রতিশ্রুতি, সংস্কার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বৈশ্বিক গণতন্ত্র সম্মেলন।

প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, ওই সম্মেলনে মূলত যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো হলো-ক. গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং কর্তৃত্ববাদ প্রতিহত করা; খ. দুর্নীতি চিহ্নিত করা ও প্রতিহত করা; গ. মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ইতিবাচক প্রচারণা। মিডিয়ায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, কর্তৃত্ববাদী সরকারকে প্রতিহত করা, দুর্নীতি দমন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা-এ তিন লক্ষ্যে অঙ্গীকার পূরণের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দ্বিতীয় সম্মেলনে আলোচনা হবে।

এখন দেখা যাক, আসন্ন দ্বিতীয় বৈশ্বিক গণতন্ত্র সম্মেলনে আলোচনার বিষয়-গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, দুর্নীতি দমন এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান কোন পর্যায়ে। সম্প্রতি দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) 'গণতন্ত্র সূচক ২০২২' প্রকাশ করেছে। নির্বাচনব্যবস্থা ও বহুদলীয় অবস্থান, নাগরিক অধিকার, সরকারের সক্রিয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি-এ পাঁচ মানদণ্ডে একটি দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১০ পয়েন্টভিত্তিক এ সূচক তৈরি করেছে ইআইইউ। সূচকে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে ইআইইউ দেশগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে এবং সেগুলো হলো-পূর্ণ গণতন্ত্র (ভঁষষ ফবসড়পৎধপু), ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র (ভষধবিফ ফবসড়পৎধপু), মিশ্র শাসন (যুনৎরফ ৎবমরসব) এবং স্বৈরতন্ত্র (ধঁঃযড়ৎরঃধৎরধহ ৎবমরসব)। যেসব দেশের স্কোর ৮ বা এর বেশি, সেগুলো পূর্ণ গণতন্ত্র; যেসব দেশের স্কোর ৬-এর বেশি এবং ৮-এর কম, সেগুলো ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র; যেসব দেশের স্কোর ৪-এর বেশি এবং ৬ বা এর কম, সেগুলো মিশ্র শাসন এবং যেসব দেশের স্কোর ৪ বা এর নিচে, সেগুলোর অবস্থান স্বৈরতন্ত্র ক্যাটাগরিতে।

গণতন্ত্র সূচক ২০২২-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৭৩তম। গত বছরের মতো ৫.৯৯ স্কোর নিয়ে তালিকার ক্রমিকে ৭৬ থেকে ৭৩-এ এগিয়ে এলেও গণতন্ত্রের ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের কোনো উন্নতি হয়নি। ২০০৬ সালের পর থেকে বাংলাদেশ মিশ্র শাসন ক্যাটাগরিতেই রয়েছে। অথচ ২০০৬ সালে গণতন্ত্রের ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এক ধাপ উপরে, অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র ক্যাটাগরিতে। কেন এ অবস্থা? এর মূল কারণ হলো, গত এক দশকে কোনো নির্বাচন-তা জাতীয় বা স্থানীয় সরকার যে পর্যায়েই হোক-সুষ্ঠু বা অংশগ্রহণমূলক হয়নি। নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট এবং বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল ৮টি দল দশম সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮টি দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করায় শাসক দল আওয়ামী লীগ এবং গুটিকয়েক দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ-সদস্য হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ আসনের ৫০ শতাংশের বেশি আসনে অর্থাৎ ১৫৪টি আসনে আওয়ামী লীগ ও তাদের গুটিকয়েক সহযোগী দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচিত হন। অংশগ্রহণমূলক না হওয়ায় দশম সংসদ নির্বাচন দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। তবে অনিয়মের দিক থেকে অতীতের সব সংসদ নির্বাচনের রেকর্ড ভেঙে ফেলে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটি হলো-নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্ধারিত দিনের আগের রাতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ব্যালট বাক্সে ভোট প্রদান।

দশম ও একাদশ সাধারণ নির্বাচন শুধু যে অংশগ্রহণহীন ও সুষ্ঠু হয়নি তা নয়, এ দুটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যবর্তী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনও সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি। ২০২১ সালে বিএনপি ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বর্জন করে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদের নির্বাচনও অনেকটা একদলীয়ভাবে অর্থাৎ মূলত সরকারদলীয় প্রার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতি সূচকে এক ধাপ অবনতি হয়ে ২০২১ সালে বিশ্বে ১৩তম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ থেকে ২০২২ সালে নিুক্রম অনুযায়ী ১২তম অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ২০০১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদের শেষ বছরে। পরবর্তী টানা চার বছর (২০০২-২০০৫) খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সময়কালে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছিল। বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাস না পাওয়ার জন্য বিশ্লেষকরা যেসব কারণ চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোর শীর্ষে রয়েছে দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। দেশে দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিএনপি সরকার ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করলেও তারা সংস্থাটিকে পুরোপুরি কার্যকর করতে তেমন উৎসাহী ছিল না। তাছাড়া দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য এমন সব ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান ও কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা বিএনপির আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। ক্ষমতাসীন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপ করে থাকাকেই তারা শ্রেয় মনে করেন। চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে দুদকের কার্যক্রম অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতি দমনে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ছিল-ক. দুদকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

THE BEST HOPE REALTY INC.
THE BEST HOPE REALTY INC.
MLS

37-22 73rd St. Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)
Mohammed Solaiman Ali
Lic. Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider
1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze
ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৬/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে
মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পবিত্র অংশীদার হউন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
ASTORIA
ATLANTA
BROOKLYN
JACKSON HTS
BRONX
JAMAICA
MANHATTAN
MICHIGAN
OZONE PARK
PATERSON

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

কুয়ায়ন
আমিনুল ইসলাম

দ্যাখো- বয়সী পাইনের আন্তঃমহাদেশীয় চোখে বেগুনি
হলুদ বিস্ময় জাগিয়ে কেমন ছোট হয়ে আসে পৃথিবী!
প্রান্তরের সাঁঝের মতো চেপে এসেছে ঐ দিগন্তের দেয়াল
সে-দেয়ালে চোখ রেখে পড়ে নিচ্ছি আজ-
এ মেরু ও মেরু, আকাশ-পাতাল, সাত সমুদ্র দশ দিগন্ত-
যা আগে ডাগর কাচ-নয়নেরও অনায়ত্ত ছিল।

আহা কী সুখ, দার্শনিক অনিদ্রায় রাত জেগে কষ্টকল্পনার
কষ্ট থাকছে না আর! এ সুযোগে শামুকের কাছে প্রাইভেট
পড়ে শিখে নিচ্ছি- গুটিয়ে নেয়ার পাঠ;
কেননা, যেমন খাপটি- তেমনটি তলোয়ার!

ও ভাই ব্যাঙ, ও বোন কুয়ো- এই কান ধরলাম,
আর গালি দেয়া নয়,
দ্যাখো- ইতোমধ্যে কতখানি ছোট হয়ে এসেছি আমি!

সেই কিশোরী
মইনুল ইসলাম

এখন তার ছায়া পড়ে না মৃত্তিকায়-
প্রতিবিম্ব রাখে না আয়না,
দিঘির ঘাটে তই তই বলে হাঁসটিরে আর ডাকে না সে
সন্ধ্যায় ডুবে যায় বাঁশবন, কেউ তার দেখা পায় না।

লাল ডুরে পাড় শাড়িখানি জলের বাগানে মেলে
যে কিশোরী ছুঁয়েছে শাপলার রাঙা চিবুক, গোলাপি আঙুলে
তুলেছে বেতুল কচুরির বেগুনী ফুল, রোদ্ররাঙা দুপুরে-
এখন দিঘির ঘাটে সে তো আসে না।

মাচা ভরে ফুটেছে কত কুমড়োর ফুল, বড় নিঝুম বাড়িঘর-
উঠানে উপচায় রোদ, পড়ে আছে ধানের স্তূপ, ছড়ানো ছিটানো খড়
এখন শুকানো ধানের ঘ্রাণে
তার পায়ের ঘুঙুর বাজে না।

ঐ মাঠে শীতল ঘাসের নিচে শুয়ে থাকে সে
ঝিঁঝিদের ডাকে, ঘুঘুদের ডাকে, ঘুম তার ভাঙে না।

অমীমাংসিত প্রেম
বিবিকা দেব

প্রচণ্ড বাতাসে যখন সকালটা বিষণ্ণ। উড়ছে পথের নিষ্প্রাণ ধুলোয় অযাচিত কাগজ। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া ঠোঙা ও নেশাতুর পোড়া সিগারেট। কুণ্ডলীর ভেতর থেকে খসে পড়া পালক আর শুকনো পাতারা ধীরগতিতে নেমে যাচ্ছে। ঝরে পড়া চুল অজানা ঠিকানায় উড়ে। কাঁপছে ঠোঁট নড়ছে নির্ঘুম দুটি চোখ। মনটা গাঙচিলের পিঠে চড়ে অবিরাম খেলে সমুদ্রের জলে ডুবসাঁতার। অপরিপক্ষ মুকুল ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে। কবিবন্ধু সমেত বৃক্ষের ছায়াতলে নীরবে দাঁড়িয়ে। অচেনা প্রেমিক রেখে গেছে অযাচিত কাগজে অমীমাংসিত প্রেমের সংলাপ।

দুঃস্বপ্নের ভয়
মাহী ফ্লোরা

সারারাত আমার আত্মা বন্দি ছিল ষোলো বাই বিশের শৈশবে।
যত স্বপ্নই দেখি না কেন সেই জানালা খুলতে আমার ভয় হয়। পর্দা নড়ে গেলে আতঙ্কে জমে যাই। আব্বা বাড়ি নেই। কলেজের কাজে ঢাকা গিয়েছে। আমি পড়ার বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি দস্যু বনহুর। হঠাৎ দুটো আঙুলকে দেখি আব্বার শার্টটাকে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছে জানালার বাইরে। আমার ভ্রম হয়। আমার মনে হয় জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আব্বার শরীর। আব্বার মুখ। চমন বাহারের গন্ধ। আমি তো বুকে ঢুকেছি কত কত বার সেই গন্ধের লোভে। আমি জমে যেতে যেতে টের পাই কত সহজে বড় হয়ে গেছি। আব্বা আমাদের মাঝে রাখেন এখন লম্বা একটা পাশবালিশ!
অথচ আমি তো জানতাম,
যে স্বপ্নই দেখে না তার থাকে না দুঃস্বপ্নের ভয়।

সেকালে ঢাকার পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ
অনুপম হায়াৎ

যখন তিনি প্রায় অখ্যাত ছিলেন তখন ঢাকার পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ও তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ ছিল কৌতূহলের বিষয়। অবশ্য এ নিয়ে বিস্তারিত কোনো গবেষণা আজো হয়নি। তবে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন সূত্রে ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথসংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জন্ম ও মৃত্যু কলকাতায় অভিজাত পরিবারে। এই পরিবারের ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি। কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রকলা উপাসনা, পত্রপত্রিকা সম্পাদনা এসব ক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারের নারী-পুরুষরা ছিলেন সক্রিয়। এ জন্য বলা হতো জোড়াসাঁকোর 'ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি'। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারের খ্যাতি ও দ্যুতিতে যোগ করেন নতুন মাত্রা। কলকাতার পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষত ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, নাটক, সঙ্গীত ও তার অন্যান্য তথ্য যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হতো ১৯১৩ সালের আগেও। যেমন 'ঢাকা প্রকাশ', 'বান্ধব', 'প্রতিভা' এসব পত্রিপত্রিকার কথা বলা যায় প্রসঙ্গে।

১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খ্রি:) ঢাকা থেকে মাসিক 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩-১৯১০) সম্পাদকীয় এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রথম কবিতা ছাপা হয়। এর আগে তার বেনামে ও ছদ্মনামে লেখা ছাপা হয় কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। 'বান্ধব'-এ প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'হোক ভারতের হৃদয়'। ১২৮১ সালের মাঘ সংখ্যায় এই কবিতাটি ছাপা হয়। তবে কবিতার শেষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণনাম মুদ্রিত হয়নি, শুধু লেখা ছিল -(র)। পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছিল কবিতাটি হিন্দুমেলা উপলক্ষে রচিত।' 'বান্ধব'-এর ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে গ্রন্থিত রবীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতার প্রশংসা করা হয়।
১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি কাহিনী' প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় এই গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা ছাপা হয়। জানা মতে, এটি ছিল প্রথম প্রকাশিত বিস্তৃত সমালোচনা। আর এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। সমালোচক লিখেছেন :
'... যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন একখানি আবরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।... বাবু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শোভায় বর্ণালেও প্রশংসনীয়।... যাহাদিগের হৃদয় আছে এবং হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতিও সহানুভূতি আছে তাহারা হিমাচল বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।' 'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১ খ্রি:) নাটিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়–
'বাবু রবীন্দ্রনাথ এ দেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে।...'
সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ রয়েছে ১৮৮৮ থেকে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে মৃত্যু পর্যন্ত। এই পত্রিকায় ১২৯৫ সালের ১৫ আশ্বিন (১৮৮৮ খ্রি:) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্যারডি সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। এতে লেখা হয়েছে : 'মিঠে-কড়া-রাহু রচিত। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পুস্তকের উপর বিদ্রূপচ্ছলে ইহা লিখিত হইয়াছে, জবাবগুলি সুখের মতোই বটে, রবির পিছনে ও রাহুটি বড় কম নহেন।'
'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ঢাকা আগমন (১৮৯৮) বক্তৃতাদান ও নর্থব্রুক হলে গান পরিবেশন, স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু, ময়মনসিংহ গমন (১৯০৫), পাবনায় প্রাদেশিক সমিতিতে যোগদান (১৯০৮), পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের সভায় রবীন্দ্র সঙ্গীত (১৯১৩), আরবিতে গীতাঞ্জলী (১৯১৪), ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ও তার অনুষ্ঠানসূচি (১৯২৬), নারায়ণগঞ্জে বিপুল সংবর্ধনা (১৯২৬), পরলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৯৪১) প্রভৃতি প্রায় ১০০টি বিষয় ছাপা হয়েছে।
১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রি:) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'মাসিক প্রতিভা'। এই প্রতিভাটি প্রকাশিত হয় 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ'-এর উদ্যোগে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্য নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণী 'প্রতিভা' পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ এক শ' টাকা প্রদান করে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ'-এর আজীবন সদস্য হন। এ সংক্রান্ত সংবাদও 'প্রতিভা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।
১৯৩১ সালে লীলা নাগ (রায়)-এর সম্পাদনায় ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় মাসিক 'জয়শ্রী'। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (জৈষ্ঠ্য, ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান ছাপা হয়। গানটি ছিল 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেকে অপমান'।
পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৩৯) ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। এটি ছিল নিম্নরূপ :
'বিজয়িনী নাই তব ভয়
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান
'জয়শ্রী'র এই পরিচয়।'
পত্রিকার এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে 'নারী সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে তার একটি সাক্ষাৎকার।
ঢাকা থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় 'পাপিয়া' নামে একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র কবিতা ছাপা হয়।

মিষ্টি ছবি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

দোয়েল ডাকে বাঁশের ঝাড়ে
শীতের দিনে গাঁয়
ঘাসের বনে শিশির কণা
চাষিরা গান গায়।

ওড়ছে ফড়িং হাসছে খোকা
ওড়ছে রাঙ্গা ঘুড়ি
নকশী কাঁথা জড়িয়ে গায়
খুশির নেই জুড়ি।

ইলিক ঝিলিক মিঠেল রোদে
সবুজ শোভা মেলা
গাঁয়ের মাঠে বিকেল বেলা
খোকা খুকুর খেলা।

পাখির ঠোঁটে ধানের শীষ
মিষ্টি ছবি ভাসে
নবান্ন মেলা গাঁয়ের মাঠে
লাজুক বউ হাসে।

বাংলা আমার মা
কাব্য কবির

বাংলা মা তোর রূপ দেখে আজ
মুগ্ধ হলাম আমি,
হিরে মুক্তার থেকেও যে
বাংলা মা তুই দামি।

সবুজ শ্যামল বাংলা মা তুই
অপরূপা সাজে,
রূপের রাণী হয়ে আছো
এই ধরণীর মাঝে।

ভালো থাকলে বাংলা মা তুই
আমি থাকি ভালো,
আমার কাছে বাংলা মা তুই
চাঁদের নরম আলো।

"বাসন্তী রঙ"
জিল্লুর রহমান পাটোয়ারী

চৈতী এলো বাসন্তী রঙ,
লাগল গাঁয়ে দোল-
হোলিখেলায় মন মনমাতানো,
বেঁধেছে সব গোল।
নিলাম্বরী নীল ছুঁয়ে যায়,
হলদে রঙের শাড়ি -
বঁধুর হাতের কাঁকন বালায়,
দেয় সাজিয়ে আড়ি।
চৈতী সাজে বাসন্তী রঙ,
হোলি হোলি খেলা -
নীল হলদে গায় মাখিয়ে,
দেয় কাটিয়ে বেলা।
দোল হোলিদোল চৈতী দিনে,
বাসন্তী রঙ মাখে -
শুকনো পাতায় আলতো ছোঁয়া ,
সুরের ছন্দ আঁকে।

চৈত্র এলো ফিরে
নাসরীন জামান

আগুন ঝরা ফাগুন গেলো
চৈত্র এলো ফিরে
শীতের আমেজ রইলো না আর
বাংলাটাকে ঘিরে।

রৌদ্রতাপের গরম হাওয়ায়
জল শুকালো মাঠে
মাঝির নায়ের বৈঠা এবার
পড়লো বাঁধা ঘাটে।

মাঠ শুকালো, ঘাট শুকালো
ফাটলো ফসল মাটি
কোথায় গেলো বটের ছায়ার
সবুজ শীতল পাটি?

মেঘের দেশের মেঘরাজাটাও
কাঁদতে গেছে ভুলে
বনের ময়ূর আর না নাচে
রঙীন পেখম তুলে।

হয়তো হঠাৎ কাঁদবে আকাশ
ভীষন ঝড়ের বেগে
শুকনো মাঠের সবুজ তখন
উঠবে আবার জেগে।

লোভ ও লাভ
এস ডি সুব্রত

মহামারী মড়ক দানবশক্তি তাড়া করে
শ্রেষ্ঠ জীবের অবিবেকী কাজে
অতি লোভ ও লাভের কর্মযজ্ঞে
মৃত্যুবান ধেয়ে আসে মূহুর্তে মূহুর্তে ,
নব্য সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন থাবায়
প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত সাধের পৃথিবী
দুঃখীর অন্ন কেড়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে
সবলের বেবিচারী হাত ,
সহজ মানুষ আর দুর্বলকে ঠকিয়ে
মুনাফা লুটে নেয় চতুর শৃগাল
অন্যায় শক্তির অশুভ দাপটে
ন্যায়বিচার হেরে যায় প্রায়শই কেন জানি !

জীবন ঘড়ি
মমতা মজুমদার

আমি মুক্ত মনে উড়তে পারি
হাওয়ার সাথে দুলতে পারি।
ফুলের মতো ফুটতে পারি
কোকিল সুরে বুলতে পারি।
তবুও আমার রাজ্যে নেই
কোন স্বাধীনতার মাঠ!

স্বাধীন মনে ভাবতে হলে
সত্য কথা বলতে গেলে,
মিথ্যার ব্যাপক ছড়াছড়ি।
বিবেক বোধের বাড়াবাড়ি,
কোণঠাঁশা হই আমি নারী
চলছে কেবল জীবন ঘড়ি।

শুধু তোমাকে চাই
বিচিত্র কুমার

তোমাকে চাই,শুধু তোমাকে চাই,
শয়নে স্বপনে জাগরণে শুধু তোমাকে চাই,
সুখে-দুখে জীবনে-মরণে শুধু তোমাকে চাই,
শুধু তোমাকে চাই,শুধু তোমাকে পাশে চাই।

সবুজ মাঠে তোমাকে চাই,
সোনালী বিকালে তোমাকে চাই,
খোলা আকাশে তোমাকে চাই,
মুক্ত বাতাসে তোমাকে চাই,
শুধু তোমাকে চাই,শুধু তোমাকে পাশে চাই।

জোছনা ভরা আকাশে তোমাকে চাই,
ফুল ভরা বাগানে তোমাকে চাই,
ঝিকিমিকি রৌদ্রে তোমাকে চাই,
চাঁদনী রাতে তোমাকে চাই,
শুধু তোমাকে চাই,শুধু তোমাকে পাশে চাই।

নদী যেমন করে মোহনা চায়,
মেঘ যেমন করে নীড় চায়,
চাঁদ যেমন করে চাঁদনীকে চায়,
দিন যেমন করে রাত্রিকে চায়,
আমিও ঠিক তেমনি করে শুধু তোমাকে চাই,
এ জীবনে শুধু তোমাকে পাশে চাই।

www.jonmobhumi.com

ধর্ম

ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ; পঞ্চ যজ্ঞের সমাহার

জেপুলিয়ান দত্ত জেপু

(গত সংখ্যর পর)

নৃ-যজ্ঞঃ ধনী-দরিদ্র,পন্ডিত-মূর্খ,শিক্ষিত-অশিক্ষিত,সুশ্রী-বিশ্রী,সুন্দর-অসুন্দর,সত্য-মিথ্যা,উচ্চ বর্ণ,নিম্ন বর্ণ,ছোট-বড়,জাতি-ধর্ম সবাই এক বিশ্ব পিতার সৃষ্টি। সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু আপাতত কত প্রভেদ। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের সম্মান ভদ্রতার অঙ্গ। আবার কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের উন্নতির পথ সুগম করে দেওয়াও জেষ্ঠ্যের কর্তব্য। শিক্ষিত যখন অশিক্ষিতদের শিক্ষার পথ প্রস্তুত করে দেন তখন শিক্ষিত জনের মর্যদা বৃদ্ধি পায়। ধনী যখন গরীবের অর্থ রোজগারের পথ তৈরি করে দেন তখন সেই ধনী গরীয়ান হয়ে উঠে। উচ্চবর্ণের লোকেরা যখন নিম্ন বর্ণের লোকদের ধর্মের পথ প্রশস্ত করে দেন,তাদের সামাজিক মর্যদা দেন তখন উচ্চ বর্ণের বংশ মর্যদা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে মহীয়ান হয়ে উঠেন। সংখ্যাগুরু যখন সংখ্যা লগুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন,তখন একটি দেশের সার্বভৌমত্ব শক্তিশালী হয়,উন্নয়ন বৃদ্ধি হয়,অন্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।সুন্দর যখন কুৎসিতকে ভাই বলে কাছে টেনে নেয় তখনই সুন্দরের মর্যদা রক্ষা পায়। যদি সুন্দর হতে ইচ্ছে করে বিশ্রীকে সুন্দর দেখতে হবে। বড়রা ছোটদের স্নেহের চোখে দেখবে আর ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।এই পারস্পরিক সেবা ধারাকে নৃ-যজ্ঞ বলে।

?ভূতযজ্ঞঃ পশু,পাখী,কীট পতঙ্গ,গরু,ছাগল,হাঁস,মুরগী প্রভৃতি প্রাণি এমন কি প্রতিটি ফড়িং,প্রতিটি পিপড়া, প্রতিটি কেঁচো পর্যন্ত পরমপিতার সৃষ্ট জীব। তারা মানুষের বাঁচার সহায়ক। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাদের সেবা করলে তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আমাদের মঙ্গলের জন্য। তেমনি গৃহপালিত ও অন্যান্য প্রতিটি জীবের সেবা করলে তারা সেবা পেয়ে সেবকের মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।তাদের পরিতৃপ্তির জন্য এই ভূতযজ্ঞ। যারা এ যজ্ঞ করেন তারাই এর ফল ভোগ করে থাকেন।

উপরোক্ত এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ নাম ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞ দীক্ষিত প্রত্যেকের প্রতিদিন অবশ্যই করণীয়।

এ যজ্ঞকে সামর্থ যজ্ঞও বলা হয়। যারা এ যজ্ঞ প্রতিনিয়ত পালন করেন তারা চতুর্দিকে সামর্থবান হয়ে উঠেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জলান্ন গ্রহনের পূর্বে অতিভক্তি ও বিনম্রচিত্তে সৎসঙ্গীরা এ পঞ্চ মহাযজ্ঞ সমাপন করার পর আহার গ্রহণ ও বিভিন্ন কাজ কর্মে নেমে পড়েন। এ মহাযজ্ঞের ফল ক্রমাগত ধীরে ধীরে ফলতে থাকে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে উৎপাদিত শস্য সবার আগে অগ্রভাগ ভগবানকে নিবেদন করার প্রচলন ছিল,এখনও আছে। প্রতিটি কাজকর্ম শুরুতে ভগবানের নাম বা দেবতার পূজো দিয়ে সবাই ভোগ করে থাকে। এমনকি শাস্ত্রানুযায়ী যেকোনো আহারের পূর্বে ভগবানকে নিবেদন করে খেতে হয়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ আমার।তোমরা এর অগ্রভাগ আমাকে নিবেদন করে তবে তোমরা এর ভোগ বা ব্যবহার করবে। ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রকার উপদান বা খাদ্য শস্যের অগ্রভাগ ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করলে তাতে চৌর্য বৃত্তি অবলম্বন করা হয়।"

চাষী ধান ও বিভিন্ন শস্য তুলে এনে গোলাজাত করে। গোলা থেকে তুলে আগ ধান রাখার প্রচলন অনেক পুরোনো। গৃহস্থ মায়েরা রান্নার জন্য চাল নেবার সময় আগ রাখে, চাকুরীতে প্রাপ্ত প্রথম অর্থের একাংশ ভগবানের জন্য নিবেদিত হয়। যারা ব্যবসা করে আয় করে, তাদের আয়ের প্রথম অর্থের একাংশ ভগবানের জন্য নিবেদন করার প্রথা আছে। নতুন গাছের প্রথম ফল, গাভীর দুধের প্রথমাংশ দেবতাকে নিবেদন করার বিধান প্রচলিত আছে। এ সব করণীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর ও একই ধারা। মুসলমানেরা যাকাত প্রদান করে,বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরা ছোয়াইং (সিয়ং) দেয়,খ্রীস্টান সম্প্রদায় গীর্জায় দান করার প্রথাও এই যজ্ঞের নামান্তর। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছেন,

"সবচেয়ে তোর বড় ধান্ধা ইষ্টভৃতি হলে,
তখন থেকে দেখতে পাবি জীবন কেমন ফলে।"

ইষ্ট অর্থ মঙ্গল আর ভৃতি অর্থ ভৃজ্য। অর্থাৎ ইষ্টভৃতি মানে মঙ্গলের জন্য ভৃজ্য। এ ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ নিজের,পরিবারের,আত্মীয় স্বজনের,পূর্বপুরুষের, প্রতিবেশীর,সমাজের,দেশের ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পালন করতে হয়।

লেখকঃ শিক্ষক ও সাংবাদিক

মুমিন জীবনে রাসূলপ্রেমের অপরিহার্যতা

এইচএম হুজাইফা মাহমুদ

(গত সংখ্যর পর)

কিন্তু মানুষ এই ভালোবাসা বা প্রেমের জায়গা নির্বাচনে ভুল করে জেনে, না জেনে। ইমাম মালেক রহ: বলেছেন, 'শেষ জামানার উম্মত সততা, সফলতা পাবে কেবল ওই জিনিসের মাধ্যমে যার মাধ্যমে পেয়েছিল প্রথম মুসলমানগণ।' অর্থাৎ সাহাবিরা।

প্রেম সর্বদা ফুটনোন্মুখ। প্রকাশোন্মুখ। সেটা চলনে হোক বা বলনে। রাসূলপ্রেম যে যুগেই মুমিন জীবনে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সে যুগেই তারা সব সভ্যতাকে পেছনে ফেলে পুরো বিশ্বের আইডলে পরিণত হয়েছে। সেই প্রেম পরিত্যাগ করে আজ আমরা সর্বস্বান্ত। পশ্চিমীয় নগ্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের দিগম্বর হতে বাধ্য করেছে। সুতরাং মুমিন জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রাসূলপ্রেম ফুটে ওঠা অত্যাবশ্যক।

হজরত হুজাইফা রা: যখন ইরান আক্রমণ করেন কিসরা তাকে নিজ দরবারে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে গেলে প্রথমে আপ্যায়ন করা হয়। খাবারের সময় তার হাত থেকে লোকমা পড়ে যায়। তিনি সেটি তুলে খেতে চাইলে পাশ থেকে একজন সাহাবি বললেন, 'এখানে এমনটি না করলেও হয়'। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এই নির্বোধদের জন্য আমি কি রাসূলের সুন্নত ছেড়ে দেবো' (মুফতি তুকি উসমানীর বয়ান সঙ্কলন থেকে)? চলনে-বলনে নবীর সুন্নতের প্রতি প্রেমের এমন প্রকাশ তাদের ইতিহাসের হিমাদ্রিতে পৌঁছে দিয়েছিল। আসআদ মুলতানি বলেছেন, সুন্নত পালনে যদি তুমি মানুষের ভয় করো, তাহলে জামানা তোমার ওপর হাসতেই থাকবে (উর্দু কবিতা থেকে অনুবাদ)।

নবীজির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি চিত্র দেখতে পাই উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রা:-এর জীবনে। একবার তার পিতা আবু সুফিয়ান তার সাথে দেখা করার জন্য মদিনায় আসেন। আবু সুফিয়ান বিছানায় বসতে গেলে উম্মে হাবিবা রা: বলেন, বাবা একটু দাঁড়ান! তখন তিনি বিছানার চাদর তুলে ফেলেন। তারপর পিতাকে বসতে বলেন। আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এমনটি কেন করলে? তখন উম্মুল মুমিনিন রা: পিতাকে যুগান্তকারী জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এই চাদরে রাসূল সা: বসেন। আপনি বসতে পারবেন না। আপনি কাফের হওয়ার কারণে নাপাক।' আম্মাজান-এর সেই উত্তর এখনো মনের গহিনে ঝড় তোলে। বলে দেয়, কিভাবে রাসূলকে ভালোবাসতে হবে? কী পরিমাণ ভালোবাসতে হবে? মুমিন-জীবনে রাসূলপ্রেম কতটুকু প্রকাশ পাবে?

রাসূলপ্রেমের এমন গভীর চিত্র প্রকাশ করেই তো সেই সময় মুসলমানরা পদদলিত করেছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তিকে। এর ঠিক উল্টো চিত্র বর্তমানে রাসূলপ্রেম ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা আজ নিজেরাই দলিত মথিত সবখানে। তাই রাসূলপ্রেমই মুমিন জীবনের পাথেয়, চলন শক্তি।

www.jonmobhumi.com

GLOBAL NY TRAVELS & TOURS INC.
বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশে সুলভমূল্যে টিকেটের নিশ্চয়তা
bangladesh KUWAIT AIRWAYS ETIHAD Emirates
► ১০০% সিট নিশ্চিত হয়ে টিকেট ইস্যু করা হয়
► পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সুব্যবস্থাপনায় আমরা অভিজ্ঞ
অন্যান্য সেবাসমূহ: ইমিগ্রেশন ছবি তোলা হয়
MIRZA M ZAMAN (SHAMIM)
Cell: 646-750-0632, Office: 347-506-5798, 917-924-5391

যমুনা গ্রোসারী
আমরা সব ধরনের মেজর ক্রেডিট কার্ড, ফুড স্ট্যাম্প, ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি।
ব্রুকলীনের ফুলটনের জনপ্রিয় বাংলাদেশী গ্রোসারী যমুনায় শাক সবজি মাছ হালাল মাংস সহ যাবতীয় গ্রোসারী সামগ্রীর বিশাল সেল!
1225 Fulton St. Brooklyn, NY 11216
718-783-3977, 718-783-3977 (fax)

Since 1989
Nutra Herbal
USA
Promoting Health Through Herbs & Nutrition
ARE YOU SICK & TIRED OF ALOPATHIC MEDICINE SIDE EFFECTS?
TRY HOMEOPATHIC MEDICINE WICH WORKS BETTER & HAS NO SIDE EFFECTS.
All Products Are Made in USA or CANADA
NHHC
NUTRA HERBAL HOMEOPATHIC CENTER
LOCATIONS
72-15 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718-396-3600
112-04 101st Avenue
Richmond Hills, NY 11419
718-480-1102
Promoting Health Through Herbs & Nutrition
Iftikhar Choudry, D.I.Hom
Herbal Homeopathic Consultant
OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE
FREE CONSULTATION IN-PERSON OR BY PHONE
ORDER ONLINE
WWW.HOMEOPATHICUSA.NET

www.jonmobhumi.com

তাজা খবর

দুই যুগে পদার্পণে প্রীতি সম্মিলন

ভালোবাসায় সিক্ত যুগান্তর

ঢাকা, শুধু একটি সংবাদপত্র নয়, মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে যুগান্তর। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যেন এ কথারই জানান দিলেন দেশের সব শ্রেণি-পেশার শীর্ষ ব্যক্তিরা। দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষ্যে যমুনা ফিউচার পার্কের মুঘল হলে বুধবার প্রীতি সম্মিলন ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আর এটি সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায় রূপ নেয়।

জাতীয় সংসদের স্পিকার, মন্ত্রিসভার সদস্য, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সরকারি বিভিন্ন আমলা, সাংবাদিক নেতা, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, বিদেশি মিশন, যুগান্তরের পাঠক ফোরাম, শুভাকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হকার সমিতির নেতারা উপস্থিত হয়ে ফুল দিয়ে প্রিয় পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানান।

এদিন কেক কেটে প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন-যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান যুগান্তর প্রকাশক সাবেক মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি এবং যুগান্তর সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম।

স্পিকার বলেন, প্রিন্ট মিডিয়া জগতে যুগান্তর একটি পাঠকনন্দিত বহুল প্রচারিত পত্রিকা। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতির বিকাশে পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে পত্রিকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-যমুনা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শামীম ইসলাম, গ্রুপ পরিচালক-সোনিয়া সারিয়াত, মনিকা নাজনীন ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, কামরুল ইসলাম ও মেহনাজ ইসলাম এবং যমুনা টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সবাই প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্নদ্রষ্টা যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা চেয়ারম্যান প্রয়াত নুরুল ইসলামকে স্মরণ করেন। এ সময়ে দেশের অর্থনীতি, শিল্প খাত এবং গণমাধ্যমে তার অবদান তুলে ধরেন। এ কিংবদন্তির দেখানো পথেই যুগান্তর চলবে বলে অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বক্তারা বলেন, একটি সংবাদপত্র কীভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যুগান্তর। প্রিয় পত্রিকাটি সত্য প্রতিষ্ঠায় কোনো আপস করে না। অনুষ্ঠানে যুগান্তর পরিবারের পক্ষ থেকে পত্রিকাটির পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন খাতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। তারা হলেন-অর্থনীতিতে অবদানের জন্য সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসি রহমান এবং ক্রীড়া অঙ্গনের জন্য জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন-যুগান্তরের উপসম্পাদক-এহসানুল হক বাবু, আহমেদ দীপু ও বিএম জাহাঙ্গীর, প্রধান বার্তা সম্পাদক আবদুর রহমান, প্রধান প্রতিবেদক মাসুদ করিম এবং যমুনা টেলিভিশনের যুগ্ম প্রধান বার্তা সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রিন্ট মিডিয়া জগতে যুগান্তর একটি পাঠকনন্দিত বহুল প্রচারিত পত্রিকা। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতির বিকাশে পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে পত্রিকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দৈনিকটি জাতীয় সংসদের বিভিন্ন সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জনমতকে সবার আগে স্থান দিয়ে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে পত্রিকাটি এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং জঙ্গিবাদ-মাদক-দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়াস রাখবে। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, যুগান্তর জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যা-সম্ভাবনা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপন করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে যুগান্তর কাজ করবে। অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি বলেছেন, কোনো রক্তচক্ষুর কাছে মাথানত করবে না যুগান্তর। নিপীড়িত-নির্যাতিত এবং সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের কথা বলে যাবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ আর স্বাধীনতার মর্মবাণী হবে আমাদের পত্রিকার মূল পাথেয়। যুগান্তর তার নীতি-আদর্শ থেকে একচুলও নড়বে না। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র আর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে যাবে।

তিনি বলেন, আমি যুগান্তরের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই-সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনের দিনে পথচলা অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলবে ইনশাআল্লাহ।

যুগান্তর তার চিরায়ত আদর্শ ও নীতি থেকে একচুল নড়বে না। সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী বলেন, অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও যুগান্তর এই দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে যাবে।

আমরা জানি, কোনো দেশের গণমাধ্যম যদি তার ওপর অর্পিত ভূমিকা যথাযথভাবে রাখতে পারে, তাহলে সেই জাতি তার স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে অনেকটাই গতি পায়। তাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে আমাদের পথচলা অব্যাহত থাকবে।

এজন্য অতীতের মতো ভবিষ্যতেও এই পথচলায় যুগান্তর আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম যুগান্তরের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম নুরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আপনারা জানেন, ২০০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে যুগান্তর।

গতানুগতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আর সাংবাদিকতায় যখন পাঠকরা নতুনত্বের খোঁজে ছিলেন; দেশ, জাতি ও সমাজ যখন আধুনিক, ব্যতিক্রমী, ভিন্ন ও নতুন ধারার গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্রের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তখন ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটে যুগান্তরের। ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবের কথা এজন্য বলছি যে, যাত্রা শুরুর মাত্র ৬ মাসের মধ্যে যুগান্তরের চাহিদা এতটাই শীর্ষে পৌঁছেছিল যে, তখন দৈনিক ৪ লাখ কপি পত্রিকা পর্যন্ত ছাপতে হয়েছিল।

যুগান্তর পাঠকের পছন্দের পত্রিকায় পরিণত হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রকাশক বলেন, এটা এজন্য সম্ভব হয়েছিল যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়-'অসংকোচ প্রকাশে দুরন্ত সাহস' দেখিয়েছে যুগান্তর।

সেই ধারা অদ্যাবধি সমানভাবে বজায় রেখেছি আমরা। তবে এখানে একটি কথা না বললেই নয়। আর সেটি হচ্ছে, শুরু থেকেই অসীম সাহস আর সততার সঙ্গে যুগান্তর সব ধরনের সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে শুধু এর স্বপ্নদ্রষ্টা নুরুল ইসলামের কারণে।

তিনি সব সময় বলতেন-যুগান্তরের কাজ একটিই; আর তা হচ্ছে-সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলা। আজকে আমার বারবার মনে পড়ছে যুগান্তরের এই স্বপ্নদ্রষ্টার কথা। তিনি আমাদের সবাইকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

দেশ, জাতি, গণতন্ত্র আর দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তিনি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা রাখার জন্য যুগান্তরের সাহসী ভূমিকার ভিত্তি রচনা করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে জীবনের মায়া ত্যাগ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে আরও অনেকের মতো তিনি একজন হিসাবে ভূমিকা রাখেন।

দেশ স্বাধীনের পর তিনি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর তিনি মুক্ত, সাহসী ও আধুনিক সাংবাদিকতার পথ রচনায়ও অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাই আজকের এই দিনে আমি তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম বলেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, যুগান্তরের প্রকাশক হিসাবে আমার অনেক দায় আছে। আমি মনে করি এযাবৎ যুগান্তরের যত সাফল্য তার সবটুকু যুগান্তরের সব কর্মীর। আর যা কিছু ব্যর্থতা আছে তার সব দায় আমার নিজের। যারা যুগান্তর পড়েন ও যুগান্তরকে বিশ্বাস করেন এবং ভালোবাসেন, তাদের পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ ও মূল্যায়ন করি। কারণ অগণিত পাঠকই যুগান্তরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে যুগান্তর এখনো মাথা উঁচু করে সত্যের জয়গান গাইছে। আগামীতে যুগান্তর সত্য, ন্যায় ও সম্ভাবনার কথা বলবে।

তিনি বলেন, আপনারা জানেন, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত গোলাম সারওয়ার, এবিএম মূসা, আবেদ খানসহ আরও অনেক বরেণ্য সাংবাদিক যুগান্তরকে দ্যুতি ছড়াতে নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের সর্বোচ্চটা দিয়ে গেছেন।

আজকে এই বিশেষ দিনে তাদের অবদানকেও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। যুগান্তরের জন্মলগ্ন থেকে প্রথমে সহ-অভিযাত্রী এবং পরে মূল নাবিকের ভূমিকা পালন করে আসছেন আপনাদের সবার প্রিয় সম্পাদক সাইফুল আলম। আজকে আমি সবার অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে আমাদের সাহসের চলার পথকে আরও উৎসাহিত করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বাণী দিয়েছেন। এছাড়া শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রিসভার সদস্য, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। যুগান্তরের পাশে থাকায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাইফুল আলম বলেন, যুগান্তর যমুনা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। তাই আজকের এই দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি যুগান্তরের স্বপ্নদ্রষ্টা যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে।

কারণ তার সাহসের কারণে যুগান্তর আজকের অবস্থানে। সাইফুল আলম বলেন, দেশের মানুষের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার-আমরা মানুষের কথা বলব, দেশের কথা বলব, উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধ ও নিপীড়িত মানুষের কথা বলব।

তিনি বলেন, আমরা অন্যায় ও দুর্নীতি বিরুদ্ধে কথা বলে আসছি। কারণ আমাদের স্লোগানই হলো 'সত্যের সন্ধানে নির্ভীক'। যুগান্তর সম্পাদক বলেন, শুধু সংবাদ উপস্থাপন নয়, এ দেশের গণমানুষের কাছে এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারবদ্ধ।নির্যাতিত, নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মুখপত্র হিসাবে কাজ করায় যুগান্তর সবচেয়ে জনপ্রিয় কাগজ। পাঠকের আস্থা ও বিশ্বাসকে আমরা মূল্যায়ন করি। তিনি আরও বলেন, যমুনা গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামও একজন জনপ্রতিনিধি।

তাই জনগণের মনের কথা তিনি বুঝতে পারেন। সে কারণেই আমরা চাই মানুষের মনের কথা যুগান্তরে ফুটে উঠুক। তিনি বলেন, আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আজকের এই অবস্থানে এসেছি।

আগামী দিনে অনেক দূর যেতে চাই। সাহস ও সত্যের ওপর ভর করে এগিয়ে যেতে চাই। তার মতে, কোনো সফলতা এককভাবে সম্ভব নয়। এজন্য সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। তাই যুগান্তরকে এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সবার সমর্থন জরুরি। সাইফুল আলম বলেন, পৃথিবীতে কোনো সফলতা এককভাবে উপভোগ করা যায় না। এজন্য আমরা সম্মিলিতভাবে সফলতাকে উপভোগ করছি। আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন। আপনাদের ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তার প্রতিনিধি। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে যুগান্তরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আনিসুর রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সদস্য খলিলুর রহমান, তথ্য ও গবেষণা উপকমিটির সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম শাহীন, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব-২ কেএম শাখাওয়াত মুন, ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান ও চিত্রনায়ক ফেরদৌস, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার এসএম গোর্কি। ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের এমপি, জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য ফখরুল ইমাম এমপি।

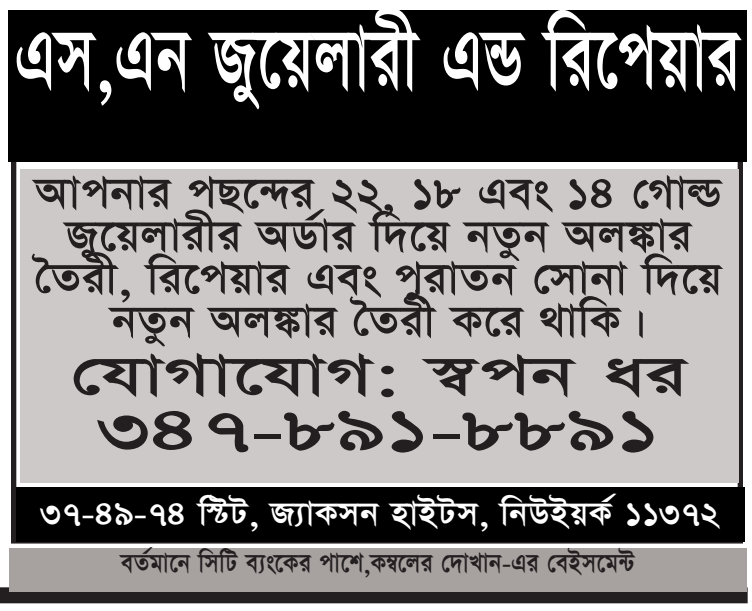

বিপ্লবগত বঙ্গচা

মেঘালয়ে নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক সভার অনুমতি বাতিল

কলকাতা ডেস্ক ঃ ভারতের মেঘালয় রাজ্য বিধান সভা নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী–সব পক্ষই নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। নির্বাচনী প্রচারের জন্য আগামী শুক্রবার রাজ্যের তুরাসহ কয়েকটি এলাকায় বড় জনসভা করতে চেয়েছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু মেঘালয় সরকার সেই নির্বাচনী সভার অনুমতি বাতিল করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা নিয়ে অসন্তুষ্ট বিজেপি। গেরুয়া শিবির বলেছে, এভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে থামানো যাবে না।

কেন প্রধানমন্ত্রীকে তুরায় সভা করার অনুমতি দেওয়া হলো না, তা-ও জানিয়ে দিয়েছে মেঘালয়ের ক্রীড়া বিভাগ। ওই স্টেডিয়াম ক্রীড়া বিভাগের অধীন। পিএ সাংমা স্টেডিয়ামে নির্মাণকাজ চলছে। তাই এই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার নিজের নির্বাচনী এলাকা পশ্চিম গারো পাহাড়ে দক্ষিণ তুরা এলাকায় ওই স্টেডিয়াম। বিজেপির রাজ্য সভাপতি আর্নেস্ট মাওরি এ ঘটনা অপমানজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ স্টেডিয়াম তৈরি করতে বিজেপিশাসিত কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিয়েছিল। সেই স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর সভার অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। এটা নিন্দনীয় কাজ।'

বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ঋতুরাজ সিনহা এএনআইকে বলেছেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শিলং, তুরা ও গারো পাহাড়ে জনসভা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আমরা পিএ সাংমা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ আয়োজনের অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা অবাক হয়েছি, স্টেডিয়াম নির্মাণাধীন এবং প্রস্তুত নয় বলে আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাজ্য কর্তৃপক্ষ চিঠি পাঠিয়েছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ করা যাবে না। সারা দেশ ও মেঘালয়ের মানুষ জানে যে পিএ সাংমা স্টেডিয়ামটি গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।'

ঋতুরাজ সিনহা বলেন, যে স্টেডিয়াম ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হলো, ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এটি কীভাবে আবার নির্মাণাধীন হয়? কেন সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ করা যাবে না। কারণটি রাজনৈতিক। এনপিপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলো ভয় পাচ্ছে। এখানে মোদির ঢেউ চলছে। মেঘালয়ের মানুষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মতো বিজেপি সরকার চায়।

গত সোমবার কনরাড সাংমা বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এতে সরকারের কোনোও হাত নেই। কারণ, ক্রীড়া দপ্তর ওই অনুমতি বাতিল করেছে। তাঁর দাবি, 'নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সভা বাতিলের সুপারিশ আসে। তার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। তাই এনপিপি বা আমার কিছু করার নেই। আমাদের নাম টেনে আনার কোনোও যুক্তি নেই। এমনকি আমারও অনেক সভার অনুমতি বাতিল হয়েছে।'

মেঘালয়ের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার বাবা পিএ সাংমার নামে এ স্টেডিয়াম তৈরি করতে খরচ পড়েছে ১২৭ কোটি রুপি। আর গত বছর ১৬ ডিসেম্বরে এটি উদ্বোধন করেন কনরাড সাংমা। এই ফুটবল স্টেডিয়াম ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম। কনরাড বলছেন, 'বিজেপি শুধু শুধু এটাকে ইস্যু করছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, মাঠের দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথমটি ফুটবলের জন্য, যেটা উদ্বোধনের পর ব্যবহারযোগ্য। বাকিটা ইন্ডোর স্টেডিয়াম, সেখানে সুইমিংপুলও রয়েছে। সেটা এখনো তৈরি হয়নি। সেটাই সমস্যার। আর প্রধানমন্ত্রী সভায় অনেক লোকের জনসমাগম হয়। যদি অনেক লোক আসেন, তাহলে স্টেডিয়ামের প্রাকৃতিক টার্ফ নষ্ট হতে পারে। এ ছাড়া এখানে পার্কিংয়েরও ব্যবস্থা নেই।'

২৭ ফেব্রুয়ারি মেঘালয়ের ৬০ বিধানসভা আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। তারপর ২ মার্চ ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডের সঙ্গেই মেঘালয়ের নির্বাচনের ফলাফলও ঘোষণা করা হবে।

২০১৮ সালের নির্বাচনের পর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) এবং বিজেপি জোট সরকার গঠন করেছিল। তবে আসন্ন নির্বাচনের আগে শাসক জোট ভেঙে গেছে। জোট ভাঙার পর থেকে দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এনপিপির বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এবার প্রধানমন্ত্রীর সভার অনুমতি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে সেই বিরোধ আরও তীব্র হলো বলে মনে করা হচ্ছে। তথ্য সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ডেকান ক্রনিকল

দিল্লির মেয়র নির্বাচনে আম আদমির কাছে বিজেপির পরাজয়

কলকাতা ডেস্ক ঃ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির মেয়র নির্বাচনে জয় পেয়েছেন আম আদমি পার্টির (এএপি) শেলি অবেরয়। এ নির্বাচনে তিনি হারিয়েছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপির রেখা গুপ্তকে। গতকাল বুধবার দিল্লি হাউজে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ২৬৬ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। নির্বাচন শেষে ভোট গণনা করে শেলি অবেরয়কে দিল্লির মেয়র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, শেলি অবেরয় পেয়েছেন ১৫০ ভোট। অপর দিকে বিজেপির রেখা পেয়েছেন ১১৬ ভোট। অর্থাৎ ৩৪ ভোট বেশি পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন শেলি। এ দিকে এর আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ২৫০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে এককভাবে ১৩৪টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় আম আদমি পার্টি। অপর দিকে বিজেপি ১০৪ আসনে জয় পায়।

মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচন শেষে মেয়র নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। যেখানে নির্বাচিত কাউন্সিলররা ভোট দিয়ে নতুন মেয়র নির্বাচন করবেন। কিন্তু এ নির্বাচন তিনবার পিছিয়ে যায়। কারণ নির্বাচনে কিছু নির্ধারিত ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেয় ক্ষমতাসীন বিজেপি, যা মেনে নেয়নি আম আদমি। এই ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যায় দলটি। এরপর উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ধনাঞ্জয়া চন্দ্রচূড় রায় দেন, নির্ধারিত নয়, শুধু নির্বাচিতরাই ভোট দিতে পারবেন। সব ঝামেলা শেষে অবশেষে বুধবার দুই ঘণ্টাব্যাপী শান্তিপূর্ণ মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মেয়র নির্বাচন শেষে এখন ডেপুটি মেয়র এবং ছয় সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটির নির্বাচন হবে। জানা গেছে, স্ট্যান্ডিং কমিটির নির্বাচনে আম আদমি তিনটি এবং বিজেপি দু'টি আসন পাবে। অপর আসনটি কোন দল পাবে সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে সাইকেলে কলকাতা থেকে ঢাকায়

কলকাতা ডেস্ক ঃ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতা থেকে ৫০০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে চড়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসেছেন আট ভারতীয় নাগরিক। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি হুগলীর চন্দননগর থেকে সাইকেলে করে রওনা দেয় দলটি। সোমবার ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নেন তারা। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা। ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে আসা ভারতীয় নাগরিকরা জানান, কলকাতায়ও ছোট পরিসরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। তবে যেখানে ভাষা সৈনিকরা শহীদ হয়েছেন, সেখানে এসে শ্রদ্ধা জানানোর অনুভূতি অন্যরকম।

এই দলের সদস্য শৈবাল ব্যানার্জি বলেন, বাংলাদেশই সেই দেশ, যে দেশের মানুষ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে জীবন দিয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি অনেক বেশি পাওয়ার, অনেক বেশি দেয়ার। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে ভাষা নিয়ে যে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, ভাষা নিয়ে যে উন্মাদনা, তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করা অনেক গর্বের। তাই আমরা কাঁটাতারের ব্যবধান মুছে ৫০০ কিলোমিটার সাইকেলে চড়ে এখানে এসেছি।

তিনি বলেন, বাংলা ভাষাভাষী যে অঞ্চলেই থাকুক, আমরা পশ্চিম বাংলা কিংবা পূর্ব বাংলা অথবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই থাকি না কেন, আমাদের শেকড় এই বাংলা ভাষা। আর এই ভাষার অধিকার যারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাদের তো শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের দুই বাংলার মধ্যে মেলবন্ধন রয়েছে। কাঁটাতার ছাড়া আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের ভাষা এক, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, আচার-আচরণ এক। কাঁটাতারের ব্যবধান মুছে দুই বাংলা এক সঙ্গে এগিয়ে চলুক এবং বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর মধ্যে জীবন্ত থাকুক, সেই প্রত্যাশা আমাদের।

কলকাতা থেকে আসা এই দলে অন্যদের মধ্যে আছেন শৈবাল ব্যানার্জির স্ত্রী মহুয়া ব্যানার্জি, অঞ্জন দাশ, শ্রীকান্ত ম-ল, প্রসেনজিৎ সরকার, প্রণব মাইতি, সত্যব্রত ভাণ্ডারী ও রমজান আলী।

দুই বাংলার ভাষাপ্রেমী মানুষের মিলনমেলা বেনাপোল নোম্যান্স ল্যান্ডে

কলকাতা ডেস্ক ঃ বেনাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় দুই বাংলার হাজার হাজার ভাষাপ্রেমীদের মিলনমেলা। কাঁটাতারের বেড়া ভুলে সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে নোম্যান্সল্যান্ড এলাকায়।

মানুষের ঢল থামাতে দুই দেশে বিএসএফ ও বিজিবি বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে নো ম্যান্স ল্যান্ডে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা। ভৌগোলিক সীমারেখা ভুলে কেবল ভাষার টানে দুই বাংলার মানুষ একই মঞ্চে তুলে ধরলেন বাংলা ভাষার জয়গান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বেনাপোল চেকপোস্ট নো ম্যান্স ল্যান্ডে মঙ্গলবারের সকাল ফুলের ডালিতে ভরে যায়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে। তাই তো বারবার ছুটে আসি দুই দেশের বাঙালি বাংলাভাষী মানুষের পাশে। ভাষাদিবসের এই দিনে থাকে না কোনো জড়তা। জয় বাংলা ধ্বনি দিতে আমাদেরও মন চায়। আমরা চাই না কাঁটাতারের বেড়া। মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতে চাই যেমনটি করেছেন আমাদের পূর্ব পুরুষরা। এভাবেই মনের আকুতি প্রকাশ করছিলেন বারাসাত থেকে আসা দীলিপ বাড়ুই, হাবড়ার নমিতা দেসহ অনেকেই।

দুপুর ১২টার দিকে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এমপি, যশোর-১ (শার্শা) আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল নো ম্যান্স ল্যান্ডে শহীদ বেদির পাদদেশে পৌঁছলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বিধায়ক শ্রীমতি বীনা মণ্ডল, বনগাঁও পৌর চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, সাবেক এসপি মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারত থেকে আসা হাজার হাজার বাংলা ভাষী মানুষ বাংলাদেশীদের ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেয়।

এ সময় ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আহমেদ হাসান জামিল,২১ উদযাপন কমিটির সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক মঞ্জু ও সচিব শার্শা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল এবং ভারতের পক্ষে বিশেষ অতিথি বনগাঁও পৌরসভার মেয়র গোপাল শেঠসহ অনুষ্ঠানে উভয় দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো অংশ নেয়। একপর্যায়ে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অস্থায়ী শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন। শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর উভয় দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। দুই দেশের জাতীয় পতাকা, নানা রঙের ফেস্টুন, ব্যানার, প্লেকার্ড, আর ফুল দিয়ে বর্ণিল সাজে সাজানো হয় নো ম্যান্স ল্যান্ড এলাকা। দুই বাংলার মানুষের এ মিলন মেলায় উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহের আমেজ সৃষ্টি হয়। একে-অপরকে আলিঙ্গন করে সব ভেদাভেদ যেন ভুলে যায় কিছু সময়ের জন্য। ফুলের মালা, মিষ্টি ও ফুল বিনিময় করে উভয় দেশের আবেগপ্রবণ অনেক মানুষ বাঙালির নাড়ির টানে একজন-অপরজনকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। ক্ষণিকের জন্য হলেও স্তব্ধ হয়ে যায় নো ম্যান্স ল্যান্ড এলাকা। এর আগে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, এ দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি উগ্রবাদ-সন্ত্রাসবাদ আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দুই দেশের নেতৃত্বে এই উগ্রবাদ সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা হবে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury,MD
Board certified internai medicine
Attending physician (Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center,Queens

Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373
167-02 Highland ave, 1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002 ,Fax 917-503-5004

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থানে দুই দল

১ পৃষ্ঠার পর

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলছেন, তারা চায় বিএনপিসহ সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। সেক্ষেত্রে সংবিধানের বিদ্যমান ধারা ও বিধি মেনে তাদের যত ধরনের সুবিধা দেওয়া যায় দেওয়া হবে। তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার সুযোগ থাকলে তাও মানা হবে। কিন্তু সংবিধান থেকে তারা এক চুলও নড়বে না।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, বিএনপি যেসব দাবি করছে, এগুলো অবান্তর, অযৌক্তিক। তারা আসলে উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলছে। সংবিধান মেনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বিএনপিকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা সন্ত্রাস-অনিয়মের পথ ছেড়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে আসবে কিনা? গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হলো ভোট/নির্বাচন। তাই তারা নির্বাচনে অংশ নেবে, নির্বাচন করবে। জনগণ ভোট দিলে সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই।

এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে লাগাতার বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং পদযাত্রাসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা। উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোও বর্জন করে আসছে তারা। সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ ৯ দফা দাবিতে গত ডিসেম্বর থেকে অনেকটা লাগাতার কর্মসূচি পালন করছে। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই হুমকি এখনো পর্যন্ত খুব একটা আমলে নিচ্ছে না। দলটির নেতারা বলছেন, বিএনপির এই হুমকিতে তারা ভীত নয়। তারা চায় বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। কিন্তু নির্বাচনের বাধা সৃষ্টি করলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর এক নেতা বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের সবাই চায় আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক। আমরাও চাই নির্বাচনে বিএনপিসহ সবাই অংশ নেবে। আমাদের দলের সভানেত্রীও (আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) একাধিক আলোচনা সভায় বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের (বিএনপি) নির্বাচনে আসতে হলে সংবিধান মেনেই আসতে হবে। সেক্ষেত্রে সংবিধান মেনে তাদের যতটা ছাড় দেওয়া যায়, সেটা দেওয়া হবে। সংবিধানের মধ্যে থাকলে দাবিও মানা হবে। কিন্তু সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এ নিয়ে আলোচনারও সুযোগ নেই। আন্দোলন বা হুমকি-ধমকি দিয়েও কোনো লাভ হবে না।

দলবিচ্ছিন্ন খালেদা জিয়া,

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দলীয় রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। দলের কোনো সিদ্ধান্তে তিনি অংশ নেন না। সাক্ষাৎ দেন না নেতা-কর্মীদের। বিএনপির সব সিদ্ধান্তই এখন আসে লন্ডন থেকে। প্রতি সপ্তাহে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। অন্যদিকে জানা গেছে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। মামলাগুলো আইনগতভাবে মোকাবিলা চলছে। দলের কোনো বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। এ নিয়ে কিছু

নেতা তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি কোনো উৎসাহ প্রকাশ করছেন না। খালেদা জিয়ার বর্তমান অবস্থান নিয়েও দলের ভিতরে-বাইরে আলোচনা আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, বিএনপি সঠিকভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচন প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না বলে তিনি জানান। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন না' আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্য সংবিধানবিরোধী। তিনি বলেন, তথাকথিত বিচারে বেগম জিয়ার সাজার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন এবং জামিনযোগ্য। আইনমন্ত্রী এমন বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছেন। বেগম জিয়া সঠিক বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে বিএনপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দলে কোনো নেতৃত্বের শূন্যতা নেই। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলকে সুসংগঠিত করেছেন। আন্দোলন গতিশীল করেছেন। বিএনপির আন্দোলন দেখে ক্ষমতাসীন সরকার শঙ্কিত। তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু ভোটের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারসহ নানা দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কোনো দোহাই দিয়ে আন্দোলন থামানো যাবে না।'

বিএনপির দায়িত্বশীলরা জানান, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্ত জীবন ও সম্পূর্ণ সুস্থতাই বিএনপির মূল অগ্রাধিকার। খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা নয়, তার উন্নত চিকিৎসার জন্য নিঃশর্ত মুক্তি চান তারা। তারা বলছেন, নির্বাচন না করার শর্ত দিয়ে কার্যত তাকে বন্দি করে রেখেছে। 'খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন, নির্বাচন করতে পারবেন না' আইনমন্ত্রী আনিসুল হক হকের এমন বক্তব্যের পর থেকে দলের ভিতরে-বাইরে চলছে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ড পাওয়া খালেদা জিয়া ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাবন্দি ছিলেন। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার নির্বাহী আদেশে তার সাজা স্থগিত করলে কারাবাস থেকে মুক্তি পান তিনি। এরপর তার মুক্তির মেয়াদ কয়েক দফা বাড়ানো হয়। ৭৭ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, পরিপাকতন্ত্র, কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন বলে তার চিকিৎসকরা জানিয়ে আসছেন। নানা স্বাস্থ্যগত জটিলতায় একাধিকবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন তিনি। বিএনপি তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর কথা বললেও সরকার বরাবরই বলে আসছে, শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক মুক্তিতে থাকায় তাকে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ নেই। নির্বাচনের বিষয়ে বিএনপির আনুষ্ঠানিক অবস্থান হলো নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া তারা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। ১০ দফার ভিত্তিতে তারা আন্দোলন করছে। আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তাতে তারা জিতবে বলেই ধারণা করছে। জয়ী হলে জাতীয় সরকার নিয়ে ২৭ দফা রাষ্ট্র মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলেও বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। কিন্তু নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলরত বিএনপির মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে মূল দলের বাইরে কারোরই অবস্থান নেই। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে দল পরিচালনা করছেন। প্রতি সপ্তাহে একবার দলের স্থায়ী কমিটির সঙ্গে স্কাইপিতে বৈঠক করে দলের ছোট-বড় সব সিদ্ধান্ত তারেক রহমান নিচ্ছেন। দলের নেতা-কর্মীরা তা মেনেও নিচ্ছেন। এ নিয়ে দলে কোনো দ্বিমত নেই। দলীয় নেতারা মনে করেন, বিএনপির রাজনীতিতে এ মুহূর্তে কোনো শূন্যতা নেই। বেগম খালেদা জিয়া নিজেই ২০০৯ সালের কাউন্সিলে তারেক রহমানকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচিত করে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করে রেখেছিলেন, যিনি এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বেই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে বিএনপি।

জামায়াতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চায় না বিএনপি

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এ মুহূর্তে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছে না বিএনপি। আবার জামায়াত যাতে সরকারের দিকে ঝুঁকে না যায়, সেদিকও দলটি নজরে রাখছে। বিএনপির উচ্চপর্যায়ের একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে দলের এমন কৌশলের কথা জানা গেছে। তবে চূড়ান্ত আন্দোলনের আগেই বিএনপি আবার জামায়াতের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে পারে।

বিএনপির দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, রাজনৈতিক নানা হিসাব-নিকাশ বা কৌশল থেকে তাঁরা জামায়াতের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের অনেকে মনে করেন, পরপর দুটি জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিএনপি ও জামায়াতের জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং নির্বাচন নিষ্ফল হয়েছে। উপরন্তু সরকারি দলের বিরূপ প্রচারে 'বিএনপি-জামায়াত' জোট নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। এর দায় পড়ছে বিএনপির ওপর। এ পরিস্থিতি এড়াতেই জামায়াতকে একটু দূরে রেখেই অন্য মিত্রদের নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে বিএনপি। তবে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগেই অবস্থা বুঝে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপি আবার যোগাযোগ করতে পারে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

'জনগণ সরকারের পরিবর্তন চায়। জনগণের মধ্যে এখন যে ক্ষোভের ঐক্য দেখা যাচ্ছে, তাতে এই সময়ে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য। এটা যদি কেউ পূরণ না করে, সেই দায়দায়িত্ব ওই দলের। কারণ, সরকারের টার্গেট একটাই, আন্দোলন যেন সুদৃঢ় রূপ না পায়।'

কার্যত ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক শিথিল। এখন তা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলোর যে যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচি চলছে, তাতে শুরুর দিকের দুটি কর্মসূচিতে জামায়াতের অংশগ্রহণ ছিল। এরপর আর কোনো কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে না জামায়াত। এ পর্যন্ত ছয়টি যুগপৎ কর্মসূচি হয়। সপ্তম কর্মসূচি হিসেবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি অন্য ১১টি মহানগরে যুগপৎ পদযাত্রা কর্মসূচি হয়েছে। এ কর্মসূচিতেও জামায়াত অংশ নেয়নি।

'মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও একটি জায়গায় আমরা একমত যে এই সরকারের অধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না। ওনাদের তো এই আন্দোলন করা উচিত এবং করছেনও। এখানে কথা বলাটা জরুরি না। মাঠে থাকলে যোগাযোগ তো একভাবে না একভাবে হবেই। আজ নাহয় কাল হবে।'

আবদুল আউয়াল মিন্টু, জামায়াত দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য

জামায়াতের 'অভিমান' বিএনপির সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে ১৪ ফেব্রুয়ারি কথা হয় জামায়াতের ঢাকা মহানগরী কমিটির দুটি অংশের একটির সেক্রেটারির সঙ্গে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই নেতা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, 'এত দিন বিএনপি বলেছে, আন্দোলন রোজার পরে, ঈদের পরে, কোরবানির পরে। এখন তারা কর্মসূচি নিচ্ছে, কিন্তু জামায়াত নেই। অথচ জামায়াত ঐক্য চায়।' জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুগপৎ আন্দোলনের দুই কর্মসূচির পর হঠাৎ জামায়াতের এ অনুপস্থিতি বিএনপির নেতৃত্বের ওপর 'ক্ষোভ' বা 'অভিমান' থেকে। কারণ, সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের যাত্রা বা কর্মসূচির বিষয়ে বিএনপি অন্য সব দলের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করলেও জামায়াতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এরপরও অনেকটা গায়ে পড়ে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে গত ২৪ ও ৩০ ডিসেম্বর গণমিছিলে অংশ নেয় জামায়াত। এর মধ্যে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় গণমিছিল করতে গিয়ে মালিবাগে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ও লাঠিপেটার শিকার হন নেতা-কর্মীরা। এতে অনেকে আহত হন, অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

SUNMAN
Global Express Corp.
(a/k/a: রূপালী এক্সচেঞ্জ ইন্‌ক)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER by NYSDFS
সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান
এবং দেশমাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
আমরা এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছি
প্রথম রেমিটেন্স ফী ছাড়া পাঠানোর সুবিধা
সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ফী ছাড়া টাকা পাঠানোর সুবিধা।
অভিজ্ঞ, প্রফেশনাল ব্যাংকারের মাধ্যমে পরিচালিত।
সপ্তাহের সাতদিনই খোলা (সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত)
বাংলাদেশের যেকোন ব্যাংক একাউন্টে এবং নিম্ন লিখিত ব্যাংকের যেকোন শাখায় তাৎক্ষণিক নগদ (Instant Cash Pickup) টাকা পাঠান
DHAKA BANK LIMITED
Uttara Bank Limited
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited
Southeast Bank Limited a bank with vision
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন ঃ
ASTORIA BRANCH
29-16 36 Ave, L.I.C. NY 11106
Phone: 718-729-0600
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Phone : 718-297-3443
Head Office : 37-17 74th Street (1st Floor) Jackson Heights, NY 11372
Customer Service : 718-565-5052, Fax: 718-565-2652 | Email: rupaliex@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

ফুলেল শ্রদ্ধায় অমর একুশে পালিত

১ পৃষ্ঠার পর

অধিকার, সেই ভাষাশহিদদের ফুলেল শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছে পুরো জাতি। 'একুশ মানে মাথা নত না করা'-এই প্রত্যয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আসা হাজার হাজার মানুষ বাংলা ভাষাকে পাথেয় করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার শপথ নিয়েছেন। সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার সারাদিন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দেশের সর্বস্তরের মানুষ। এ ছাড়াও নানা আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

একুশের প্রথম প্রহরে (১২টা ১ মিনিটে) রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময় অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বাজানো হয়। শহিদ বেদিতে ফুল দিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতি প্রথমে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রপতির পরপরই প্রধানমন্ত্রী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে দলের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। স্পিকারের পর ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু শ্রদ্ধা জানান। তাদের পর ফুল দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান ও নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল। বিরোধীদলীয় নেতার পক্ষে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের, সংসদ সদস্য আবু হোসেন বাবলা শ্রদ্ধা জানান।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং এরপর উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম।

এরপর ১৪ দলের পক্ষ থেকে হাসানুল হক ইনু, অসীম কুমার উকিল ও অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম নাজমুল হাসান। এরপর হাইকমিশনার, রাষ্ট্রদূত ও বিদেশি সংস্থার প্রধানরা শ্রদ্ধা জানান।

এরপর র‍্যাবের প্রধান এম খুরশীদ হোসেন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতারা শ্রদ্ধা জানান।

পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, কারা অধিদপ্তর, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সরকারি কর্মকমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

এরপর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল, এফবিসিসিআই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), শহিদ আব্দুল জব্বারের পরিবারের সদস্য, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশ এবি পার্টি, গণফ্রন্ট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জাতীয় পরিবহণ শ্রমিক লীগ, সাধারণ বিমা করপোরেশন, বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন শ্রদ্ধা জানায়।

সকাল ৯টার দিকে হাজারো মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ মিনার অভিমুখে যেতে দেখা গেছে। পলাশী মোড় থেকেই ছিল দীর্ঘ সারি। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার পর্যন্ত পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে পলাশী মোড় থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ফুল নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছেন। খালি পায়ে একে একে তারা শহিদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সুপ্রিমকোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগে সকাল পৌনে ৮টায় আজিমপুরে ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত ও বিশেষ মোনাজাত করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামা ওবায়েদ, আব্দুস সালাম আজাদ, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি প্রমুখ। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। মঙ্গলবার সকালে কমিশনের সদস্য, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা শহিদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কংগ্রেস, জাতীয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ পিডব্লিউডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল, চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

প্রসঙ্গত, গৌরবের মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশি-বিদেশি সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। শুধু কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নয়, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা ফুলে ভরে ওঠে দেশের হাজারো শহিদ মিনারের বেদি। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা অস্থায়ী স্মৃতির মিনারও এদিন ভরেছে শ্রদ্ধার ফুলে। নগ্ন পায়ে সারি সারি মানুষ হেঁটেছেন এক পথে কাঁধে কাঁধ, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে।

একুশের চেতনা আজ জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও দিবসটি পালন করা হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়। ভাষাশহিদদের প্রতি তারাও জানিয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি। গৌরবের মিনারে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও দিনটি পালনে ছিল নানা আয়োজন। ছিল ফাতেহা পাঠ, কোরআনখানি, প্রার্থনা, আলোচনা সভা, সেমিনার, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভাষাশহিদদের কবরে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা : অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভাষাশহিদদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। মঙ্গলবার সকালে কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরির মাধ্যমে আজিমপুর কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত ভাষাশহিদদের কবরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপব বড়ুয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, কৃষি সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল আউয়াল শামীম, উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, কার্যনির্বাহী সদস্য সাহাবুদ্দিন ফরাজি ও তারানা হালিম প্রমুখ।

ভাষাশহিদদের স্মরণ করল জবি : জবি প্রতিনিধি জানান, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভাষাশহিদদের স্মরণ করল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) পরিবার। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এ সময় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. একেএম লুৎফর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক মোস্তফা কামাল, সহকারী প্রক্টরসহ অন্য শিক্ষকরা। পুরান ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস পালিত : পুরান ঢাকা প্রতিনিধি জানান, পুরান ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সকালে বংশালের আহমেদ বাওয়ানী একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৭০০ শিক্ষার্থী প্রভাতফেরি করে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক দিয়ে মহান ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এরপর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরতে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরে শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে।

বই মেলায় প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি নেই

কয়েকগুণ বেশি। কিন্তু এর মধ্যে ক্রেতা একেবারেই কম। দিন দিন হয়তো বইয়ের পাঠক কমছে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে একজন বিক্রেতা বলেন, করোনার সময়ও এমন খারাপ অবস্থা ছিল না। মানুষ কম আসলেও বিক্রি ছিল ভালো। তবে এবার এতো মানুষের মধ্যেও বিক্রি কম।বইয়ের দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ উল্লেখ করে একজন প্রকাশক বলেন, কি করব? কাগজের দামসহ ছাপা উপকরণের ব্যয় যে হারে বেড়েছে তাতে বইয়ের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই। এতে কেউ যদি একটি বইও না কিনে তবুও তো লোকসান দিয়ে বই বিক্রি করা যাবে না। অন্তত খরচ তো উঠাতে হবে।

বইমেলার ২২তম দিনে গতকাল নতুন বই এসেছে ৬৪টি। মেলা শুরু হয় বিকেল ৩টায়। চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। বিকেল ৪টায় বইমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা ও ছড়া এবং জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত লোকায়ত সাহিত্য শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মতিন রায়হান ও সুমনকুমার দাশ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তপন বাগচী, মোস্তাক আহমাদ দীন এবং অনুপম হীরা মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কামাল চৌধুরী।প্রাবন্ধিকদ্বয় বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে দেশে ও বিদেশে অগণিত কবিতা ও ছড়া লেখা হয়েছে। তার দূরদর্শী নেতৃত্ব যেমন কবিতা ও ছড়ার উপজীব্য হয়েছে, তেমনি এই মহান নেতার সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনাও সংবেদনশীল কবি ও ছড়াকারদের ভীষণ মর্মাহত করেছে। এর ফলেও রচিত হয়েছে অসংখ্য মর্মস্পর্শী কবিতা ও ছড়া। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত সঙ্কট-অবিচারে কখনোই মনোবল হারাননি বরং দৃপ্ত পায়ে হেঁটেছেন কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য সাধক কবি বঙ্গবন্ধুর বীরত্ব নিয়ে লোকসঙ্গীত, পুথি, জারি, ভাটকবিতা ও যাত্রাপালাসহ লোকায়ত ধারার নানা পর্যায়ের সাহিত্য রচনা করেছেন।

আলোচকরা বলেন, জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত অসংখ্য কবিতা ও ছড়ায় মিশে আছে এ মহান, দেশপ্রেমিক নেতার প্রতি কবি ও ছড়াকারদের আবেগ ও শ্রদ্ধা। এসব ছড়া ও কবিতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পত্রপত্রিকার পাতায় ও নিবেদিত ছড়া সঙ্কলনগুলোতে। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যেমন তাকে নিয়ে অনেক লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে, তেমনি জন্মশতবর্ষেও রচিত হয়েছে পালাগান, ধুয়া গান এবং যাত্রাপালা। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত এসব লোকসাহিত্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এসব লোকসাহিত্য, ছড়া ও কবিতা আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

সভাপতির বক্তব্যে কামাল চৌধুরী বলেন, পৃথিবীতে বহু মহান নেতা এসেছেন যারা নিজেদের জাতিকে উজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত কবিতা, ছড়া বা লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে, তা আর কোনো নেতাকে নিয়ে হয়েছে কি না সে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে। বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা যাকে নিয়ে ভবিষ্যতেও অসংখ্য সাহিত্য রচিত হবে এবং তার অসামান্য কীর্তি আমাদের সামনে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজেদের নতুন বই নিয়ে আলোচনা করেন রফিকুর রশীদ, আহমাদ মাযহার, অদ্বৈত মারুত এবং মামুন খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কামাল চৌধুরী, মুহাম্মদ সামাদ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, আহমেদ জসিম, নাজমা আহমেদ, আ র ম বাকীবিল্লাহ, চঞ্চল আখতার, নাজমুল হুসাইন, আরেফিন রব। আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী কাজী রোমানা আহমেদ সোমা, মাসুদুজ্জামান, আনজুমান আরা, রশিদ কামাল। এ ছাড়া ছিল মাসুম হুসাইনের পরিচালনায় নৃত্য 'পরম্পরা নৃত্যালয়', কোহিনূর রহমান শিল্পীর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আনন্দ নিকেতন সঙ্গীতালয়'-এর পরিবেশনা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী মোস্তাফিজুর রহমান।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

Wanted

Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

দালালি করে ক্ষমতায় যেতে পারবে না

১ পৃষ্ঠার পর

তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। সেই স্বপ্নে তারা বিভোর। হয়তো এক সময় দালালি করে তারা (বিএনপি) সেটা করতে পেরেছে।

কিন্তু এখন আর সেই দালালি করে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই। দালালি করে তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন। তারা নিজের দেশ সম্পর্কে জানে।

যারা ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে দেশের স্বার্থ বিদেশিদের কাছে বিকিয়ে দেয়। যারা অগ্নিসন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে, তারা আবার ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কীভাবে?

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার বিকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন 'অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাতে জন্ম' বিএনপিও 'অবৈধ'। দেশবাসীকেও বলব এই অবৈধ দলকে অবৈধ হিসাবে দেখে প্রত্যাখ্যান করুন। এ সময় বিএনপি-জামায়াত জোটের ভয়াল দুঃশাসন, লুণ্ঠন, অগ্নিসন্ত্রাসের চিত্রের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ১৪ বছরের অর্জন ও অগ্রগতির চিত্রও দেশের প্রতিটি ভোটারের ঘরে ঘরে তুলে ধরতে দলের নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে দেশের চিত্রই পালটে গেছে। বর্তমান সরকারের ১৪ বছরের উন্নয়ন, অর্জন ও সফলতাগুলো জনগণের ঘরে ঘরে তুলে ধরতে পারলে আগামী নির্বাচনে আমাদের ভোটের কোনো সমস্যা হবে না। কোনো অপশক্তি ক্ষমতাও কেড়ে নিতে পারবে না। ওই দুর্বৃত্তদের (বিএনপি) হাতে ক্ষমতা গেলে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি তাও ধ্বংস করে দেবে। দেশবাসীকেও এদের সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। যাতে ওই দুর্বৃত্তরা আবারও দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। আমরা খেলতে দেব না।

বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকতে মিছিল-মিটিং করতে পারিনি : সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী অগ্নিসন্ত্রাসী বিএনপি-জামায়াত জোটের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আন্দোলনের নামে তারা সরকার উৎখাতের হুমকিসহ নানা কথা বলছে। আর দেশের কিছু মানুষ আছে যারা অসময়ে নীরব থাকে, সুসময়ে সরব হয়। অথচ এই বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকতে আমরা রাজপথে একটা মিছিল-মিটিং করতে পারিনি। তাদের ছাত্রদল-যুবদল ক্যাডার ও পুলিশের হাতে কী ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে আমাদের নেতাকর্মীদের। বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর ওপর যা অত্যাচার করেছে, আওয়ামী লীগ সরকার তার কিছুই করেনি।

ক্ষমতায় এসে আ.লীগ প্রতিশোধ নিতে যায়নি : শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ৩০টি আসন পেয়েছিল। এখন তারা আন্দোলন করবে, সরকার উৎখাত করবে। অনেক কিছু বলে বেড়াচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর নিয়ে বিএনপি খুব হম্বিতম্বি করেছে। তারা মিছিল-মিটিং করছে আমরা বাধা দেইনি। কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ একটা মিছিল-মিটিংও করতে পারেনি। অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন করেছে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর। তারপরও আমরা কিন্তু প্রতিশোধ নিতে যাইনি। বিএনপি-জামায়াত আমাদের ওপর যা করেছে, আমরা তার কিছুই করিনি। আমরা কোনো প্রতিশোধ নিতে যাইনি, আমরা দেশের উন্নয়নের দিকেই নজর দিয়েছি। দেশের জনগণের জন্য কাজ করেছি বলেই গত ১৪ বছরে পুরো দেশের চেহারাই পালটে গেছে।

তাদের কুকর্মগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে : প্রধানমন্ত্রী বলেন, অগ্নিসন্ত্রাসী, লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, জঙ্গিবাদী ও অর্থ পাচারকারীদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। দলের নেতাকর্মীদেরও বলব, তাদের (বিএনপি-জামায়াত) এই ভয়াল অগ্নিসন্ত্রাস, কুকর্মগুলো দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে। ক্ষমতায় থাকতে তারা দেশের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করেছে। আমরা খালেদা জিয়ার দুই পুত্রের পাচারকৃত প্রায় ৪০ কোটি টাকা ফেরত এনেছি। এদের আরও অনেক অর্থ বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংক জব্দ করেছে, সেসব ফেরত আনার চেষ্টা করছি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আরেক প্রার্থী বিবেক রামাস্বামী

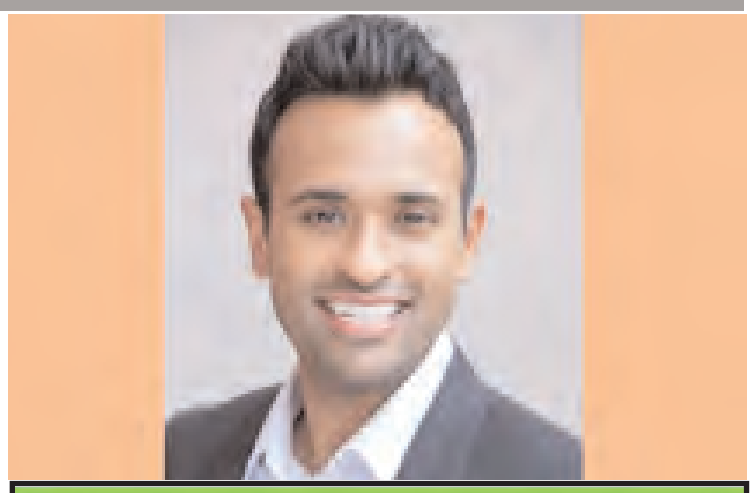

ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমরা একটি জাতীয় পরিচয় সংকটের মধ্যে রয়েছি। বর্তমানের রাজনৈতিক আবহ একটি মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব গঠন করেছে-যা কারো জন্যেই শুভকর নয়।

ব্যাকগ্রাউন্ডে আমেরিকার পতাকা এবং তার ল্যাপেলে একটি পতাকা পিন দিয়ে আটকিয়ে সরাসরি ক্যামেরার সামনে কথা বলেন বিবেক। বিবেক উল্লেখ করেন, উত্থিত বাম হিসেবে আমি অন্য সকল প্রার্থীকে চুরমার করে নিজের বিজয় ছিনিয়ে আনতে চাই।

উল্লেখ্য, রামাস্বামী হলেন তৃতীয় হাই-প্রোফাইল প্রেসিডেন্ট প্রার্থী, যিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলেন। যদিও তিনি ফেডারেল ইলেকশন কমিশনে প্রার্থীতার জন্যে যে ফরম জমা দিয়েছেন সেখানে নিজেকে রিপাবলিকান পার্টির কাছাকাছি একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে ভিডিওতে প্রার্থীতা ঘোষণার সময় নিজের পার্টি সম্পৃক্ততার উল্লেখ নেই। আর এভাবে একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে থেকে তিনি তার যোগ্যতার আলোকে ভোট চাইবেন। ইতিমধ্যেই তিনি আইওয়ার মত আগাম ভোট গ্রহণের রাজ্যগুলোতে সভা-সমাবেশ করেছেন। এবং সাধারণ মানুষেরা তাকে আন্তরিক অর্থেই স্বাগত জানিয়েছে। যদিও প্রবীন রাজনীতিকরা বিবেককে বৃহত্তর রাজনৈতিক ময়দানে খুবই অপরিচিত হিসেবে মন্তব্য করছেন। বায়োটেক সেক্টরে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে নিজের ভাগ্য প্রসন্ন করলেও তার বেশী পরিচিতি এসেছে ফক্স নিউজের টক শো-তে উপস্থিতি এবং নিউইয়র্ক টাইমসের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হওয়া বইয়ের লেখক হিসেবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় কোনো মনোনয়ন লাভ করা তার জন্যে খুবই কঠিন হবে। তবে রিপাবলিকান পার্টির মিত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ায় ডেমক্র্যাটরা বিবেককে আন্তরিক অর্থেই স্বাগত জানিয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থীতার ঘোষণার ব্যাপারটিকে আরো খোলামেলা করতে ফক্স নিউজে উপস্থিত হবার সাথে সাথে ডেমক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় কমিটি এক বিবৃতিতে তাকে রাজনীতিতে স্বাগত জানিয়েছে।

ওহাইয়োতে জন্মগ্রহণকারি ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিবেক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন হার্ভার্ড এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে।

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

জ্যামাইকায় গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT

ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট

- প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
- এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
- প্রতি সপ্তাহে পেন্থনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়

BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-291-9642

এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB

আমরা অথি উন্নতমানের **Technology** ও অভিজ্ঞ **Technician** দ্বারা সব ধরনের **Acrylic,metal, flexilble Dentures** তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত **Pickup** ও **Delivery** করি। তাছাড়া যাবতীয় **Repair, Reline,add tooth** ও **Nightguard** একই দিনে মেরামত করে **Delivery** করি। আমরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবত সুনামের সাথে **Dentures** এর কাজে নিয়োজিত আছি।

We guarantee your satisfaction

Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।

ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ইউক্রেন সংকট ঃ মুখোমুখি বাইডেন-পুতিন

১ পৃষ্ঠার পর

দেবেন তিনি। বক্তব্যে তিনি যুদ্ধ নিয়ে পুতিনের উদ্দেশে কড়া বক্তব্য দেবেন বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। পোলিশ নিউজ এজেন্সি পিএপির বরাত দিয়ে এএফপি এ খবর দিয়েছে।

ইতোমধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভল্লাদিমির পুতিন জাতির উদ্দেশে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে তিনি ওয়াশিংটন-মস্কো পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্থগিত ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধ দীর্ঘ হওয়ার জন্য তিনি পশ্চিমাদের দায়ী করেছেন। পাশাপাশি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এর মাধ্যমে যুদ্ধ নিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন দুই প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওয়ারশে বাইডেন তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করবেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দীর্ঘদিন থাকবেন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কিয়েভের পক্ষে যুদ্ধাস্ত্রসহ সবরকম সহায়তা দেবেন। পুতিন ও রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেবেন বাইডেন।

এদিকে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বাইডেন পূর্ব ইউরোপ সফরে পোলিশ প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ ডুদার সঙ্গে দেখা করবেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালির নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ আগামী ৩ মার্চ ওয়াশিংটন সফরে থাকবেন বলেও জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

বাইডেন গত সোমবার কিয়েভে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ইউক্রেনকে অভয় দিয়ে আরও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের জন্য আশ্বস্ত করেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন মারিনস্কি প্যালেসে বাইডেন বলেন, এক বছরের যুদ্ধে কিয়েভ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে গণতন্ত্র।

এদিকে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেছেন, বাইডেনের সফর সম্পর্কে ওয়াশিংটন কয়েক ঘণ্টা আগেই রাশিয়াকে অবহিত করেছিল। আধুনিককালে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য যুদ্ধরত দেশের রাজধানী পরিদর্শন করা অভূতপূর্ব। বাইডেন যখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে হাঁটছিলেন, তখন বাতাসে এয়ার সাইরেনের শব্দ গর্জে ওঠে। এই সাইরেন ছিল ইউক্রেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংকেত।

গতকাল চীন জানিয়েছে, দেশটি যুদ্ধ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে, এমনকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। যারা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের থেমে যাওয়ার সময় এসেছে। চীনের ওপর দোষ চাপানো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে তিনি বলেন, মার্কিন দাবির পরে বেইজিং মস্কোতে অস্ত্র পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে। চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই মঙ্গলবার আলোচনার জন্য মস্কোতে পৌঁছান। সফরে তিনি পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নরওয়ের পর্যবেক্ষণ সংস্থার সর্বশেষ তথ্যমতে, সংঘাতে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮০ হাজার রাশিয়ান সৈন্য ও ইউক্রেনের ১ লাখ সেনা আহত বা নিহত হয়েছে। অপর একটি পশ্চিমা সূত্র জানিয়েছে, উভয়পক্ষে দেড় লাখ করে হতাহত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে অন্য যে কোনো ন্যাটো দেশের তুলনায় অনেক বেশি সহায়তা দিয়েছে। সামরিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এবং অন্যান্য মার্কিন সাহায্য এখন ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ২০২২ সালের অক্টোবরে একটি রূপকের উত্থাপন করেছিলেন। তিনি রাশিয়াকে তুলনা করেছিলেন ঝড়ের সঙ্গে, আর চীনকে তুলনা করেছিলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে। তাঁর সেই উক্তি আজ ঘোর বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে, বিশ্ববাসী আজ একটি অশান্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করছে। বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে হতে পারে- যা প্রায় এক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। তবে ২১ শতকের মূল চালিকা শক্তি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে চলমান প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে একটি চীনা বেলুনের মার্কিন আকাশসীমায় অনুপ্রবেশ বিতর্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ওয়াশিংটন বিষয়টিকে চীনা গুপ্তচরবৃত্তির একটি বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ বলে দাবি করেছে। গত নভেম্বরে বালি জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বৈরিতা বন্ধ করার সংকেত সত্ত্বেও, দুটি শক্তি স্পষ্টতই বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত। এই নতুন শীতল যুদ্ধের ডানা নীল গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। বেশ কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা দেখায় যে, দুটি পরাশক্তি অভ্যন্তরীণভাবে যা কিছুই করুক না কেন-যেমন তাদের সামরিক, প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক পেশীকে শক্তিশালী করতে চাওয়া- উভয়ই বিভিন্ন উপায়ে তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। বেশ কিছুদিন ধরেই এই উত্তেজনা বাড়ছে। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর চায়না মোবাইল এবং চায়না টেলিকম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-মধ্য পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপ ৬ সাবমেরিন কেবল প্রকল্প থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়, যখন আমেরিকান ফার্ম সাবকমকে চীনের প্রধান ফাইবার-অপটিক কেবল প্রস্তুতকারক হেংটং মেরিন-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই বছরের শুরুতে, ফিলিপাইন পেন্টাগনকে তার আরও চারটি সামরিক ঘাঁটিতে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। ইতিমধ্যে, জাপান এবং নেদারল্যান্ডস চীনে মাইক্রোচিপ রপ্তানির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েছে ,অন্যদিকে টোকিও এবং ওয়াশিংটন তাদের প্রতিরক্ষা জোট প্রসারিত করেছে। ২০২২ সালের গ্রীষ্মে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে চারটি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

কী কথা হলো পাক-আফগান প্রতিনিধির মধ্যে?

১ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা আইএসআইয়ের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাদিম আনজুমসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তা।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন দেশটির ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধানমন্ত্রী মোল্লা আবদুল গনি বারাদার। সেই সঙ্গে দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে বারাদারের কার্যালয় বলেছে, দুই দেশের কর্মকর্তারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক সংযোগ, বাণিজ্য ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উদ্বেগ ব্যবসায়িক কিংবা অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রভাব ফেলবে না।

আফগান উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান প্রতিবেশী দেশ। সে কারণে দুই দেশকে একে অপরের ভালোমন্দ দেখে চলতে হবে। দুই দেশের স্বার্থেই আফগানিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নের ওপর জোর দেয়।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি পালন করেনি– অভিযোগ এনে চার দিন আগে তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেয় আফগান কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে পাকিস্তান সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই সোমবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে এক পাকিস্তানি প্রহরী আহত হন। গত কয়েক মাসে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে।

ইসলামাবাদ অভিযোগ করছে, সন্ত্রাসীরা আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলা করছে। যদিও এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে কাবুল।

আলজাজিরা বলছে, বুধবার পর্যন্ত দুই দেশের সীমান্তের উভয় পাশে হাজার হাজার ট্রাক আটকে থাকতে দেখা গেছে।

আইনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন শামীমা

১ পৃষ্ঠার পর

অবশেষে বুধবার আদালত রায় দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বৃটেনের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এখনো হুমকি শামীমা। তিনি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি কিনা সে বিষয়টি রাজনৈতিক। এটা আদালতের বিষয় নয়। এ জন্য তার বৃটেনে ফেরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ তিনি আর ফিরতে পারবেন না।

তবে তার আইনজীবীরা বিচারকের এই রায়ের বিরুদ্ধে কোর্ট অব আপিলে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। এ খবর দিয়েছে বৃটেনের প্রায় সব মিডিয়া।

বুধবার সকালে এসআইএসিতে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন জাস্টিস জে। তিনি বলেন, বিশ্বাসযোগ্যভাবে সন্দেহ করা যায় শামীমাকে যৌনতায় পথভ্রষ্ট করতে সিরিয়ায় পাচার করা হয়েছিল। একই সঙ্গে তার সফরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো দায়িত্ব পালনে যৌক্তিকভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। তিনি আরও বলেন, এ মামলা নিয়ে যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন মানুষের মতামতে পার্থক্য থাকবে।

পূর্ব লন্ডনের একটি স্কুলে পড়তেন শামীমা বেগম। ২০১৫ সালে তার বয়স যখন ১৫ বছর তখন অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনি পালিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন আইসিস বা আইএসে যোগ দেন। সেখানে বিদেশিকে বিয়ে করেন। পরপর তিনটি সন্তানের মা হন। কিন্তু একটি সন্তানও বাঁচেনি। তার বিদেশি স্বামীও এখন বন্দি। শামীমা অবস্থান করছেন সিরিয়ার এক শরণার্থী শিবিরে। সেখান থেকে বৃটিশ মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের ভুল স্বীকার করে বৃটেনে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ২০১৯ সালে বৃটেনের তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভিদ তার নাগরিকত্ব বাতিল করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শামীমা এসআইএসিতে আপিল করেন। এ বিষয়ে সেমি-সিক্রেট কোর্টে শুনানি শেষে বুধবার জাস্টিস জে তার আবেদনকে পুরোপুরি খারিজ করে দেন। এর অর্থ হলো বর্তমানে ২৩ বছর বয়সী শামীমা বেগম বৃটেনে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাকে সিরিয়ার ওই ক্যাম্পেই অবরুদ্ধ জীবন কাটাতে হবে।

শামীমাকে পাচার করা হলেও তিনি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি- মন্ত্রীদের এমন পরামর্শ পেয়েছে স্পেশাল ইমিগ্রেশন আপিলস কমিশন। এরপর এর বিচারক তাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ভিকটিম হয়েছেন এমন শক্তিশালী যুক্তিতর্ক তার আইনজীবীরা আদালতে উপস্থাপন করেন। নভেম্বরে আপিলের ওপর শুনানিতে শামীমার আইনজীবীরা যুক্তি তুলে ধরেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা বেআইনি। কারণ, শামীমা শিশু পাচারের শিকার হয়েছেন কিনা তা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে এবং যোদ্ধাদের সঙ্গে যুক্ত হতে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল।

রায়ের উপসংহারে জাস্টিস জে বলেন, কমিশন সিদ্ধান্তে এসেছে যে, বিশ্বাসযোগ্য সন্দেহ আছে, শামীমাকে পাচার করা হয়েছে সিরিয়ায়। তাকে সিরিয়ায় নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল শিশু হিসেবে যৌনতায় ব্যবহার করা। একটি শিশু হিসেবে তিনি বৈধ কোনো সম্মতি দিতে পারেন না। তাকে দেশের বাইরে যেতে দেয়ার ক্ষেত্রে দেশের অনেক সংস্থাও যৌক্তিকভাবে দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছে। কারণ, তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে তুরস্কে গিয়ে সেখান থেকে সিরিয়া গিয়েছেন।

এসব নিয়ে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, বিচারক বলেন, যদি শামীমাকে পাচার করা হয়েও থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছেন।

গণমাধ্যম সঙ্কুচিত হওয়া উদ্বেগজনক : জাতিসঙ্ঘ

১ পৃষ্ঠার পর

জবাবে বিশ্বসংস্থার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারেক বলেন, বাংলাদেশে কিছু মিডিয়া আউটলেটে কাজের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় আমরা ইতোমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান আমরা অব্যাহতভাবে ব্যক্ত করে যাবো।

ডুজারেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগে বাংলাদেশ সরকার প্রধান বিরোধী দলের সংবাদপত্র দৈনিক দিনকালের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। পত্রিকাটিতে শতাধিক সাংবাদিক ও প্রেসকর্মী কাজ করতেন। পত্রিকাটি এমন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করত, যা সাধারণত মূল ধারার গণমাধ্যমগুলো কভার করত না। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

এ দিকে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ওপর আইনি হয়রানি বন্ধ করতে সরকারকে অনুরোধ করেছেন জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞরা।

জাতিসঙ্ঘের চারজন বিশেষজ্ঞ জেনেভা থেকে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর প্রলম্বিত আইনি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার চর্চা বন্ধ করার আহ্বান জানান। তারা দৈনিক প্রথম আলোর অনুসন্ধানী সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনার এবং পরে সেই সব মামলার মীমাংসা না করে ঝুলিয়ে রাখার বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এসব অভিযোগ প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়। রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে করা মামলায় এই দীর্ঘসূত্রতার প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যায়। সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো, হয়রানি করা ও চুপ করিয়ে দেয়ার উপায় হিসেবে এই পন্থা অবলম্বন করা হয়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থামিয়ে দিতে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করতে এবং সেলফ সেন্সরশিপের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করে এতে বলা হয়, সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়নমূলক আইনি কার্যক্রম পুনর্বিবেচনা করা, ঔপনিবেশিক আমলের দাফতরিক গোপনীয়তা আইন ও সম্প্রতিকালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। একই সাথে সরকারের উচিত দেশের আইন ও তার প্রয়োগকে মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। স্বাধীন, সেন্সরশিপবিহীন ও অবাধ গণমাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার।

বিবৃতিদাতা জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞরা হলেন, মত প্রকাশ ও প্রচারের অধিকার সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার আইরিন খান, মানবাধিকারকর্মীদের অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার মেরি ললর, নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার কারণ ও পরিণতি বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার রিম আলসেলাম এবং বিচারক ও আইনজীবীদের স্বাধীনতাবিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার মার্গারেট স্যাটাথুয়েট।

পবিত্র শবেবরাত ৭ মার্চ

দিনগণনা। আজ এ মাসের প্রথম দিন। এ হিসাবে ৭ মার্চ মঙ্গলবার পবিত্র শবেবরাত উদ্যাপিত হবে। ৮ মার্চ বুধবার সরকারি ছুটি থাকবে।বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান। তার পক্ষে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (ডিজি) মহা. বশিরুল আলম। তিনি জানান, সব জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বাংলাদেশের আকাশে ১৪৪৪ হিজরির শাবান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। হিজরি বর্ষের শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত (হিজরি দিনগণণা চন্দ্রোদয় থেকে শুরু হয়, প্রথমে রাত, পরে দিন) মুসলমানরা সৌভাগ্যের রজনী হিসাবে উদযাপন করে থাকেন। এ রাতে মহান আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য অশেষ রহমতের দরজা খুলে দেন। মহিমান্বিত এই রজনীতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ লাভের আশায় নফল নামাজ, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, জিকিরে মগ্ন থাকেন। অনেকে রোজা রাখেন, দান-খয়রাত করেন। অতীতের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন। শবেবরাত মাহে রমজানেরও আগমনী বার্তা দেয়।

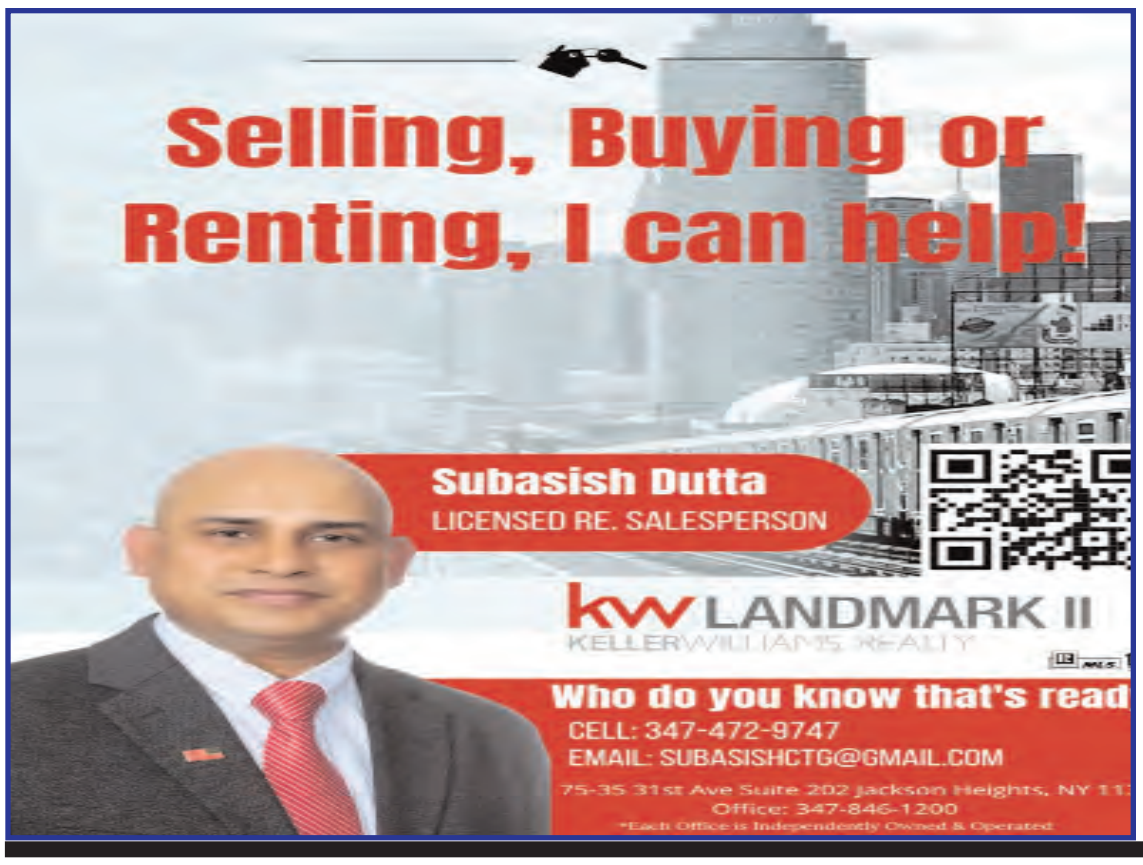

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

World Tours & Travel

DHAKA
NEW YORK
DHAKA

SUMMER SALE !

LOWEST PRICE

BOOK NOW

Emirates · QATAR AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · KUWAIT AIRWAYS

OUR SERVICES

BANGLADESH DOMESTIC TICKET
- Biman Bangladesh Airlines
- Novoair • US Bangla

AIR TICKET
- International & Domestic

NOTARY PUBLIC

বিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমনের জন্য
আমাদের ঢাকা ও নিউইয়র্ক অফিসে
যোগাযোগ করুন:

718-406-9745

Md. Shamsuddin (Basir), MBA
CEO

NEW YORK OFFICE
37-12 75th St. (2nd FL) Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

DHAKA OFFICE
78/E Purana Paltan Lane (4th Floor)
BijoyNagor, Dhaka, Bangladesh
01810140650

নিউইয়র্কে জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিশ্বনেতা

যে জাতি ভাষা আন্দোলন করে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নয় শুধু, সেই আন্দোলনের সোপান ধরে ধরে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেই রাষ্ট্র সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র অনন্য এক মর্যাদার আসনে, নেতৃত্বের আসনে। আমাদের চেয়ে অনেক বৃহদাকার রাষ্ট্র থাকতে পারে, হাজার কোটি গুণ সম্পদের মালিক হতে পারে, কিন্তু মানবতার প্রশ্নে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের প্রশ্নে, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করে রক্ত দেয়ার প্রশ্নে, অঙ্গীকারের প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষীরাই নেতৃত্ব দান করছি। আমরাই নেতা। জাতিসংঘ তথা ইউনেস্কো আমাদের সেই মর্যাদারই স্বীকৃতি দিয়েছে।

.....বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, সেক্টর-১

জয় বাংলা

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

Vol. 23, No. 49, Thursday 23 February 2023, Weekly Janmobhumi

নিউইয়র্কে জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিশ্বনেতা

যে জাতি ভাষা আন্দোলন করে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নয় শুধু, সেই আন্দোলনের সোপান ধরে ধরে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেই রাষ্ট্র সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র অনন্য এক মর্যাদার আসনে, নেতৃত্বের আসনে। আমাদের চেয়ে অনেক বৃহদাকার রাষ্ট্র থাকতে পারে, হাজার কোটি গুণ সম্পদের মালিক হতে পারে, কিন্তু মানবতার প্রশ্নে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের প্রশ্নে, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করে রক্ত দেয়ার প্রশ্নে, অঙ্গীকারের প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষীরাই নেতৃত্ব দান করছি। আমরাই নেতা। জাতিসংঘ তথা ইউনেস্কো আমাদের সেই মর্যাদারই স্বীকৃতি দিয়েছে।

.....বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, সেক্টর-১

জয় বাংলা জয়বাংলাদেশ

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA CDPAP SERVICES
888-212-3237

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237

www.jonmobhumi.com

ইমিগ্রেশন

- ডিভোর্স
- সেপারেশন
- ফ্যামেলি কোর্ট
- ফ্যামেলি পিটিশন
- ভিসা আবেদন
- এসাইলাম কেইস
- ওয়ার্ক পারমিট (I-485 / I-102-3, Asylum)
- গ্রিন কার্ড রিনিউ
- ভিসা ক্যাটাগরি রূপান্তর

ট্যাক্স সার্ভিস

বিজনেস ট্যাক্স

- কোর্পোরেশন সেটআপ
- এল. এল. সি. সেটআপ
- একাউন্টিং সার্ভিস
- পে-রোল সার্ভিস
- ভেন্ডার লাইসেন্স
- লট্রো, ই. বি. টি. লাইসেন্স
- বিয়ার, সিগারেট লাইসেন্স

IRS
TAX Depot

পার্সোনাল ট্যাক্স

- পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স
- গ্রান্ট আবেদন
- সকল ফর্ম ফিলাপ
- আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদন
- মেডিকেইড আবেদন
- ডিসেবিলিটি ও সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট

ENROLLED AGENT
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462
O: (313) 341-9000 / C: (516) 566-3444

চার্চ/ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ
এবং
জ্যামাইকাতে
ডাঃ সবুরের মেডিকেল অফিস

Services

ব্রুকলীন অফিস
- Dr. Salman Hoque — Cardiologist
- Dr. Prateek — Gastroenterologist
- Dr. Sadi Alam — Podiatric
- Dr. Sohel M Shipu — Psychiatric

জ্যামাইকা অফিস
- Dr. Sunita Aryal — Pediatric
- Dr. Syed Iman Husain — Cardiologist
- Dr. Dheeraj Khurana — Cardiologist
- Dr. Sohal M Shipu — Adult Psychiatric

We accept all major health insurance
Those who do not have insurance are treated in special arrangements

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

Office Hours

Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA.
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোনো আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

C&A CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

Richard La Salle
Attorney at Law

২৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান এটর্নী

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন কেইসেস ও এক্সিডেন্ট কেইসেস

এছাড়াও আমরা
- ফ্যামিলি বেইজড পিটিশান
- লেবার সার্টিফিকেট
- ২৪৫ (আই) কেইসেস
- সিটিজেনশীপ ও ও-১ ভিসা
- H-1, L-1 ইনভেস্টমেন্ট (E) ভিসা
- সকল প্রকার ডায়োলেশন রিমুভাল
- রিয়েল এস্টেট ও বিজনেস ক্লোজিং লীজ
- দলিল হস্তান্তর
- উইল
- পাওয়ার অব এটর্নী
- সিভিল ও ক্রিমিনাল কেইসেস
- ল্যান্ডলর্ড/টেনেন্ট প্রবলেম
- দানপত্র
- ডিভোর্স
- ব্যাংক্রোপসি
- ইনকর্পোরেশনসহ অন্যান্য আইন বিষয়ক কাজ করে থাকি

No Fee for Consultation

88-01 Roosevelt Avenue, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 646-545-1826

এহসান রহমান
সিনিয়র প্যারালেগাল

জ্যাকসন হাইটসে সবজী মন্ডির বিপরীতে
রুপসী বাংলা হেয়ারড্রেসার
প্রো: জীবন বিশ্বাস
35-62, 73rd St. Jackson Heights NY 11372
Tel: (718)424-2531

Full Time বাংলাদেশি CPA
Certified Public Accountant
ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স
Eakub A. Khan CPA
Office: 718 424 6300 Cell: 347 200 4781
web:www.cpakhan.com E-mail:eakub@cpakhan.com
75-35 31st Ave., Suite # 206A, East Elmhurst, NY 11370

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.janmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

PROBASHI BARISAL DIVISIONAL WELFARE ASSOCIATION USA INC.

প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি, ইউএসএ ইন্‌ক

মোহাম্মদ শাহ আলম
সভাপতি

ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২৪

মোঃ রুহুল আমীন নাসির
সাধারন সম্পাদক

মো: এস ইসলাম মামুন
সহ সভাপতি

মাসুদ হোসেন
সহ সভাপতি

মো: আল আমিন
সহ সভাপতি

মো: মশিউর রহমান
সহ সভাপতি

মো: এনায়েত হোসেন
সহ সভাপতি

ডা: সোহেল পারভেজ
সহ সভাপতি

বিশ্বজিৎ কে. পলাশ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

একেএম মামুনুর রশিদ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

জাকির হোসেন লিটন
সাংগঠনিক সম্পাদক

মো: মাজহারুল ইসলাম মিরন
কোষাধ্যক্ষ

এমডি রুবেল গাজী
দপ্তর সম্পাদক

সুমা জে. ডোনা
সমাজ সেবা ও আপ্যায়ন সম্পাদক

জেছমিন বেগম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

নাহিদ হায়দার (আশিক)
ক্রীড়া সম্পাদক

পারুল আক্তার (বকুল আলী)
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

জান্নাত সৈকত
শিশু, শিক্ষা ও আইন বিষয়ক সম্পাদক

এ্যাডঃ রেজবুল কবির
কার্যকরী সদস্য

মো: মহসিন
কার্যকরী সদস্য

মো: বেলায়েত হোসেন
কার্যকরী সদস্য

মোঃ কামরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য

মো: রাসেদ মিলন
কার্যকরী সদস্য

মো: ফিরোজ আহম্মেদ রবিন
কার্যকরী সদস্য

মনির হোসেন
কার্যকরী সদস্য

মো: বশির আহমেদ (বাচ্চু)
কার্যকরী সদস্য

রুবি চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য

মো: মনির হোসেন
কার্যকরী সদস্য

মো: শরিফ ইসলাম পিন্টু
কার্যকরী সদস্য

www.jonmobhumi.com

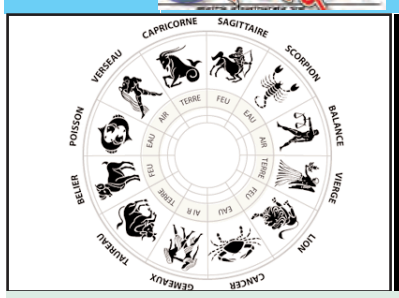

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ : বেকারদের কেউ কেউ আজ নতুন কাজের সন্ধান পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আজ কারো প্রেমের আহবানে সাড়া দিতে হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে।

বৃষ : ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। প্রেমের ব্যাপারে কেউ আপনার মনের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। আর্থিক লেনদেন শুভ।

মিথুন : কর্মস্থলে পদস্থদের ব্যক্তিদের আনুকূল্য পাবেন। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কারো কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিনটি শুভ।

কর্কট : দিনটি শুরু হতে পারে প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুসংবাদ দিয়ে। বেকারদের কারো কারো কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। আজ আপনার অর্থভাগ্য বিশেষ শুভ। প্রেমে ইতিবাচক সাড়া পাবেন।

সিংহ : শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। উচিত হচ্ছে না জেনেও কেউ কেউ পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

কন্যা : আজ আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বেকারদের কেউ কেউ আজ নতুন কাজের সন্ধান পেতে পারেন। কর্মস্থলে আগের জমে থাকা কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ আসবে। প্রেমে সফল হবেন।

তুলা : দিনের শুরুতেই আর্থিক বিষয়ে কোনো সুখবর পেতে পারেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য দিনটি শুভ। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। পাওনা আদায় হবে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃশ্চিক : কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রেমে রূপ নিতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। দূরের যাত্রা শুভ।

ধনু : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায়ে তৎপর হোন। ফেসবুকে কারো সঙ্গে মতবিনিময় থেকে প্রেমের শুভ সূচনা হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হতে সময় লাগবে।

মকর : ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগে করে লাভবান হতে পারেন। সামাজিক কর্মকা- ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার প্রেমিক মন আজ তার ঠিকানা খুঁজে পাবে। রাজনীতিতে আপনার অবস্থান সুসংহত হতে পারে।

কুম্ভ : শিল্পকলায় অবদানের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের কারো কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। কোনো গোপন শত্রুর পরিচয় জানা যেতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

মীন : বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ। পেশাগত দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আজ কারো কারো মনে প্রেমের ছোঁয়া লাগতে পারে।

যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র

মস্কো:যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না বিশ্ব পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান কার্লোস দেল তোরো এমনটিই জানিয়েছেন।

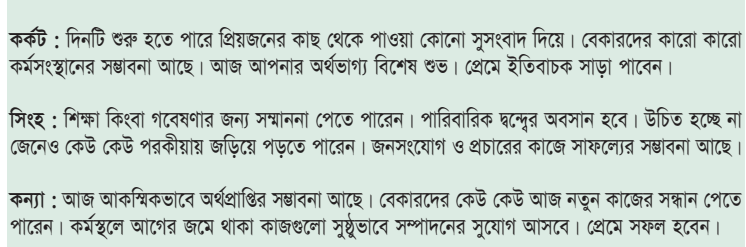

বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনের কিছু সুযোগ-সুবিধা বেশি রয়েছে। বেইজিংয়ের এখন বড় নৌবহর এবং বৃহত্তর জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা রয়েছে।
কার্লোস দেল তোরো বলেন, চীন 'সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর এবং অন্যত্র আমাদের মিত্রসহ অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ বিনষ্টের চেষ্টা করছে।
তিনি বলেন, তারা এখন বৃহত্তর নৌবহর পেয়েছে। তাই তারা বিশ্বব্যাপী সেই বহরটি মোতায়েন করছে।
ওয়াশিংটনকে অবশ্যই এর বিপরীতে নিজেদের নৌবহরের আধুনিকায়ন করতে হবে।
কার্লোস বলেন, আমাদের একটি বৃহত্তর নৌবাহিনী দরকার, ভবিষ্যতে আমাদের আরও জাহাজ দরকার, ভবিষ্যতে আরও আধুনিক জাহাজ দরকার, বিশেষ করে ওই হুমকি মোকাবিলার জন্য।
নৌপ্রধান জানান, চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মির নৌবাহিনীতে আগামী বছরগুলোতে ৪০০ জাহাজ থাকতে পারে। এখন তাদের প্রায় ৩৪০টি জাহাজ রয়েছে। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে ৩০০-এর কম জাহাজ রয়েছে।

চীন রাশিয়াসহ তিন দেশের সামরিক মহড়া

রাশিয়াসহ তিন দেশ নিয়ে সামরিক মহড়া শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার। বাকি দুদেশ হচ্ছে- চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার রিচার্ডস বে বন্দরে পৌঁছেছে হাইপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর একটি রণতরী।
চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে বুধবার এই রণতরী রিচার্ড বে বন্দরে পৌঁছায় বলে রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা আরআইএ জানিয়েছে।
এই মহড়াকে নিয়মিত বলে অভিহিত করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভেতরে তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিয়েছে।
অন্যদিকে চীন-রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ এ মহড়া পশ্চিমা অংশীদারদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির বিশেষজ্ঞরা।
রাশিয়া-চীন-দক্ষিণ আফ্রিকার যৌথ সামরিক মহড়া ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম বার্ষিকীর দিনে শুরু হচ্ছে। এমনকি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সর্বশেষ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি 'নিউ স্টার্ট' স্থগিত করার সিদ্ধান্তের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
বার্তা সংস্থা আরআইএ রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর নর্দার্ন ফ্লিটের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে বলেছে, সোভিয়েত আমলের নর্দার্ন ফ্লিটের অ্যাডমিরাল গোরশকভের নামের রণতরীটি দূরপাল্লার সমুদ্রযাত্রা শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রিচার্ডস বে বন্দরে পৌঁছেছে।
গত ৪ জানুয়ারি রাশিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে রণতরী গোরশকভ। এই রণতরীতে ৯০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হাইপারসনিক জিরকন ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। আর এই ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি গতিতে ছুটতে পারে।
জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে রণতরী গোরশকভ থেকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতা পরীক্ষা করে রুশ সামরিক বাহিনী।

বরফের হোটেল!

ঢাকা,সুইডেনের ইয়ুককাসইয়ার্ভিতে অবস্থিত এক হোটেল আগাগোড়া বরফে তৈরি। কামরাগুলো বরফ দিয়ে বানানো, তেমনি বিছানা থেকে শুরু করে সবধরনের আসবাব নির্মাণেও ব্যবহার করা হয়েছে ওই বরফই। আর্কটিক সার্কেলের ২০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত হোটেলটি প্রতি বছর বসন্তে গলে যায়, শীতের শুরুর দিকে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো অর্থাৎ প্রথম বরফের হোটেল এটিই।
সুইডেনের বিখ্যাত এই বরফের হোটেলের প্রবেশদ্বার বলা যায় কিরুনা শহরকে। কিরুনা থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুন্দর, ছোট্ট গ্রাম ইয়ুককাসইয়ার্ভি। সেখানেই টর্নি নদীর তীরে হোটেলটির অবস্থান। ইনজভি বারগকভিস্ট নামের এক ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৯০ সালে প্রথম বানানো হয় এ হোটেল। এর আয়তন ছয় হাজার বর্গমিটারের মতো। তবে প্রতি বছরই হোটেলের চেহারায় পরিবর্তন আসে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার দেশী-বিদেশী পর্যটক এই আজব হোটেলে আতিথেয়তা নিয়েছেন।
শীতের শেষ দিকে বরফের স্বচ্ছ টুকরো কাটা হয় পাশের জমে যাওয়া টর্নি নদী থেকে। আনুমানিক ৯০ লাখ কেজি বরফ ও দুই লাখ ৭০ হাজার কেজি তুষার জমা রাখা হয় কাছের বরফ সংরক্ষণাগার ও উৎপাদন কেন্দ্রে। সেখানে আমন্ত্রিত ৫০ জন শিল্পী ব্যস্ত সময় কাটান বরফ দিয়ে নানা আসবাব, কাঠামো আর ভাস্কর্য তৈরিতে। এমনকি হোটেলের

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

লবির বিশাল ঝাড়বাতিগুলো পর্যন্ত বরফের। নভেম্বরের দিকে শীত যখন বেশি থাকে তখন ইস্পাতের বিশাল কাঠামোর মধ্যে রাখা হয় বিপুল পরিমাণ তুষার এবং এগুলো জমতে দেয়া হয়। জমে গেলে ইস্পাতের কাঠামো সরিয়ে নেয়া হয়। হোটেলের ভেতরের প্রায় সবকিছুই তৈরি হয় বরফ দিয়ে। কেবল ওয়াশ রুমটা বাদে। এটি থাকে আলাদা একটি স্থায়ী দালানে।

বিয়ের ছুটি ৩০ দিন!

ঢাকা, বিয়েতে জনগণকে উৎসাহী করে শিশু জন্মহার বাড়াতে তরুণ নবদম্পতিদের ৩০ দিনের সবৈতনিক ছুটি দেয়া হচ্ছে চীনের কয়েকটি প্রদেশে। গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলি হেলথ। চীনে বিয়ের জন্য সাধারণত ন্যূনতম তিন দিনের সবৈতনিক ছুটি পাওয়া যায়। তবে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষগুলো চলতি মাস থেকে আরো উদারভাবে ছুটিছাটা দিতে পারছে। যেমন-উত্তর পশ্চিমের গাংসু প্রদেশ এবং সাংশি প্রদেশ এখন ৩০ দিনের বৈবাহিক ছুটি দিচ্ছে। সাংহাই দিচ্ছে ১০ দিনের।
চীনের সাউথওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিকসের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিন ইয়াং হাইয়াংকে উদ্ধৃত করে পিপলস ডেইলি হেলথ জানায়, জন্মহার বাড়ানোর কার্যকর উপায় হলো বৈবাহিক ছুটি বৃদ্ধি। তবে যেসব প্রদেশ ও শহরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর তারাই ছুটি বাড়িয়েছে। ইয়াং জানান, এর পাশাপাশি আরো বিভিন্ন নীতি সহায়তার আশু দরকার রয়েছে। যেমন আবাসনে ভর্তুকি, পুরুষদের জন্যও পিতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি। প্রসঙ্গত গত বছর চীনে ছয় দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো শিশু জন্মহারের পতন হয়।

বৃষ্টিতে আকাশ থেকে পড়ছে জ্যান্ত মাছ

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : প্রবল বৃষ্টিতে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র জ্যান্ত মাছ। সম্প্রতি এমন ঘটনার স্বাক্ষী হলো অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত শহর লাজামানু। যদিও আবহাওয়াবিদদের মতে, 'এ ধরনের ঘটনা অদ্ভুত মনে হলেও বিরল নয়।' আমেরিকার সংবাদমাধ্যম 'দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট' জানিয়েছে, ডারউইন শহর থেকে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার দূরে লাজামানুতে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ওই বৃষ্টিতে আকাশ থেকে ছোট ছোট জ্যান্ত মাছও ঝরে পড়েছে।

www.jonmobhumi.com

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

Phone # 347-365-8607 | Email: Chittagong.Association.na@gmail.com

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

সম্মানিত চট্টগ্রামবাসী

আসসালামু আলাইকুম / আদাব

চট্টগ্রাম সমিতির (Chittagong Association of North America Inc.) সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন পত্র আগামী ১৪ই জানুয়ারী ২০২৩, শনিবার থেকে ১৯শে মার্চ ২০২৩, রবিবার পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্যঃ যাঁরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী তাঁরা অবশ্যই ১৯ শে মার্চ বা কর্তৃপক্ষকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন পত্র জমা করতে হবে। অন্যথায় ভোটার লিস্টে নাম অন্তর্ভুক্তি হবেনা।

দ্বি-বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি $24.00
লাইফ মেম্বর ফি $500.00

নিয়মাবলীঃ

১। সমিতির গঠনতন্ত্রের ৩ (পরিসীমা) ও ৫ (যোগ্যতা ও মেয়াদ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী সঠিক ফী ও আবেদন পত্র পূরণের মাধ্যমে মেম্বার হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২। আবেদন পত্র জমা দানের সময় যখনে ব্যক্তিগত এবং পরিবার প্রধানের স্বাক্ষরের সাথে আইডির সাক্ষর মিল থাকতে হবে।

৩। আবেদন পত্রে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও ই-মেইল এড্রেস দিতে হবে, যাতে মেম্বার আইডি ই-মেইল অথবা টেক্সট করা যায় এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারে।

৪। নতুন আবেদনকারীকে সমিতির প্রাক্তন কোন মেম্বার কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

৫। আবেদনকারী নিজের বা পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারো আবেদনপত্র জমা দেওয়া গ্রহনযোগ্য হবেনা।

৬। ডাকযোগে বা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

৭। আবেদনকারীর কোন চেক বাউন্স হলে তিনি পুনরায় আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন, অন্যথায় ব্যাঙ্ক ফি বা জরিমানা সহ আবেদন করতে হবে।

৮। আবেদন পত্র জমা দিলেই সদস্যপদ চূড়ান্ত নয়, এ ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে সদস্য ফরম অনুমোদন দেবেন।

সদস্য ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার স্থান ও তারিখঃ

আবেদন পত্র সমিতির অফিস, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্থান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

চট্টগ্রাম ভবন (সমিতির অফিস) Address: 545 McDonald Ave., Brooklyn, NY 11218 প্রতি শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-651-7903, 347-416-0632, 718-306-7288, 347-596-9223, 917-882-7066, 917-365-8420, 516-405-4438	**Jackson Heights** - Jan 28th, 29th Address: 3766 , 72 street, 2nd FL , Queens, NY 11372 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা Tel: 917-854-4144, 917-775-4178, 646-284-3008
Jackson Heights - Feb 18th, 19th কর্ণফুলী ট্রাভেলস Address: 37-16 73rd St Suite 201, Queens, NY 11372 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL- 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204	**Jamaica** - Feb 11th, 12th Address: 87-77- 168Th Place, Jamaica, NY 11432 (2nd FL). শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 718-607-9002, 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204.
Bronx - February 4th, 5th খলিল বিরিয়ানি Address: 1457 Unionport Rd. Bronx, NY 10462 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-993-6461, 718-415-2528	**Ozone Park** - Feb 25th, 26th মাঁধুরী রেস্টুরেন্ট Address: 1203 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL: 917-775-4178, 347-651-7903, 516-405-4438

নিবেদকঃ
অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি
চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

নির্বাচনী প্রস্তুতিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন জরিপ

১ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছে আওয়ামী লীগ। আগামী নির্বাচনে কারা দলীয় প্রার্থী হবেন তা চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। আপাতত একাদশ জাতীয় সংসদের এমপিদের আমলনামা নিয়ে কাজ করছে দলটি। সরকারের বিশেষ সংস্থার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এমপিদের সাংগঠনিক ও জনহিতকর কার্যক্রম। আগামী নির্বাচনে যাদের উপর আস্থা রাখা যায় তাদের তালিকা আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে। যারা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের তালিকাও তৈরি করছে দলটি। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ৫০জন এমপি হয়তো আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন বঞ্চিত হবেন। কারণ এসব এমপি দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের পাশাপাশি তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় দলকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে রেখেছেন। হাইকমান্ড একাধিকবার সতর্ক করলেও তারা না সুধরে নিজেদের মতো করেই দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছেন। দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। আবার কয়েকজন এমপি নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়েছেন।

পারিবারিক দ্বন্ধে সামাজিক মর্যাদা খুঁইয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের ভিডিও, অডিওসহ কথোপকথনের রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের বিষয়টিও দলীয়ভাবে গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। দলীয় নেতারা জানান, আগামী নির্বাচন হবে চ্যালেঞ্জের। তাই সবদিক বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বাছাই করতে চায়। এজন্য আমরা অনেক সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছি। দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আমাদের এ নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা সেসব অনুসরণ করছি। সূত্র জানিয়েছে, দু'ভাবে তালিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। প্রথমে এমপিদের উপর জরিপ চালানো হচ্ছে। তারপর যেসব এমপি বিতর্কিত হয়েছেন তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাদের মনোনয়ন দেয়া হতে পারে তাদের তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে এক আসনে কয়েকজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তারপর তাদের মধ্যে যিনি আস্থাশীল ও সাধারণের কাছে প্রিয় তাকে চূড়ান্ত করা হবে। সাংগঠনিক জরিপের পাশাপাশি বিশেষ সংস্থার সহযোগিতা নিয়েও দলীয় প্রার্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। এ ধরনের কাজে যুক্ত একজন কর্মকর্তা মানবজমিনকে জানান, কয়েকজন এমপি'র ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্কিত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সর্বশেষ প্রতিবেদনে উত্তরাঞ্চলের এক এমপি'র বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। দলের নেতারা জানান, গত ১২ই জানুয়ারি রাতে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা মনোনয়ন নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তিনি সব এমপিকে খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন কারা আগামী নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পাবেন আর কারা পাবেন না।

ওইদিনের বৈঠকে এমপিদের উদ্দেশ্যে বলেন, কে কী করছে তার সব তথ্য আমার কাছে আছে। যাদের বদনাম আছে, নানা অপকর্মে নাম জড়িয়েছে, তাদের আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়া হবে না। জনগণের সঙ্গে যাদের সুসম্পর্ক রয়েছে, জনগণের পাশে যারা দাঁড়ায় তারাই নমিনেশন পাবে। আর যারা জনবিচ্ছিন্ন, এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক নেই তাদের দলের মনোনয়ন দেয়া হবে না। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক নেতা মানবজমিনকে জানায়, দলীয় প্রধান আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় এমপিদের সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েছেন। আগামী নির্বাচন কঠিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে জানিয়ে কারও নাম উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি কারও দায়িত্ব নিতে পারবো না। বিভিন্ন মাধ্যমে খবর নিচ্ছি। সবার আমলনামা আমার কাছে আছে। মাঠ জরিপের ভিত্তিতেই মনোনয়ন দেয়া হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সবাইকে এলাকামুখী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে হলে জনগণের ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে যেতে হবে।

জনগণের দ্বারে দ্বারে না গেলে জনগণ ভোট দেবে না। সেজন্য আমিও মনোনয়ন দেবো না। এলাকার সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকলে মনোনয়ন দেয়া হবে না। সবাই নিজ নিজ এলাকায় চলে যাও। দলের সভাপতির এসব বক্তব্যকে আগামী নির্বাচনের মনোনয়নের জন্য স্পষ্ট বার্তা বলে মনে করছেন দলের নীতিনির্ধারকরা। একাদশ সংসদে সংরক্ষিত আসনসহ আওয়ামী লীগের ৩ শতাধিক সংসদ সদস্য রয়েছেন। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ আছেন যারা বয়স্ক। সঙ্গত কারণেই আগামী নির্বাচনে তাদের বাদ যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবেন আমাদের নেত্রী। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তাকে তো আর প্রার্থী করবেন না। যাদের বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে এবং যে বিষয়ে অভিযোগ সেসব কিছুর উপর একটি সার্ভে চলছে। বার বার মাঠ জরিপ করে আমলনামা নেয়া হচ্ছে। সেই আমলনামা অনুসারে কোনো নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কেউ রেহাই পাবে না।

দেশের ভাষা, সংস্কৃতি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের আহ্বান

অনুরোধ জানান।

শনিবার সন্ধ্যায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত একথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ও এর আশপাশের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'ডিসি একুশে এলায়েন্স' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালুমনাই ফোরাম ইনক (ডুয়াফি)।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করে রাষ্ট্রদূত ইমরান উল্লেখ করেন, এই আন্দোলন বাঙালিদের অন্যায় ও অসাম্যকে প্রশ্রয় না দিতে এবং দমন-পীড়নকারী শক্তির কাছে মাথা নত না করতে শেখায়। তিনি বলেন, অমর একুশের চেতনা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম ও কমিউনিটি সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন।

একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ০১ মিনিটে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে নিয়ে কনুস্যুলেটে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর শহিদ মিনারে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ৫২'র ভাষা শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম তাঁর বক্তব্যে ৫২'র মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি ও ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল এবং তিনিই প্রথম বারের মত জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে, যা জাতি হিসেবে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে।

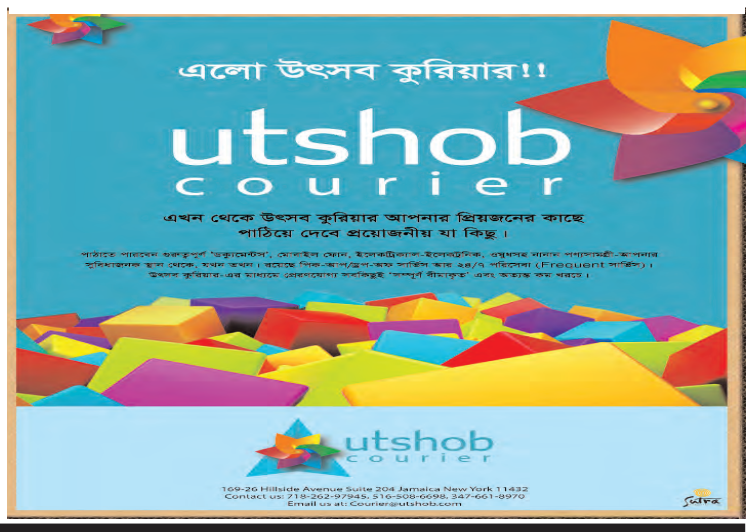

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২ ÷ ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

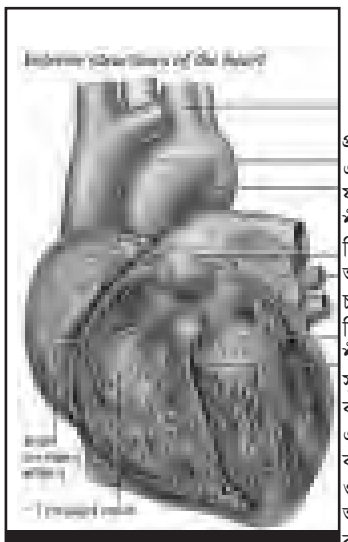

স্বাস্থ্য

শীতে শ্বাসকষ্ট বাড়ে কেন, কী করবেন?

প্রকৃতিতে শীত ঋতু আসন্ন। শিশু থেকে সব বয়সি মানুষ এই সময়ে ঠান্ডা-শর্দিতে ভোগেন। অনেকের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।

শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন পান্থপথের অ্যালার্জি ও অ্যাজমা সেন্টারের অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

শিশু থেকে বয়স্ক সবাই অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টে ভোগেন। শীতকালে অ্যাজমার প্রকোপ অনেকটাই বাড়ে এবং সুচিকিৎসার অভাবে ভোগান্তিও বাড়ে।

বাংলায় প্রচলিত হাঁপানি রোগই অ্যাজমা। এটি শ্বাসনালির একটি দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক প্রদাহজনিত সমস্যা। অ্যাজমার কারণে শ্বাসনালিতে বিভিন্ন কোষ বিশেষত ইয়োসিনোফিল ও অন্যান্য কোষের উপাদান জমা হয় এবং শ্বাসনালিকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। পরিবেশের সাধারণ বস্তুগুলোর প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয় বলে অ্যাজমা রোগীর শ্বাসনালির পথও সংকীর্ণ হয়। তখন রোগী শ্বাসকষ্ট, শুকনা কাশি, বুক জ্যাম হওয়া, বুকে বাঁশির মতো শব্দ ইত্যাদি সমস্যায় ভুগতে থাকে।

কারণ : অ্যাজমার কারণ এখনও অজানা। কিছু উপাদান অ্যাজমা রোগের উৎপত্তি, আক্রমণ, স্থায়িত্বকে বেশ প্রভাবিত করে, যাদের বলে 'ঝুঁকিপূর্ণ' উপাদান।

এসব কারণ বংশগত ও পরিবেশগত, এটা দু'ধরনের হয়।

বংশগত : অ্যাজমা রোগটি অনেকটা জেনেটিক বা বংশগত। যদি বংশে কারও অ্যাজমা থাকে, তবে আরেকজনের থাকার আশঙ্কা বেশি।

পরিবেশগত : কিছু পরিবেশগত কারণে অ্যাজমার প্রকোপ বাড়ে। যেমন- অ্যালার্জি, শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামজনিত, ভাইরাস সংক্রমণ, পেশাগত কারণ বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকা, আবহাওয়া, আবেগপ্রবণতা, দীর্ঘদিন ধরে অপরিকল্পিত বা অনিয়মিতভাবে অপর্যাপ্ত ওষুধ সেবন ইত্যাদি।

লক্ষণ : কারও অ্যাজমা হয়েছে কিনা তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। যেমন-

× অ্যাজমা হলে রোগীর শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে শ্বাসকষ্ট হয়।
× বুকে চাপ অনুভূত হয়।
× কাশি থাকে, বুকে বাঁশির মতো শব্দ হয় ইত্যাদি।

এ লক্ষণগুলো সব রোগীর ক্ষেত্রে একইভাবে থাকে না। কারোর ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বেশি হয়, কারোর বুকে চাপ লাগা বেশি হয়। আবার অনেকের শুধু শুকনা কাশি হয়। নিচের লক্ষণগুলো কারোর থাকলে কালক্ষেপণ না করে চিকিৎসক দেখানো উচিত।

যেমন-

× রোগীর বুকে বাঁশির মতো শব্দ।
× রাতে তীব্র কাশি থাকা।
× ব্যায়ামের পর কাশি বা শ্বাসকষ্ট।
× বায়ুবাহিত অ্যালার্জেন বা উত্তেজকের সংস্পর্শে কাশি বা শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে।
× রোগীর কখনও ঠাণ্ডা লাগলে এবং তা ভালো হতে ১০ দিনের বেশি সময় লাগলে।
× অ্যাজমার ওষুধে রোগীর লক্ষণ ভালো হয়ে গেলে ইত্যাদি।

পরীক্ষা : বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই অ্যাজমা নির্ণয়ে তেমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। অ্যাজমা রোগের তীব্রতা জেনে তার যথাযথ চিকিৎসার জন্য কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। যেমন-

× অ্যাজমা রোগীর শ্বাসনালির বাধা পরীক্ষায় স্পাইরোমেট্রি বা পিক ফ্লো পরীক্ষা করা হয়।
× 'কফ ভ্যারিয়ান্ট' অ্যাজমার ক্ষেত্রে 'মেথাকলিন চ্যালেঞ্জ টেস্ট' করা হয়, যাতে শ্বাসনালির অতি প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা যায়।
× 'কাশিপ্রধান' অ্যাজমার ক্ষেত্রে কফ পরীক্ষায় ইয়োসিনোফিল পাওয়া যায়।
× সিরাম ওমউ পরীক্ষা দিয়ে এটোপি নির্ণয় করা যায় ইত্যাদি।

চিকিৎসা

ওষুধবিহীন ও ওষুধ ব্যবহার করে, এ দু'ধরনের অ্যাজমার চিকিৎসা রয়েছে। ওষুধবিহীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সতর্কতাই মূল উপায়।

ওষুধবিহীন চিকিৎসা

× অ্যাজমার প্রধান কারণ অ্যালার্জি। কোনো জিনিসে বা খাদ্যে কারও অ্যালার্জি হয়, তা জেনে যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত।
× ধূমপান পরিহার।
× অ্যালার্জেন নয়, অথচ শ্বাসকষ্ট বাড়ায় এমন জিনিস পরিহার।
× ধুলাবালি, ময়লা, গন্ধ ইত্যাদি এড়িয়ে চলা।
× যথাসম্ভব মানসিক চাপ কমানো।
× ঘুমের ওষুধ, তীব্র ব্যথানাশক ওষুধ পরিহার করা।

ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা : ওষুধের মাধ্যমে অ্যাজমা নির্মূল করা যায় না, নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অ্যাজমার ওষুধ দু'ধরনের- উপশমকারী ও প্রতিরোধককারী। সালবিউটামলজাতীয় ওষুধ উপশমকারী ওষুধ, যা তাৎক্ষণিকভাবে শ্বাসনালির ছিদ্রপথকে প্রসারিত করে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা কমিয়ে দেয়। তবে এর কার্যকাল খুবই কম। ইনহেল স্টেরয়েড, ক্রোমোগ্লাইকেট, মন্টিলুকাস্ট ইত্যাদি হল প্রতিরোধক ওষুধ, যা ধীরে ধীরে কাজ করে।

অ্যাজমার এসব ওষুধ নানাভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন-

ইনহেলার পদ্ধতি : এটি সবচেয়ে উপকারী এবং আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ওষুধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে শ্বাসনালিতে কাজ করে।

ট্যাবলেট অথবা সিরাপ : এ পদ্ধতিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি। কারণ অধিক মাত্রার ওষুধ রোগীর রক্তে প্রবেশ করে।

নেবুলাইজার : তীব্র অ্যাজমার আক্রমণে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

ইনজেকশন : অ্যাজমার মারাত্মক আক্রমণে স্টেরয়েড ইনজেকশন শিরায় দেয়া হয়।

জটিলতা : অ্যাজমা কোনো কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে কি না তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। এ সময় উপশমকারী ওষুধের পরিমাণ বেশি লাগে এবং ইনহেলার দ্বারা ৩-৪ ঘণ্টার বেশি শ্বাসকষ্টের উপশম থাকে না। তা ছাড়া রাতে শ্বাসকষ্টে ঘুম ভেঙে যাওয়া, স্বাভাবিক কাজকর্মে শ্বাসকষ্ট হওয়া, পিক ফ্লো ধীরে ধীরে কমাও জটিলতার লক্ষণ। তখন বিশেষ সতর্ক হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

অ্যাজমা প্রতিরোধে কী করবেন

× সব রকমের ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে। বিশেষ করে অ্যাজমা আক্রান্ত রোগীর শোবার ঘরটি সব সময় শুষ্ক, ধুলা ও মাইটমুক্ত হতে হবে।
× ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকে সে ব্যবস্থা করুন। রাতে ঘুমানোর সময় পর্যাপ্ত উষ্ণতায় থাকুন।
× সকালে প্রস্রাব-পায়খানার সময় মুখে কাপড় বা মাস্ক ব্যবহার করুন।
× সকালে ও রাতে চলাফেরার সময় নাকে কাপড় বা মাস্ক ব্যবহার করা।
× দিনে বা রাতে কুয়াশায় চলাফেরার সময় নাক ঢেকে রাখুন (গায়ে পর্যাপ্ত শীতের কাপড় থাকলেও)।
× ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা পানি ও ঠাণ্ডা খাবার এড়িয়ে চলুন।
× স্যাঁতসেঁতে বা ঘিঞ্জি পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশ নয়।
× পুরনো জামাকাপড় ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করুন।
× ডাস্ট মাইট কমানোর জন্য ব্যবহৃত বালিশ, তোশক, ম্যাট্রেস ইত্যাদির ধুলাবালি নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং রোদে দিন।
× মশার কয়েল বা স্প্রে, চুলার আগুনের ধোঁয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
× হাত-মুখ নিয়মিত ধৌত করুন। কারোর সঙ্গে করমর্দন করলেও হাত ধুয়ে ফেলুন।

শিশুর অ্যালার্জি ও অ্যাজমার লক্ষণ, কী করবেন

শিশুদের অ্যালার্জি একটি কমন সমস্যা। অনেকের আবার অ্যাজমাও হয়ে থাকে। শিশুরা এসব সমস্যায় ভোগলে বাবা-মায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত থাকে না।

শীতকালে শিশুর অ্যালার্জি ও অ্যাজমার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তানজিনা আল-মিজান।

শীতকালে চলার গতি একটু সীমিত হলেও রোগ জীবাণু কিন্তু থেমে থাকে না। তারা যেন আরও একধাপ এগিয়ে যায়। ফুসফুসে ভাইরাল ইনফেকশন হলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ভাইরাস ফুসফুসের সারফেস লাইনিং নষ্ট করে দেওয়ায় মিউকোসাল ইমিউনিটি কমে যায়। এতে করে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। ফুসফুসের এ ভাইরাল ইনফেকশন এবং ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ থেকেই হতে পারে নিউমোনিয়া।

শিশুদের বেশি নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা থাকে। কারণ বাচ্চাদের ডিফেন্স মেকানিজম বড়দের তুলনায় দুর্বল। তার ওপর বাচ্চারা স্কুলে অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে, মাঠে খেলাধুলা করে তাই বাচ্চাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কাছাকাছি আসার আশঙ্কাও বেশি। বড়রা যদি বাচ্চাদের সামনে ধূমপান করেন তা থেকেও বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিশুর শ্বাসকষ্টের লক্ষণ

× বেশ কয়েক দিন টানা জ্বর
× ঘন ঘন শ্বাস নেবে এবং শ্বাস নেওয়ার হাড় বেড়ে যাবে
× শ্বাসের সঙ্গে কোনো আওয়াজ হলে
× শ্বাস নেওয়ার সময় পেট ভেতরে ঢুকে গেলে
× বুকে ব্যথা হলে
× ঘন ঘন শুকনা কাশি
× অতিরিক্ত খিটখিটে মেজাজ
× ঘুমঘুম ভাব এগুলোর সঙ্গে যদি কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এবং নাকের মাথা, ঠোঁটের চারপাশে নীল হয়ে যায় তাহলে অবহেলা না করে চটজলদি একজন শিশু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

পরিবারে কারও এ্যাজমার হিস্ট্রি না থাকলেও প্রথম থেকেই কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারলে ভালো।

× জন্মের পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করান অতি জরুরি। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।
× ভ্যাকসিনেশন-সবগুলো ভ্যাকসিন যেন সঠিক সময়ে অবশ্যই দেয়া হয় সেদিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে।
× বাচ্চার ঘর যেন হয় আলো বাতাসে ভরপুর।
× প্রতিদিন বাচ্চা যেন রোদে কিছু সময় হলেও থাকতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সূর্যরশ্মি থেকে আমাদের শরীরে যে ভিটামিন তৈরি হয় তাও আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে।
× বাচ্চাদের নিউট্রিশনাল ব্যালান্স জরুরি।
× পর্যাপ্ত পানীয় খাবার নিশ্চিত করতে হবে।
× বাসার কাজে সাহায্যের জন্য যারা আছেন তাদের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাদেরও প্রপার হাইজিন মেইনটেইন করতে হবে।
× স্কুল থেকে এবং বিকালে খেলাধুলা করে বাচ্চারা বাসায় ফিরলে তাদের ঘামে ভেজা জামা-কাপড় পাল্টে দিয়ে হাত মুখ ধোয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।
× বাইরে যাওয়ার সময় এবং ঘুমানোর সময় বাচ্চাদের শরীরে পর্যাপ্ত শীতের কাপড় যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে করে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যাবে।

মধ্য কর্ণের সার্জারি কখন করা হয়

মধ্য কর্ণ ও এর ম্যাসটরেড হাড়ের ইনফেকশনের জন্য বা পর্দা ফাটা বা ছিদ্র থাকার কারণে কানে কম শোনার জন্য অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কানের কারণে মাথা ঘুরানোর জন্য কানের মাইক্রোসার্জারি করা হয়ে থাকে।

অপারেশনের উদ্দেশ্য

- কানের ভেতরের ইনফেকশনের মাত্রা এবং ব্যক্তি নিরূপণ করা।
- ইনফেকটেড টিস্যুকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা এবং ইনফেকশনের কারণে কানে শোনার যাতে আর কোনো অবনতি না হয়, তার ব্যবস্থা করা।
- কানের ইনফেকশন যাতে মস্তিষ্কে না ছড়ায়, তার ব্যবস্থা করা।

www.jonmobhumi.com

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

NYS Tax & Multi- Services, Inc

INCOME TAX
» Individual
» Corporation
» Self-employed (UBER/ LYFT/VIA/YELLOW CAB)
» Small Business
» Sales Tax
» Not for Profit Tax

ACCOUNTING
» Financial Statement
» Payroll
» Book-Keeping
» Accounting
» Auditing
» Consulting
AUTHORIZED e-file PROVIDER

BUSINESS FORMATION
» Partnership
» LLC/LLP
» C-Corporation
» S-Corporation

IMMIGRATION & FORMS
(Non-attorney)
» Green Card Renewal
» Applying for Citizenship
» Employment Authorization

MOHD. SURUZZAMAN, CA
President
Cell: 516-884-1090

72-28 Broadway, 4th Floor, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 929-418-5228, Fax : 929-208-1115
Email: nystaxmulti@gmail.com

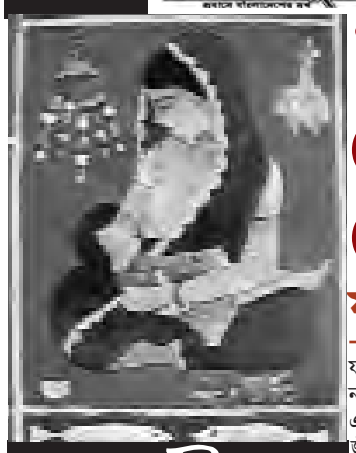

নারী

'তবুও শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান'

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

যার শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান তিনি একজন নারী। হয়তো এ কথার বিশিষ্ট উল্লেখ আবশ্যক ছিল না। এই বিবৃতিটি যার, তিনি একজন পুরুষ, তিনি কবি, তিনি জীবনানন্দ। নারীর শরীরে তিনি আবিষ্কার করেছেন কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান। কোনো নারী কৌটিল্যের চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞান পুরুষশরীরে আবিষ্কার করেছে কিনা তার বিবৃতি কোনো কবিতা বা গল্পে অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় না। বিংশ শতাব্দীর শুরু অবধি কৌটিল্যের গ্রন্থ 'কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম' সাধারণ মানুষের নিকটলভ্য ছিল না। ১৯০৯ সালে শ্যামশাস্ত্রী মহোদয় আবিষ্কারপূর্ব এই বিখ্যাত গ্রন্থও প্রকাশ করেন। এরপর নানা পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত থেকে এটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কোনো কোনো বাঙ্গালী সংস্কৃত না জেনেও এ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কৌটিল্য তথা চাণক্য তথা বাৎসায়ন কবে কোন্ কালে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। তার জন্ম মৌর্য যুগে হয়ে থাকুক কি যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পরবর্তীকালে হয়ে থাকুক, তাতে এ গ্রন্থের বনেদি কৌলিন্য বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বাংলায় লিখিত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি আপনারা কেউ কেউ ইতোমধ্যে পাঠ করে থাকবেন। যারা করেননি, বলা অন্যায্য হবে না, তারা এ গ্রন্থে নিহিত রসমঞ্জরী থেকে আপনাদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে এটি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র। অনেকের ধারণা, এটি ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' জাতীয় একখানা কিতাব। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি রসময় গ্রন্থ যার বিষয়পরিধি বিস্তৃত। অন্যান্য চিত্তাকর্ষক বিষয়ের মধ্যে এতে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিধবা রমণীর দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত বিধান, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শাসন ও শাস্তি প্রদান, প্রবাসী স্বামীর জন্য স্ত্রী কতকাল অপেক্ষা করবেন তার বিধান, স্ত্রী-সংগমের নিয়মকানুন, বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত বয়স, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার, গণিকাদের বিষয়ে বিধিনিষেধ ইত্যাদি।

যারা ভেবেছেন কূট কিংবা কুটিল শব্দের সঙ্গে কৌটিল্য নামের সম্বন্ধ রয়েছে, তাদের সম্যক অনুধাবনের স্বার্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। ভেবে দেখুন, কোনো একজন ব্রাহ্মণ পুরুষের বহু সংখ্যক বালিকা স্ত্রী রয়েছে। ধরুন, প্রকৃতির ক্রীড়ায় সেসব বালিকা স্ত্রী একই সঙ্গে ঋতুমতী হয়েছে। এখন বলুন, সর্বপ্রথম কোন্? স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসংগম করা উক্ত ব্রাহ্মণের জন্য ন্যায্য হবে?

প্রশ্নটি সহজ কিছু নয়। কারণ, এতে ন্যায়পরায়ণতা জড়িত। মহামতি কৌটিল্য এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করে বলেছেন, এবম্বিধ ক্ষেত্রে উক্ত ব্রাহ্মণ প্রথম যৌনসংগমের ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের শ্রেণিগত অবস্থান মান্য করিবেন। তদুপরি, দুইজন বালিকা স্ত্রী যদি সমশ্রেণির হইয়া থাকে, তবে অগ্রে যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ স্বামী প্রথমত তাহাতে উপগত হইবেন।

যদি কোনো গ্রিক কবি এ কথাটিই তার কবিতায় লিখতেন তবে কি তাতে আরিস্তোতলের কথা উল্লিখিত হতো? কোনো গ্রিক কবি কি আরাধ্য, কি অনারাধ্য কোনো গ্রিক নারীর শরীরে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আরিস্তোতলের চেয়ে বেশি জ্ঞান?

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে নানারকম চিন্তার জন্ম দিয়েছেন। কৌটিল্য ছাড়াও আরও নানাজনের পাণ্ডিত্যের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃপুন উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে জীবনানন্দ দাশ বেছে নিয়েছেন কৌটিল্যকেই। যে রকম ছান্দসিকতা জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল তার কাঠামোতে নামটি মসৃণভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

নারীর শরীরে কৌটিল্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান- এ কথা লিখে জীবনানন্দ তাঁর নারীবিষয়ক ধারণার নতুন পরিচয় দিয়েছেন। এটি একটি অসাধারণ বাকপ্রতিমা। এর মধ্যে যে কূটাভাষ নিহিত তা মনোজ্ঞ। মস্তিষ্ক নয় বরং জীবনানন্দ জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন নারীর দেহবল্লরীতে। আজকের পৃথিবীতে কিছু মানুষ নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে। তারা সমাজে পুরুষের আধিপত্য লক্ষ্য করে দুশ্চিন্তিত হয়ে থাকে। তারা নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে চিন্তিত থাকতে ভালোবাসে। তারা মনে করে নারী ঘরের বাইরে এলে তবেই সমাজের উন্নতি। তারা পরিবারের কথা উহ্য রাখে। তাদের কাছে মনে হয় নারী পুরুষের শত্রু। তাদের কাছে মনে, পুরুষ নারীকে ভয় পায় পাছে নারী বলশালী হয়ে পুরুষকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলে।

জীবনানন্দ কখনও নারীকে নিজের প্রতিপক্ষ ভাবেননি। বরং নারীর প্রতি নিজের মুখাপেক্ষিতার ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। স্বাভাবিক যে, যে-কোনো সকাম পুরুষ নারীসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করবে এবং সংগমের মধ্য দিয়ে শারীরিক সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করবে। পুরুষ ভালোবাসে নারীর দেহসৌষ্ঠব, নারীর রমণীয় অঙ্গভঙ্গি, নারীর চিকন কণ্ঠস্বর ও মোহনীয় বাকভঙ্গি, কিন্তু সে কখনও নিজে নারী হয়ে উঠতে চায় না।

স্বকামের মধ্য দিয়ে যে যৌনতৃপ্তি ঘটে তা নারীসংগমের বিকল্প হতে পারে না। সক্ষম পুরুষ নারীসঙ্গ কামনা করে। জীবনানন্দ দাশের শরীরবৃত্তি এর ব্যতিক্রম ছিল না। অথচ তার দাম্পত্য জীবনের গোড়ার দিকেই জীবনানন্দ একা হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের দিনলিপিতে জীবনানন্দ আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন, (জেওয়াই এর কথা স্মরণ করে) অবিরল স্বকাম তাকে দ্রুত বার্ধক্যের পথে নিয়ে গেছে।

অনেকে তার কাছে এর-ওর গোপন অভিসারের কথা বলত। কিন্তু জীবনানন্দ কেবল যৌনমিলনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, তা নয়। তিনি ভালোবাসা চেয়েছিলেন। একটি সময় ছিল যখন প্রতি রাতে তিনি আত্মহননের কথা ভাবতেন। ছয়টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন দিনলিপিতে। তার চতুর্থটি হলো- 'নারী নেই, ভালোবাসা নেই।' বাসে চড়তে এ রকম অনেক নারী তিনি দেখেছেন যাদের কামনা করা যায়; কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ তার জানা ছিল না। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন- 'কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি করা শান্ত মানুষের/ হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়/ তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হত।' (১৯৪৬-৪৭)

দিনলিপিতে তিনি চার শ্রেণির নারীর কথা উল্লেখ করেছেন : হেরোডিয়াসের কন্যারা, বনলতা সেন, কাল্পনিক নারী এবং বাসে দেখা কামিনীরা।

জীবনানন্দের কাল্পনিক নারীদের কথা আমরা জানি। নানা নামে তারা জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে। নানাভাবে নারীকে উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় লিখেছেন, 'আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে/ আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার/ যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে/ অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি/ সেই নারীর মতো/ ফাল্গুদুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।' 'সুরঞ্জনা' কবিতায় লিখেছেন- 'সুরঞ্জনা, আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ/ পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন/ কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ/ গ্রীক-হিন্দু-ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে/ কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?-গিয়েছে হারায়ে।"

'মিতভাষণ' কবিতায় লিখেছেন- 'তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন/ মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে/ ধর্মশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো/ আমাদের নিয়ে যায় ডেকে/ শান্তির সজ্ঘের দিকে-ধর্মে-নির্বাণে/ তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।'

আরেকটি কবিতায়- 'আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি- বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে/ যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী/ একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ-'/ তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ।'এ রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র ঘেঁটে।

হেরোডিয়াসের কন্যা ছিল একজন, সালোমে। সেইন্ট জনের হত্যায় সালোমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জীবনানন্দের সালোমে দুইজন- একজন ওয়াই অর্থাৎ বেবী বা শোভনা। অপরজনকে জেওয়াই বলে উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ। এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেলে জীবনটা আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। মরে যেতে ইচ্ছে করে। একদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে জীবনানন্দ তাঁর জীবনের হতাশার আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে একটি হলো নারী, যাদের মধ্যে হেরোডিয়াসের কন্যারা অন্যতম।

এ প্রসঙ্গে 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতার কথা মনে পড়ে। কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি স্বগতোক্ত প্রশ্ন দিয়ে- 'সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি/ এখনো কি ভালোবাসি?' কিছু পরেই সুবলের প্রেমিকা অমিতা সেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জীবনানন্দ লিখেছেন- 'কিন্তু কথাটা থাক।' কিন্তু আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় না এই অমিতা সেনের প্রতিও কবির অনুরাগ অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে' এই তথ্যটি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রশ্নবোধক স্বগতোক্তিটিও শ্রুত হয় 'অমিতা কি মিহিজামে'। একই কবিতায় দুই নারীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশের উদাহরণ অন্য কারো কবি রাখেননি।

জীবনানন্দের অস্তিত্বে নারীশূন্যতা হতে দেয়নি যা তিনি হতে পারতেন। তার জীবনকে অপূর্ণ করে রেখেছিল নারীসঙ্গহীনতা। পরমেশ্বর আদমের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। জীবনানন্দের জন্য কাউকে সৃষ্টি করেননি তিনি?

তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু-হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?-
ভাবি আমি-জানি আমি, তবু
সে কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার সেই-
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্কজগতে। ('সূর্য্য নক্ষত্র নারী')

www.jonmobhumi.com

RAINBOW DENTAL .PC
NABILA MANNAN .DDS
we accept all insurances,except Metroplus.

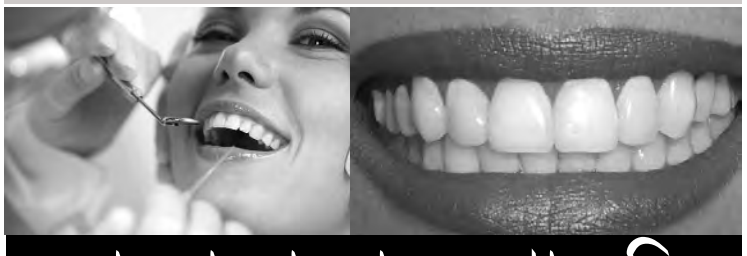

আমরা বাংলায় কথা বলি

Manager: Thomas Dulu Roy
2509. 36th Avenue
Astoria, Ny-11106
ph.718-433-0515

Meghna Travel
মেঘনা : স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ সাল থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
মেঘনা ট্রাভেলস্
IATA অনুমোদিত
বিশেষ সেল চলছে
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভে ১০০% কনফার্ম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহঃ ভিসা ও হোটেল সহ

ওমরাহ

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ নিন

Tel:718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

আলতাফ পারভেজ

৬ পৃষ্ঠার পর

আজ ট্রানজিট, করিডর, অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে ঢাকার যত কথা হয়, সবই নয়াদিল্লির সঙ্গে। বরাক কিংবা গোয়ালপাড়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, সহযোগিতা, যোগাযোগ দীর্ঘ মেয়াদে কিছু দাঁড়ায়নি। আগরতলার সঙ্গেও অল্পবিস্তর একই অবস্থা।

ঢাকা থেকে অনেকে কলকাতা বইমেলায় যান, কিন্তু সেখানে যে বিহারের বাংলাভাষীদের চমৎকার স্টল ছিল, তাদের ঢাকায় আনার চেষ্টা হয়নি। প্রতি রোকেয়া দিবসে পশ্চিমবঙ্গে যে 'জাতীয় বাংলা সম্মেলন' হচ্ছে, সে খবরও ঢাকার পত্রপত্রিকায় আসে না।

বাংলাভাষী গোয়ালপাড়া যে একদা আরেক বাংলাভাষী রংপুরের অংশ ছিল কিংবা বরাক যে একদা পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, সে-ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কম লোকই হৃদয়ের দরদ দিয়ে ভাবার সময় পান। সাংস্কৃতিক মৈত্রীর ঐতিহাসিক সূত্র সন্ধানের কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল এবং সুযোগও ঘটেছিল স্বাধীন দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের। তাঁদের উদাসীনতার দূরবর্তী ফল এ-ও যে ত্রিপুরা ও আসামে বাংলাভাষীরা বর্ণবাদী 'বিদেশি' তকমায় অপমানে ভোগে, মার খায়। করাচিতে ২০ লাখ বাংলাভাষী সেখানকার নাগরিকত্ব পেতে যে দশকের পর দশক আহাজারি করছে, তা-ও অজানা। জানাবোঝার এই ঘাটতি হতাশা ও দূরত্ব বাড়ায় বৈকি।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বাংলাভাষীরা যখন হিন্দির সঙ্গে অসমযুদ্ধে লড়ছে, বাংলাদেশের বাংলাভাষীদের হিন্দিপ্রীতি তাদের বিস্মিত করে তখন। একইভাবে পূর্ব ঝাড়খন্ড কিংবা বিহারের মুঙ্গেরের বাংলাভাষীরা চায়, ঢাকার একুশ তাদের কথাও ভাবুক। কিন্তু যোগাযোগটা পারস্পরিক হয়ে উঠছে না।

ভারতজুড়ে প্রায় আট ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলে। ঢাকা হাত বাড়ালে তারাসহ বাংলাভাষীদের বৃহৎ এক সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে উঠতে পারে। একুশের চেতনা তখন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে এসে নতুন তাৎপর্যে হাজির হতো। তার জন্য হয়তো একুশের ভেতর থেকে নতুন এক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের উত্থান জরুরি ছিল। কেবল সে রকম নেতৃত্বই মুদ্রিত ইতিহাসের আবেগ ও সীমান্ত থেকে একুশকে নতুন পরিসরে নিয়ে যেতে পারত। ভাষাসংগ্রামের গৌরব যার মধ্যে বৃহত্তর এক বৈশ্বিক জ্ঞানসমাজ গঠনের তাগিদ তৈরি করত, যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানও আরও দৃঢ়তা পেত।

ঢাকা হয়ে উঠতে পারত তখন ৩০ কোটি মুখের কল্লোলিনী এক ভাষার সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, যার সঙ্গে আত্মমর্যাদার সঙ্গে সহবাসী হতে পারে পুরো অঞ্চলের অন্য ভাষাভাষী ভূমিজরাও। বাংলাদেশ কবে তার ইতিহাসের ভেতর থেকে সেই সম্ভাবনা নিয়ে জেগে উঠবে? আর কবে?

আলতাফ পারভেজ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

আহমেত তে কুরু

সাময়িকভাবে টুইটারে প্রবেশের সুযোগ ব্লক করে দিয়ে এবং জনসমক্ষে এই ঘোষণা দিয়ে যে সমালোচনাগুলো তিনি এখন তাঁর 'নোটবুকে টুকে রাখছেন', পরে এর বিচার হবে–পরিস্থিতি সামলানোর পথ খুঁজছেন। কিন্তু এ পদক্ষেপ ও হুঁশিয়ারি প্রেসিডেন্টের প্রতি জনগণের ক্ষোভ সামান্যই থামানো যাচ্ছে।

২০০৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত এরদোয়ান স্বৈরশাসক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন। ভিন্নমতাবলম্বীদের সমালোচনা গ্রহণের চেয়ে তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেওয়াতেই তিনি মনোযোগী। সে কারণে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এরদোয়ানের রাজনৈতিক আচরণ এখন বদলানোর কোনো সুযোগ নেই।

সে জন্যই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তুরস্কের জাতীয় নির্বাচনে নতুন নেতৃত্বকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে ভবিষ্যতের ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য দেশকে ভালোভাবে প্রস্তুত করা যায়।

এরদোয়ান কি নির্বাচন বাতিল করবেন

ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যর্থতা জনমনে যে রোষের জন্ম দিয়েছে, তাতে আসন্ন নির্বাচনে তার প্রভাব কী পড়তে পারে, তা নিয়ে এরদোয়ানের দলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

একেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তুরস্কের আইনসভার সাবেক স্পিকার বুলেন্স আরিন্স এরই মধ্যে নির্বাচন এক বছর স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী কেবল যুদ্ধকালে নির্বাচন স্থগিত হতে পারে। তিনি বলেছেন, সংবিধান এমন কোনো 'পবিত্র' বিষয় নয় যে সেটা অগ্রাহ্য করা যাবে না।

এরদোয়ান এখন বড় ধরনের দ্বিধায় পড়েছেন। পরিকল্পনামাফিক আগামী জুন মাসে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁর হেরে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ভূমিকম্পের আগের জনমত জরিপ বলছে, তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন এরদোয়ান।

ভূমিকম্পের আগে থেকেই তুরস্ক বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ছয় মাস ধরে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৮০ শতাংশের বেশি ছাড়িয়েছে। এরদোয়ানের বিরুদ্ধে ছয়টি বিরোধী দল মিলে জোট করেছে। একেপি থেকে নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রীসহ এই জোটে যাঁরা একেপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরাও রয়েছেন।

এসব কারণে অসাংবিধানিক হলেও নির্বাচন স্থগিত করার ধারণা এরদোয়ানের কাছে গ্রহণযোগ্য পথ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বহুমুখী সমস্যা তৈরি হয়েছে, আগামী বছর সেটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা জানেন না এরদোয়ান। এ বিবেচনায় নির্বাচন স্থগিত করা ঝুঁকিপূর্ণ।

সামনের দিনগুলোয় এরদোয়ানের পক্ষে তার রাজনৈতিক আধিপত্য ধরা রাখা কঠিন। তাঁর ক্ষমতার মুঠি এরই মধ্যে আলগা হয়ে গেছে। সেটা ভূমিকম্পের আগে থেকেই।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

আহমেত তে কুরু স্যান দিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

প্রথমদিকে সে উদ্যোগ চোখেও পড়ে। পরবর্তী সময়ে তা ঝিমিয়ে পড়ে। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, সেটিও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।যদিও দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ আগে জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের ভাষাসংগ্রামের এত সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও সমাজ-রাষ্ট্রের সব পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচলন ও ব্যবহারে আজও আমরা পুরোপুরি সফল হতে পারিনি। এখনো অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় বিদেশি ভাষার ব্যবহার। আমরা জাতি হিসাবে আবেগতাড়িত হয়ে সবই আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি; কিন্তু এর সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে যেন এতটা আগ্রহবোধ করি না। যেখানে রাশিয়া, চীন ও জাপানের মতো দেশ তাদের মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে; শিল্প ও সাহিত্য চর্চাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা আমাদের দেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারছি না। অথচ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। তারপরও আমরা তা ব্যবহারে সর্বজনীন হতে পারছি না। বাংলা ভাষা চর্চা যেন এখন শুধু ফেব্রুয়ারি মাসকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমরা বাংলা ভাষাকে নিয়ে অসম্ভব রকম বাড়াবাড়ি করে থাকি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি শেষে সারা বছর যেন তা বেমালুম ভুলে যাই। ভাষা সত্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এর চর্চা বাড়ানোর জন্য, শুদ্ধভাবে ভাষাচর্চার জন্য, ভাষা বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আমাদের আরও অনেক বেশি আন্তরিক হওয়া উচিত।মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, যা ভাষা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেটি করা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন না। এজন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে শানিত করতে হবে, পরিভাষা-অভিধানসহ সম্ভাব্য সব উপকরণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে ভাষাচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং বিজাতীয় মনমানসিকতা থেকে বিনা প্রয়োজনে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের অপচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। যদি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু না হয় তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর আদর্শ, এর শিক্ষা অধরাই থেকে যাবে, যা কোনো আত্মতুষ্টির বিষয় হতে পারে না। আমাদের মাতৃভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক তথা কলম কারিগররা মাতৃভাষায় তাদের সুনিপুণ লেখনীর আঁচড়ে কাব্য, সাহিত্য ও বিভিন্ন মতবাদ রচনা করেছেন এবং যথাযথ সম্মানও পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী প্রাণপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এসে পুনরায় বাংলা ভাষায় কলম ধরে সফলকাম হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনের মহান অর্জন সমুন্নত রাখতে, মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে চির জাগরূক রাখতে নারী-পুরুষ, তরুণ-যুবক তথা সব বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সীমানা পেরিয়ে সমৃদ্ধির দ্বারে প্রবেশ করতে। আর আমাদের অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে একটি সমৃদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে, যাতে থাকবে না ধর্ম-বর্ণ-দল-মতের বিভেদ।

সোহরাব হাসান

করেনি। সরকার বলেছে, দেশে থেকেই তাঁকে চিকিৎসা করাতে হবে।

মাসখানেক আগে আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য যখন জাতীয় সংসদে বললেন, খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন না মর্মে মুচলেকা দিয়ে শাস্তি স্থগিত করিয়েছেন, তখন বিএনপির নেতারা জোরগলায় প্রতিবাদ জানালেন। আমরা ধরে নিয়েছিলাম সেই বিতর্ক সেখানেই শেষ হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো শেষ হয়েও হলো না শেষ।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আবার বিষয়টি সামনে এনেছেন। পাঠকের সুবিধার জন্য তাঁর পুরো বক্তব্যটি এখানে তুলে ধরছি।

১৯ ফেব্রুয়ারি, রোববার ঢাকায় নবনিযুক্ত সহকারী জজদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী 'অসুস্থতার গ্রাউন্ডে দুটি শর্তে তাঁকে (খালেদা জিয়া) মুক্ত করা হয়েছে। তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না বা রাজনীতি করা থেকে বন্ধ থাকতে হবে, এ রকম শর্ত সেটার (খালেদা জিয়ার মুক্তি চেয়ে করা আবেদন) মধ্যে ছিল না।'

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আরও বলেন, 'তিনি (খালেদা জিয়া) একজন স্বাধীন মানুষ, তিনি কী করবেন, সেটা আমার বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তাঁকে যখন (ফৌজদারি কার্যবিধি) ৪০১ ধারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অসুস্থ বলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেখানে লিখে রাখিনি তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না। আইনি প্রক্রিয়ায় যদি কার্যক্রমের কথাই বলি, তিনি নির্বাচন করতে পারবেন কি না, তাহলে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে যেতে হবে। ৬৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে, যদি নৈতিক স্খলনের দায়ে কেউ দুই বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাহলে তিনি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।'

তাহলে কি খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে পারবেন? এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, 'খালেদা জিয়ার মুক্তির সময় যে চিঠি লেখা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, ওনার শারীরিক অবস্থা এমন, সুচিকিৎসা না হলে তাঁর জীবন বিপন্ন হবে। আপনারাই বিচার করেন, যিনি অসুস্থ, তিনি কি রাজনীতি করতে পারেন? যদি আপনাদের (সাংবাদিকদের) বিবেচনায় মনে হয় তিনি রাজনীতি করতে পারেন, তাহলে আপনাদের বিবেচনা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি অসুস্থ, তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না, এটাই মনে হচ্ছে বেস্ট জাজমেন্ট।' (প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে এ নিয়ে টেলিফোনে কথা হয় মঙ্গলবার। তাঁরাও বলছেন, বিএনপি যখন নির্দলীয় সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে, তখন খালেদা জিয়ার প্রশ্নটি সামনে আনার উদ্দেশ্য বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা। এটা বিএনপির জন্য এক ধরনের টোপ। কেননা তাঁর প্রতি দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড আবেগ আছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই বক্তব্যের মাধ্যমে সরকার রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে। সরকারি দলের নেতারা বলবেন, সরকার তো খালেদা জিয়ার রাজনীতি করতে বাধা দিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত খালেদা জিয়ার আবেগ ব্যবহার করে বিএনপিকে নির্বাচনে নিয়ে আনার চেষ্টাও করবে সরকার। তৃতীয়ত খালেদা জিয়া যদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন, তখন সরকার দেখাতে চাইবে যে শর্তে সাজা স্থগিতের আবেদন করেছিলেন, সেই শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি এখন আর অসুস্থ নন। ফলে তাঁর শাস্তি স্থগিত রাখারও যুক্তি নেই। আর যদি বিএনপি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়ে ছাড় দেয় বা অনড় না থাকে, তখন শর্তের বিষয়টি শিথিলও করতে পারে।

বিএনপি যে আইনমন্ত্রীর বক্তব্যটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, সেটি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফের মন্তব্যেও টের পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আইনমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা হবে। আবার বিএনপির কোনো কোনো নেতা মনে করেন, নিজের মতো করে নির্বাচন করতে আওয়ামী লীগ অনেক টোপ দেবে। এটাও একটা টোপ হতে পারে।

আবদুল লতিফ মণ্ডল

শক্তিশালীকরণ, খ. দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ. ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ জমা প্রদান, ঘ. রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে ঘুস, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালো টাকা ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ। ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর সারিতেই রয়ে গেছে। নবম সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনি ইশতেহারে দলটি প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রেকর্ড মোটেই সন্তোষজনক নয়। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সংবিধান মানুষের জানমাল রক্ষার নিশ্চয়তা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিলেও বিভিন্নভাবে এগুলোর কার্যকারিতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ হচ্ছে না। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কারণে গণমাধ্যম কর্মী ও মুক্তচিন্তার মানুষ হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন।

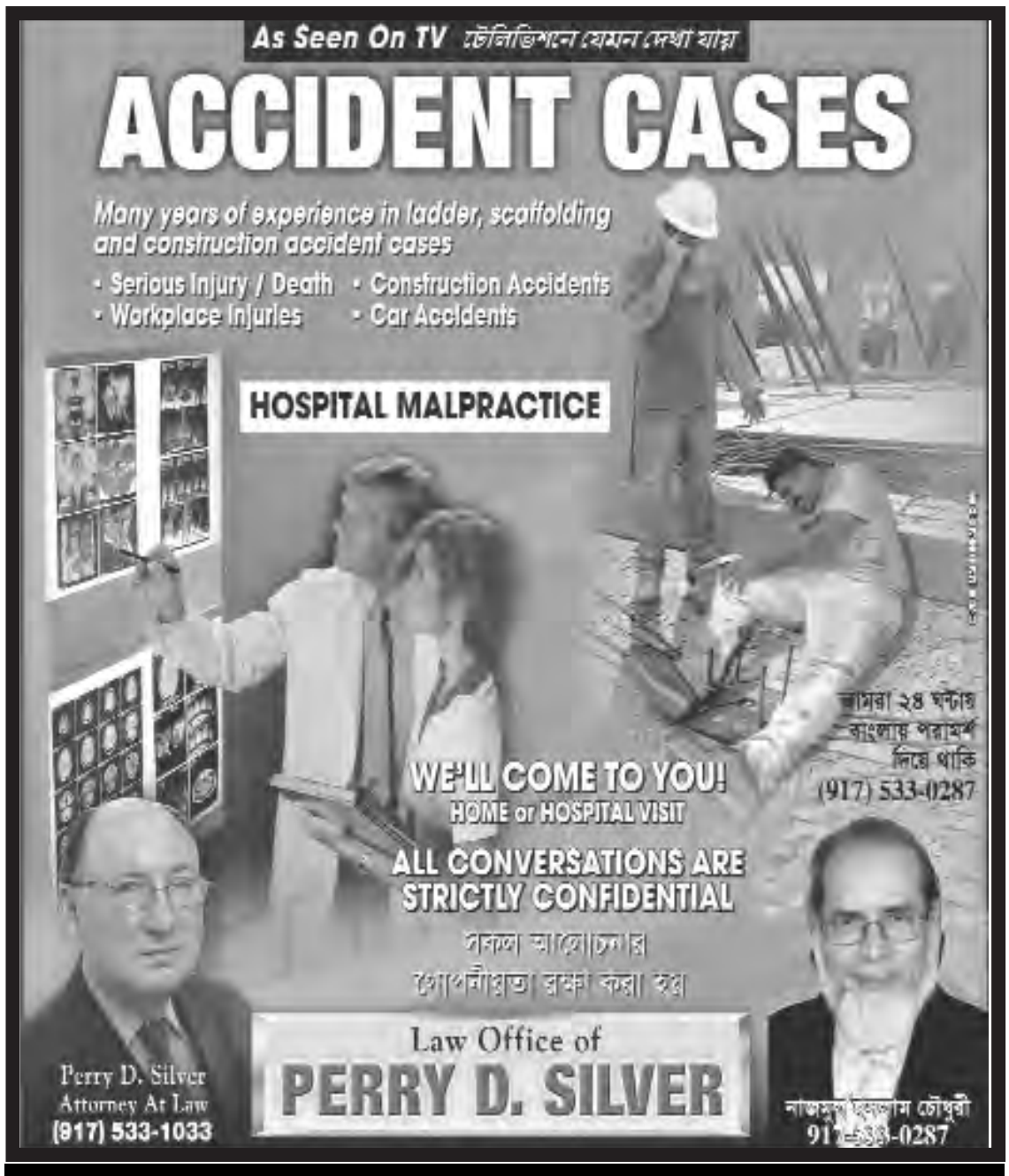

11 PARK PLACE, SUITE 1503
NEW YORK,NY-10007, Phone: 212-661-8400

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

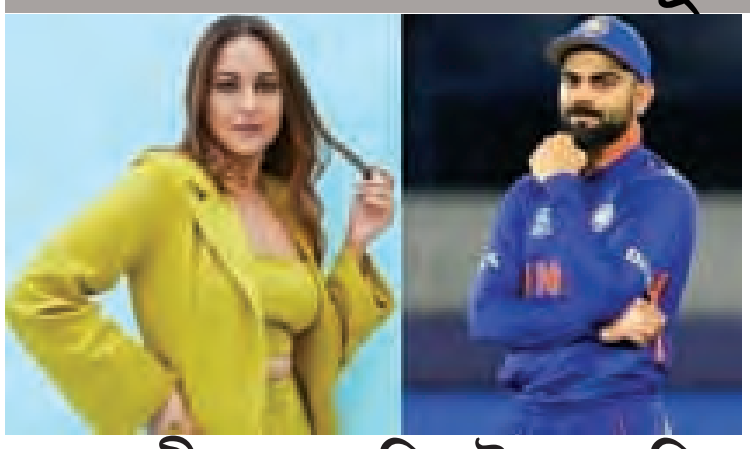

সোনাক্ষীর সঙ্গে বিরাট কোহলির নাচের ভিডিও ভাইরাল

মুম্বাইঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিয়েতে বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার সঙ্গে জমিয়ে নেচেছিলেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০১৬ সালের সেই পুরনো ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হয়েছে।

সোনাক্ষী ও শাহিদ কাপুরের রাজকুমার ছবির শাড়ি কা ফলস সা গানে নেচেছিলেন তারা। সোনাক্ষী ও কোহলি জুটির নাচ ভক্তদের হৃদয়ে ধরেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই জুটির প্রশংসা হচ্ছে।

মাঠ হোক বা মাঠের বাইরে বিরাট কোহলি সর্বদাই সুপারহিট ও সুপারফিট ?আনুশকা শর্মাকে বিয়ে করে বলিউডে নিজের উপস্থিতি ধরে রেখেছেন।

ভারতে এ মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গাভাসকার ও বর্ডার ট্রফি চলছে, আপাতত সিরিজে ভারত ২-০-তে এগিয়ে আছে ? আগামী ১ মার্চ থেকে ইনদোর ও ৯ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুরু হবে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ?

যে কারণে স্বামী বনিকে 'দুশ্চরিত্র' বললেন কৌশানি

মুম্বাইঃটালিউডে অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হচ্ছেন বনি সেনগুপ্ত ও কৌশানি মুখার্জি জুটি। তাদের দুজনের রসায়ন বেশ পরিচিত। একটু উনিশ-বিশ হলেও এখনো সম্পর্কটা টিকে আছে।

রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে' ছবির মাধ্যমে প্রথমবার বড়পর্দায় অভিষেক হয় কৌশানি মুখার্জির। তার বিপরীতে নায়ক ছিলেন বনি সেনগুপ্ত। শুটিং সেটেই দুজনের বন্ধুত্ব। এর পর সম্পর্কটা মোড় নেয় 'বিশেষ বন্ধু'তে।

এবার সেই বিশেষ বন্ধুকে (ভালোবাসার মানুষ) প্রকাশ্যে 'দুশ্চরিত্র' বললেন কৌশানি। তবে কি সম্পর্কটা ভেঙেই গেল? না, সম্পর্কটা ভাঙেনি বরং আরও মধুর হয়েছে। তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গেল শাশ্বত চ্যাটার্জির রিয়েলিটি শো 'অপুর সংসার'-এ।

সেখানেই তাদের প্রেম এবং সাবেক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়। কৌশানি বলেন, 'আমার প্রচুর প্রপোজাল এসেছিল। কিন্তু কাউকেই আমি অ্যাকসেপ্ট করিনি। খুঁজে খুঁজে হীরে বের করেছি। আর বনি? ও তো দুশ্চরিত্র।' কৌশানির মুখে এই কথা শুনে রীতিমতো চমকে গেছেন বনি। যদিও সবটাই নায়িকা বলেছিলেন মজার ছলে।

এ মুহূর্তে বনি-কৌশানি ব্যস্ত তাদের নতুন প্রযোজনা সংস্থার বিভিন্ন কাজ নিয়ে। সদ্য মুক্তি পেয়েছে তাদের প্রযোজিত প্রথম ছবি 'ডাল বাটি চুরমা'।

হিন্দি সিনেমা বাংলাদেশের হলে চালানো নিয়ে যা বললেন মিশা সওদাগর

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : হিন্দি সিনেমা বাংলাদেশের হলগুলোতে চালানোর বিষয়ে খলচরিত্রে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী মিশা সওদাগর বলেছেন, যেহেতু এখনও প্রধানমন্ত্রী বলেননি, তার মানে সেই জিনিসটা এখনও কোনোভাবেই পাস হয়নি। আর প্রত্যেকের ইচ্ছা থাকতেই পারে। আজকে আপনাদের কাছে আমার একটা ইচ্ছা. আঠারো কোটি মানুষের সংস্কৃতির সবচাইতে বেশি পছন্দের জায়গা হচ্ছে ক্রিকেট। আমাদের ক্রিকেট আজ পর্যন্ত আমরা এশিয়া কাপে কিছু করতে পারিনি, বিশ্বকাপে কিছু করতে পারি না বা বিশেষ কোনো টুর্নামেন্টে কিছু করতে পারি না. আম রিকোয়েস্ট করবো- যদি অনেকগুলো অনেকগুলো লোকের রিকোয়েস্টের জন্য যদি এই দেশে নিয়ম ভেঙে নতুন কিছু করা যায় তাহলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা বা সূর্যকুমার যাদব ও আরেকজন ভালো বোলারকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য আমদানি করে নিয়ে আসা হোক।

বুধবার যুগান্তরক দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের বাঙালি তো বরাবরই বাঙালি তো বরাবরই দেশের ঠাকুরের চাইতে বিদেশি কুকুরকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি ওটা ওন করি না. করবোও না।

মিশা বলেন, দেশের ভাষা বলতে শিখিয়েছে. এ দেশে একটা মানচিত্র দিয়েছেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের ভাষা দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের একটা সংস্কৃতি দিয়ে গেছেন। উনি একটা নিয়ম কানুন করে গেছেন। কাজেই আমি চাই এই ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে সম্মান জানিয়েই বলবো যে, যদি বিশেষ কয়েকটা মানুষের জন্য যদি আমাদের যদি ফিল্ম একটা অংশ হয়ে থাকে কয়েকটা হলের জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে ক্রিকেট অনেক বড় অবদান আমাদের জাতির জন্য। আমাদের বাংলা ছবি এমন কিছু করে না আমাদেরকে. আমাদের আট দশ নাম্বারে আমরা আছি বিশ্বের মধ্যে। ফিল্মে আমরা আট দশ নাম্বারই নেই এবং ক্রিকেট আমরা সবাই মিলে প্লিজ তাহলে আমার কথা হচ্ছে যদি কোন নিয়ম ভাঙায় যাবে কিছু করা যায় আপনারা রপ্তানি করা যায় তাহলে বিরাট কোহলি রোহিত শর্মা এবং সূর্য কুমার যাদব আমাদের দেশে আসুক!

বুদ্ধি থাকলে রাজিবের সঙ্গে প্রেম করতাম না: প্রভা

ঢাকা ডেস্ক,২০১০ সালের ১৬ এপ্রিল দীর্ঘদিনের প্রেমিক রাজিব হাসানের সঙ্গে বাগদান হয়েছিল ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভার। ওই বছরেরই ১৯ আগস্ট শুটিং সেট থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বকে।

তাদের বিয়ের পর রাজিবের সঙ্গে প্রভার ব্যক্তিগত মুহূর্তের কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রাজিবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে অপূর্বের সঙ্গে বিয়েবিচ্ছেদ হয় প্রভার। এরপর দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে চলে যান তিনি। রাজিবের সঙ্গে আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে এতদিন কোনো কথা না বললেও এবার মুখ খুললেন প্রভা। নিজের ফেরিভায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বিষয়গুলো কিছু তথ্য শেয়ার করেছেন তিনি। প্রভা লিখেছেন- 'আমি কোনো প্রতারণা করি নাই! আমি চুপ করে থাকি বলে এই না যে, আপনারা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই বানিয়ে বলবেন। আমার শুধু মনে হচ্ছিল আপনাদের কাছে প্রমাণ করে কী লাভ; ওপরে যিনি আছেন, যার কাছে যাব, যিনি বিচারকারী তিনি জানলেই তো হয়।

'বিয়ের আগেই সম্পর্ক করে যে গুনাহ আমি করেছি সেই গুনাহর জন্য জনতার কাছে আমি প্রতিনিয়ত মাফ চাচ্ছি মাফ চাইব! কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব আপনাদের কাছ থেকে অনেক সওয়াব কামাবো! কারণ আপনারা না জেনে আমাকে গালি দেন। না বুঝে আমাকে একতরফা প্রতারক বানিয়ে দিয়েছেন।'

তিনি লেখেন- 'শোনেন্.. প্রথমত আমি রাজিবকে সব জানিয়ে বিয়ের কথা শুরু হয়। কারণ বিয়ের নয় দশ মাস আমার সঙ্গে রাজিবের ব্রেকআপ থাকে, আমাদের সেই আট বছরের সম্পর্কের অলমোস্ট ৫-৬ বছরই ব্রেকআপ থাকতো। রাজিব আমাকে কখনই সম্পর্ক থেকে বের হতে দিত না। এটা ওর সাইকোলজিকাল সমস্যা ছিল। ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলে ও! কারণ ওর বাবা ওর মাকে ছেড়ে খুব ছোটবেলায় অন্য এক নারীকে বিয়ে করেছিল। তাই হয়ত ওর মনের মধ্যে ওই জেদ ছিল যে, ওকে ছেড়ে কেউ যেতে পারবে না! আর তাই এই আমাকে বিভিন্নভাবে কনভেন্স করে পার্সোনাল কিছু মুহূর্তের চিত্র ধারণ করে রাখে। যাই হোক সেটা যদি আপনারা সাইবার ক্রাইমের বিভিন্ন গল্প পড়ে থাকেন যে, কেমন করে ছেলেরা মেয়েদেরকে কনভেন্স করে, তাহলে আরও ক্লিয়ারলি জানতে পারবেন।'

'আমি রাজিবকে অনেকবার ছেড়ে যেতে চেয়েছি। আমাদের ব্রেকআপ হয়েছে, ব্রেকআপের পরে আমার অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেই বিয়ে আমি করিনি। রাজিব পড়াশোনা করত না। আমি তাকে চিনি যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। কিন্তু আমি যখন অনার্স থার্ড সেমিস্টার, তখন পর্যন্ত সে অনার্স ফার্স্ট সেমিস্টার। কেন জানেন, কারণ সে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতো! কিন্তু বারবার রেজাল্ট খারাপ করতো, ইউনিভার্সিটি তাকে বের করে দিত আবার অন্য ইউনিভার্সিটিতে টাকা দিয়ে ভর্তি হতো।

'ও আরেকটা কথা রাজিব কিন্তু কোনো ইনকাম করত না। রাজিবের বাবার টাকা ছিল। কিন্তু রাজিবের সঙ্গে আমার আরেকটা সমস্যা ছিল সেটা হলো যে, রাজিব কোনো কিছু ইনকাম করতে চাইত না! ওর কথা, আমার বাবার এত আছে আমার কেন ইনকাম করতে হবে। এই জিনিস নিয়ে আমাদের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব হতো। সবচেয়ে বেশি হতো পড়াশোনা নিয়ে। এই সব জিনিস নিয়ে আমাদের প্রচুর ব্রেকআপ হয়েছে!'

তিনি লিখেছেন- 'যাইহোক ওই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, আংটি বদল হয়েছিল কিন্তু সে আংটি বদলের আট মাস আগে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওই যে বললাম, আমাদের আট বছরের সম্পর্কের ব্রেকআপই থাকত অনেক। তো বিয়ের কথা শুরু হওয়ার সময় আমি রাজিবকে জানিয়ে দেই বিগত এতগুলো মাস আমার কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, আমি সেই ছেলে, তার সঙ্গে আমার ভালোলাগা আছে; কিন্তু এটা হবার না, হবে না বুঝেই গেছি- এরকম কথাগুলো আমি তার সঙ্গে ক্লিয়ার করে নিয়েছিলাম। আমার তখন বয়স ছিল ২২, মাথায় বুদ্ধি ছিল না। থাকলে তো সবার আগে রাজিবের সঙ্গে প্রেম করতাম না।'

রাখির সবটাই লোকদেখানো?

মুম্বাইঃ দীর্ঘ প্রেমের পর চুপি চুপি বিয়ে করেছেন আদিল দুরানিকে। আদিলের সঙ্গে বিয়ের পর ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের নামও পরিবর্তন করেছেন রাখি। নিজের নাম বদলে রাখেন ফাতিমা।

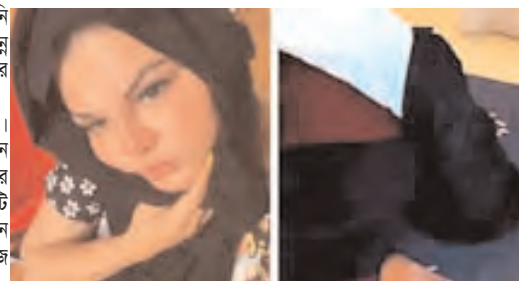

যদিও এ বিয়ে টেকেনি রাখির।আদিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। এ নিয়ে অনেক জলঘোলা হচ্ছে। তবু ইসলাম ধর্মের আচার মানছেন রাখি। সম্প্রতি রাখি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায়, হিজাব পরে নামাজ পড়ছেন এ অভিনেত্রী।

হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়ছেন রাখি। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। বিপত্তি অন্য কারণে। তার আঙুলের নেলপলিশ দেখেই আপত্তি জানান কেউ কেউ। মুসলমানরা নামাজ পড়ার সময় এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। এটিই ধর্মীয় নিয়ম। কিন্তু সেটিই ভঙ্গ করেছেন রাখি। তা দেখে ক্ষুব্ধ অনেকে।

তাদের কারও মতে, নামাজ পড়ার আদবকায়দা না জানলে পড়ার কী প্রয়োজন? কেউ লিখেছেন– রাখির আসলে সবটাই লোকদেখানো। কেউ বলেছেন, 'আসলে ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ও।'

স্বামী আদিলের বিরুদ্ধে প্রতারণা, পারিবারিক সহিংসতার একাধিক অভিযোগ এনেছেন রাখি সাওয়ান্ত। ভারতের ওশিয়ারা পুলিশ স্টেশনে একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করার পর ৭ ফেব্রুয়ারি আদিলকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে কারাগারে আছেন রাখির স্বামী।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant
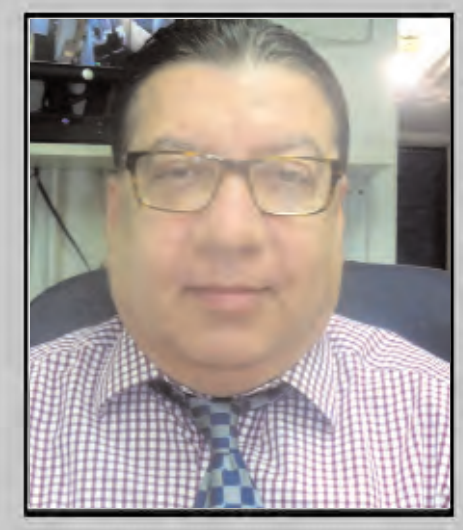
We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

150-28 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মেসির বার্সেলোনায় ফেরার গুঞ্জন, যা বললেন কোচ জাভি

ঢাকা ডেস্ক, পিএসজির সঙ্গে নতুন করে চুক্তি না করায় গুঞ্জন রয়েছে বার্সেলোনায় আবারও দেখা যেতে পারে আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে। এবার এ বিষয় মুখ খুললেন বার্সেলোনার কোচ ও মেসির এক সময়ের সতীর্থ জাভি।

তিনি জানান, মেসির জন্য বার্সার দরজা সবসময় খোলা আছে। বিশ্বকাপজয়ী এ ফুটবলার চাইলেই আবারও ফিরতে পারবেন স্প্যানিশ ক্লাবটিতে।

শৈশবকাল থেকে ক্যারিয়ারের সেরা সময়টুকু বার্সেলোনাতেই কাটিয়েছেন লিওনেল মেসি। ক্যারিয়ারের শেষপ্রান্তে এসে যোগ দেন ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। ২০২১ সালে বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যার জন্য ক্লাব ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। এর পরই নিজের নতুন ঠিকানা খোঁজে নেন এ তারকা ফুটবলার।

অনেকেই মনে করেন, বার্সেলোনা ছাড়লেও এখনো ক্লাবটির মায়াত্যাগ করতে পারেননি তিনি।

বার্সেলোনার কোচ জাভি জানান, মেসি বার্সেলোনায় ফিরলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। স্প্যানিশ এ ক্লাবটিই মেসির আসল ঠিকানা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বার্সা কোচ বলেন, 'আমি ইতোমধ্যে বলেছি– মেসির আসল ঠিকানাই হলো বার্সেলোনা। ক্লাবটির দরজা তার জন্য সবসময় খোলা আছে। সে একজন ভালো বন্ধু এবং আমরা সবসময়ই যোগাযোগ রাখছি। ভবিষ্যতে সে কোথায় যেতে চায় সেটি তার ওপরই নির্ভর করছে। বার্সেলোনাই মেসির বাড়ি, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'

পিএসএলে রিজওয়ানের 'প্রথম' সেঞ্চুরি

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চলতি পিএসএলে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন রিজওয়ান।এ পর্যন্ত ৫ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে করে ১৪৪.২৯ স্ট্রাইক রেট ও ১০৯.৬৬ গড়ে সর্বোচ্চ ৩২৯ রান তার।

একটি সেঞ্চুরির সঙ্গে নামের পাশে আছে তিন ফিফটি।স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার তিন অঙ্কের উষ্ণ ছোঁয়া পেলেন রিজওয়ান।

২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লাহোরে ৬৪ বলে ৭ ছক্কা ও ৬ চারে ১০৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।

করাচির বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে ধীরলয়ে শুরু করেন রিজওয়ান। একটা সময় তার রান ছিল ১৭ বলে ১৬, চার ছিল কেবল একটি। এরপর রানের গতিতে কিছুটা দম দেন তিনি। ৫ চারে ৪২ বলে স্পর্শ করেন ফিফটি।

পঞ্চাশের পর আরও মারমুখী হয়ে ওঠেন রিজওয়ান। শোয়েব মালিককে টানা মারেন দুই চার। মোহাম্মদ উমরকে ওড়ান ছক্কায়। পরে আমির ইয়ামিনকে পরপর দুই চার মেরে আশির ঘরে পৌঁছে যান তিনি।

র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি মিরাজ-তাইজুলের

ঢাকা ডেস্ক, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সদ্য ঘোষিত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হয়েছে জাতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ ও তাইজুল ইসলামের।

বুধবার ক্রিকেটারদের সাপ্তাহিক র‍্যাংকিং প্রকাশ করে আইসিসি। আইসিসির শীর্ষ বোলারদের তালিকায় এগিয়েছেন মিরাজ ও তাইজুল। একধাপ করে এগিয়েছেন বাংলাদেশের এই দুই স্পিনার। ২৬ থেকে ২৫-এ এসেছেন মিরাজ। আর তাইজুল ২৫ থেকে ২৪-এ উঠে এসেছেন। ২৮ নম্বরেই আছেন সাকিব আল হাসান।

অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে সেরা তিনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক ও দুইয়ে আছেন দুই ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দুই ভারতীয় স্পিনিং অলরাউন্ডার চলমান বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছেন। আর তিনে আছেন সাকিব।

প্যাট কামিন্সকে টপকে শীর্ষ বোলার এখন জেমস অ্যান্ডারসন। কদিন আগে শেষ হওয়া বে ওভালের মাউন্ট ম্যাঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত বোলিং করেন তিনি। মাউন্ট ম্যাঙ্গানুই টেস্টে ৭.৭১ গড়ে নিয়েছেন ৭ উইকেট।

শীর্ষে উঠে রেকর্ড গড়েছেন অ্যান্ডারসন। ৪০ বছর ২০৭ দিন বয়সে সাদা পোশাকে শীর্ষ বোলার হয়েছেন ইংলিশ এই পেসার।

অ্যান্ডারসনের আগে এমন রেকর্ড হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার লেগস্পিনার ক্লারি গ্রিমেট ৪৪ বছর ২ মাস বয়সে শীর্ষ বোলার হয়েছিলেন টেস্টে। তাছাড়া স্টুয়ার্ট ব্রডের সঙ্গে জুটি বেঁধে রেকর্ডও গড়েন অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন-ব্রড জুটি ১৩৩ টেস্ট খেলে নিয়েছেন ১০০৯ উইকেট। দুইয়ে থাকা গ্লেন ম্যাকগ্রা-শেন ওয়ার্ন জুটি ১০৪ টেস্টে ১০০১ উইকেট নিয়েছেন।

'মিসাইল না থাকলে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে'

ঢাকা, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। শ্রীলঙ্কান কোচের অধীনেই যে বড় পরিবর্তন এসেছিল সাকিব-মুশফিকদের। দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব নিয়ে টাইগার ক্রিকেটকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন হাথুরুসিংহে। বলেছেন, বাংলাদেশকে নিয়ে বড় পরিসরে ভাবছেন তিনি। প্রায় তিন বছর টাইগারদের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। এনে দিয়েছেন অনেক সাফল্য। দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ ক্রিকেটের দায়িত্ব নিয়ে গতকাল প্রথমবারের মতো সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন হাথুরুসিংহে। সেখানে দলের সম্ভাবনা এবং নিজের পরিকল্পনা ও সামর্থ্য নিয়ে বিস্তর আলাপ করেন এই শ্রীলঙ্কান কোচ। তিনি বলেন, 'যখন এই চাকরি নেয়ার ব্যাপারে ভেবেছি, বড় পরিসরে ভেবে এসেছি। শেষবার যখন বাংলাদেশে এসেছিলাম, অনেকের সঙ্গে নিজেকেও দেখাতে হতো- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারবো।

জানতাম না কোথায় এসে পড়েছি। এবার জানি- বাংলাদেশের ক্রিকেট কীভাবে কাজ করে, এখন আমি নিজের ব্যাপারেও জানি অনেক। এখন অনেক বেশি অভিজ্ঞও। আমি অনেক সম্ভাবনা দেখছি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য দেশের কোচদের উন্নতির ব্যাপারেও। ডেভিড মুর এসেছে, সে আমাকে সাহায্য করবে। পরের প্রজন্মকে সামনে আনতে বোর্ডের সঙ্গে কাজ করবো। আমার মূল লক্ষ্য অবশ্যই বাংলাদেশকে ম্যাচ জেতানো। কিন্তু একই সঙ্গে কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই, কিছু রেখে যেতে চাই।' অর্জনের তালিকাটা আরও লম্বা করতে হাথুরুসিংহে সোমবার ঢাকা এসে রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে পরদিনই ছুটে যান মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। দেখা করেন ক্রিকেটারদের সঙ্গে। গতকাল তিনি বলেন, 'ঘরের মাঠের সুবিধা বলতে কি বোঝায়? যখন আমরা নিউজিল্যান্ডে যাই, কী ধরনের উইকেটে খেলি? ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া কী করে তাদের মাঠে? ভারত এখন ঘরের মাঠে কী করছে? দেশের বাইরে গেলে আমাদের যা আছে, তা দিয়েই পরিস্থিতি সামলাতে হবে।

যদি মিসাইল না থাকে, তাহলে আপনি কীভাবে লড়াই করবেন? আমাদের তো গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে, তাই না? ওদের আমাদের ঘরে আসতে দাও, আমরা ছোট ছোট অস্ত্র দিয়ে লড়বো। যদি আমাদের অস্ত্র না থাকে, তাহলে তো আমরা কিছু করতে পারবো না। আমরা শুধু খেলোয়াড়দের গড়ে তুলতে পারি।' সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশের মাটিতে টাইগারদের সাফল্য পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে হাথুরুসিংহে বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ওরা ভালো করেছে। নিউজিল্যান্ডেও ভালো খেলেছে। আমরা একটু আগে উদীয়মান ফাস্ট বোলারদের নিয়ে আলোচনা করলাম। ইবাদতের কথা মনে আছে। আমার প্রথম নিউজিল্যান্ড সফরে সে ছিল উঠতি খেলোয়াড়, শান্তও। এখন ওরাই ভালো করছে। সুতরাং এটা করতে সময় লাগে। সব দেশ তাই করে। আমাদের ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে হবে। আমাদের নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে হবে।' ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝপথেই নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হাথুরুসিংহে। এরপর বিসিবি সভাপতি নাজমুল হোসেন পাপন বলেছিলেন, সে সফরে টেস্ট সিরিজ থেকে ছুটি নেয়া সাকিবের নিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন হাথুরুসিংহে। দলের ক্রিকেটারদের মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন ছিল তার। দ্বিতীয় দফা দায়িত্ব নেয়ার পর গতকাল হাথুরুসিংহে বলেন, 'এটা তো আমার কাছে একেবারেই নতুন খবর। আমি তো এমন কিছু বলিনি। একদমই সমস্যা নেই। আমি সবার সঙ্গে কথা বলেছি। সবার নজর এখন দলের ভালোর দিকে। প্রথমবারও কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইনি। আমার চ্যালেঞ্জ ছিল দলের ভালোর দিকে সবার নজর রাখা।' হাথুরুসিংহে বলেন, 'ওরা ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ভালো করছে। আশা করি সেটাই করে যাবে। যতদিন খেলবে, দলে থাকবে। আমার মনে হয় না তাদের ভূমিকা বদলেছে। তারা বিশ্বমানের খেলোয়াড়। আমার মনে হয় তারা নিজেদের ভূমিকাটা জানে।' দ্বিতীয় দফা দায়িত্বে কোচ হাথুরুসিংহের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ। ওয়ানডে লড়াই দিয়ে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শুরু হবে আগামী ১লা মার্চ।

'এ সিদ্ধান্ত নিতে কোচের চেয়ে অধিনায়কের ভূমিকা বেশি'

ঢাকা ডেস্ক, ১ মার্চ থেকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এরপর হবে সমান ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ইংলিশদের বিপক্ষে হোম সিরিজে উইকেট কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। এ ব্যাপারে বুধবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, ইংল্যান্ড ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির চ্যাম্পিয়ন দল। তারা যেকোনো কন্ডিশনে খেলতে প্রস্তুত। স্পিন বলেন আর পেস বলেন তারা সব উইকেটে শক্তিশালী।

পাপন আরও বলেন, আমার মনে হয় সাম্প্রতিক সময়ে যে ধরনের উইকেটে খেলে আসছি, ইংল্যান্ড সিরিজেও তেমনই হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের সঙ্গে যে উইকেটে খেলেছি তেমন হতে পারে।

বিসিবি সভাপতি জানান, উইকেট হবে অধিনায়ক ও কোচের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তিনি বলেছেন, এ সিদ্ধান্ত নিতে কোচের চেয়ে অধিনায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বেশি। দল দেওয়ার পর কোচের সঙ্গে কথা বলে উইকেটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানায় অধিনায়ক। আমরা অস্বাভাবিক কোনো উইকেটে খেলব না। যেমন উইকেটে খেলে এসেছি, তেমনই হবে।

সহকারী কোচ হিসেবে দেশিদের চায় বিসিবি

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ২০১৪ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে কোচের দায়িত্বে ছিলেন হাথুরুসিংহে। তার সময়ে অভাবনীয় ও স্মরণীয় কিছু সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ দল। যে কারণে তাকে দ্বিতীয় দফায় নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

এবার হাথুরুসিংহের সহকারী কোচ হিসেবে দেশীয় কোচদের নিয়োগ দিতে চায় বিসিবি। সেজন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। এ ব্যাপারে বুধবার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, আমরা সহকারী কোচের জন্য আজ বিজ্ঞাপন দিয়েছি। আশা করছি দেশি ও বিদেশি যারা আগ্রহী, সবাই আবেদন করবেন। আমরা এটাই চাই। এই পজিশনে হলে তো হলোই। না হলেও আমরা অন্য জায়গায় সুযোগ করে দেব।

পাপন আরও বলেন, সাধারণত কোচ এলে আমার সঙ্গে দেখা হয়। সেটা হোটেলে কিংবা আমার বাসায়। আজ এখানে এলাম। কারণ বাকিদেরও এখানে পাব সেজন্য। আর কোচের সঙ্গে আলাপ হয়নি। কারণ সে মাত্র এসেছে। সেজন্য আমি তেমন কিছু জিজ্ঞেস করিনি; কিন্তু নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সে অনেকটা ধারণা নিয়ে এসেছে। কে কতবার কিভাবে আউট হয়েছে, সেটা নিয়েও নাকি কথা বলছিল সে।

www.jonmobhumi.com

রান্নাবান্না

নানা স্বাদের শীতের পিঠা

প্রকৃতিতে এখন শীতকাল চলছে। আর শীত মানেই পিঠা খাওয়ার মৌসুম। গ্রামের মতো ঘরে ঘরে পিঠা তৈরি না হলেও আজকাল শীতের শুরু থেকেই নগরের অলিতে গলিতে ভিড় করেন পিঠা বিক্রেতারা।চিতাই, ভাপাসহ নানা ধরনের শীতের পিঠা পাওয়া যায় সেইসব দোকানে। কিন্তু বাড়ির তৈরি পিঠার মজাই আলাদা। চেষ্টা করলে ঘরেই বানাতে পারেন শীতের নানা স্বাদের পিঠা।

পাটিসাপটা :

পাটিসাপটা পিঠার জন্য প্রথমে ক্ষীরসা বানাতে হয়। এজন্য প্রয়োজন ১ লিটার দুধ, খেজুরের গুড় কিংবা চিনি পরিমাণমতো, ২ চামচ সুজি,নারিকেল বাটা বা কুড়ানো ৩ থেকে ৪ চামচ।

প্রস্তুত প্রনালী : একটি কড়াই বা প্যানে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হবে। এরপর সুজি, খেজুরের গুড় বা চিনি, নারিকেল বাটা বা কুড়ানো একসঙ্গে দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হবে।ক্ষীরসা অনেক ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে রাখতে হবে।

এবার চালের গুড়া বা আটা নিয়ে তাতে ময়দা মেশান। এরপর গরম পানি দিয়ে খুব ভালভাবে মেশান। গোলা যেন খুব পাতলা বা ভারী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। এখন একটি ফ্রাইপ্যানে তেল দিন। তেল গরম হওয়ার পর তাতে আটার মিশ্রণ দিন পরিমাণ মত,রুটির আকৃতি তৈরি করুন।

এবার রুটিতে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ক্ষীরসা দিন। চামচ কিংবা হাতের সাহায্যে পুরো রুটিতে ক্ষীরসা মিশিয়ে নিন। তারপর একই রকম সাইজে মোড়াতে থাকুন।ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার পাটিসাপটা পিঠা।

ভাপা পিঠা

উপকরণ : চালের গুঁড়া ১ কেজি, নারিকেল ১ টা (কোরানো), গুড় কুচানো (২৫০ গ্রাম), সামান্য, পানি পরিমাণ মতো।

যেভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে চালের গুঁড়া, লবণ ও অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মিশ্রণটি যেন ঝরঝরে থাকে সেটা খেয়াল রাখুন। এবার এই চালের গুঁড়া চালনিতে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চালতে হবে। কোরানো নারিকেলের অর্ধেকটা চেলে নেওয়া চালের গুঁড়ার সঙ্গে মাখতে হবে। এবার হাঁড়ির অর্ধেকটা পানিতে ভরে জ্বাল দিয়ে পানি ফুটে ভাপ ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এখন পিঠার জন্য ছোট বাটি নিন। বাড়িতে থাকা স্টিলের ছোট বাটি কিংবা দোকান থেকে কেনা মাটির পাত্রও ব্যবহার করতে পারেন। এবার বাটিতে এক ফোটা তেল মেখে কিছু মাখানো চালের গুঁড়া দিয়ে তার ওপর গুঁড় ছিটিয়ে দিন। এখন তার ওপর আবার চালের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আলতো হাতে চেপে সমান করে ভাপা পিঠার আকার তৈরি করে নিতে হবে। বাটিটা ভেজা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে গরম পানির হাঁড়ির উপর উপুড় করে বসিয়ে দিতে হবে।

এবার বাটিটা আস্তে করে সরিয়ে নিতে হবে। খেয়াল করতে হবে যেন পিঠা ভেঙ্গে না যায়। ৫ থেকে ৭ মিনিট ভাপে সেদ্ধ হলে ঢাকনা সরিয়ে দেখে নিন পিঠা নরম হয়েছে কিনা। নরম হলে নামিয়ে নিন।

দুধ চিতই পিঠা

উপকরণ: চালের গুঁড়া ২ কাপ, ময়দা আধা কাপ, আখের গুড় ১ কাপ, চিনি আধা কাপ, ঘন দুধ ২ লিটার, লবণ সামান্য।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে গুড়, চিনি এবং দুধ দিয়ে ভালো করে জ্বাল দিয়ে ঘন করতে হবে। এরপর চালের গুঁড়ার সঙ্গে লবণ ও পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে মোটামুটি পাতলা ডো তৈরি করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। এরপর পিঠার ডো দিয়ে একটা একটা করে পিঠা তৈরি করতে হবে। পিঠা তৈরি হয়ে গেলে দুধের মিশ্রণে ভিজিয়ে চুলায় দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হবে। এরপর ঠান্ডা করতে হবে। সারারাত রেখে দিলে পিঠা নরম তুলতুলে হবে।

ফ্রাইড প্রন

উপকরণ :মাঝারি চিংড়ি ১২টি, ময়দার মিশ্রণ।

ময়দার মিশ্রণ :১ কাপ ময়দা, ১/২ কাপ পানি, লবণ স্বাদমতো, ভিনেগার ২ টেবিল চামচ, সব একসঙ্গে মি করে বেটার তৈরি করুন।

প্রণালি :একটি একটি করে চিংড়ি বেটারে ডুবিয়ে গরম তেলে বাদামি করে ভাজুন।

প্রন চপ উইথ অরেঞ্জ সালাদ

উপকরণ :ছোট চিংড়ি খোসা ছাড়া হাতে চটকানো ১ কাপ, ময়দা ১/২ কাপ, মরিচ কুচি ১টি, ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি :সব উপকরণ একসঙ্গে মি করে পছন্দমতো আকার দিয়ে তেলে ভাজুন।

অরেঞ্জ সালাদ :৩টি কমলার কোয়া, চিনি ও লেবুর রস ১ টেবিল চামচ করে মি করলে সালাদ তৈরি।

প্রন বাসমতী

উপকরণ :বাসমতী চাল ২ কাপ, ৫টি রসুন গ্রেট করা, ছোট চিংড়ি ১ কাপ, কাঁচামরিচ গোটা ৫টি, লবণ স্বাদমতো, পানি মধ্যমা আঙুলের ১ দাগ।

প্রণালি :৩ টেবিল চামচ তেল গরম করে রসুন ভেজে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে ভাত রান্না করুন।

মজাদার স্যুপ

এগ ড্রপ স্যুপ

যা লাগবে : মুরগির স্টক ছয় কাপ, স্যুপ পাউডার দুই প্যাকেট, কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ, লেটুসপাতা কুচি দুই টেবিল চামচ, পালংশাক কুচি দুই টেবিল চামচ, সেদ্ধ মুরগি কুচি আধাকাপ, ডিম দুটি, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, সয়াসস্ এক টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে মুরগির স্টক জ্বাল দিন। ডিম বিট করে আলাদা রেখে সব উপকরণ দিয়ে নেড়ে দশ মিনিট রান্না করুন। ডিম হাঁড়িতে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। এক কাপ ঠাণ্ডা পানিতে স্যুপ পাউডার ও কর্নফ্লাওয়ার গুলে হাঁড়িতে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে সয়াসস্ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিকেন বল স্যুপ

যা লাগবে : স্যুপ পাউডার এক প্যাকেট, মুরগির মাংস বাটা এক কাপ, মুরগির স্টক চার কাপ, গোলমরিচ গুঁড়া দুই চা-চামচ, আদা-রসুন বাটা আধা চা-চামচ, কাঁচামরিচ বাটা তিন/চারটি, কাঁচামরিচ ফালি তিন/চারটি, থাই বা লেমন গ্রাস দুই/তিন টুকরা, লাল-সবুজ-হলুদ ক্যাপসিকাম কিউব আধাকাপ, গাজার-পেঁয়াজকলি কুচি দুই টেবিল চামচ, টেক্সিং সল্ট সামান্য, কর্নফ্লাওয়ার দুই টেবিল চামচ, মাখন বা ঘি দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : একটি পাত্র মাংসবাটা আদা-রসুন এক চা-চামচ, গোলমরিচ কাঁচামরিচ বাটা, লবণ, কর্নফ্লাওয়ার সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে মাখন বা ঘিয়ে হাল্কা ভেজে নিন। হাঁড়িতে স্টক, স্যুপ পাউডার, লেমন গ্রাস, কাঁচামরিচ, টেক্সিং সল্ট, লবণ দিয়ে মৃদু আঁচে জ্বাল দিন। পানি ফুটে এলে বল, ক্যাপসিকাম, গাজর, পেঁয়াজকলি দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করুন। এবার ডিম ফেটে অল্প অল্প করে দিয়ে ক্রমাগতভাবে নাড়তে থাকুন। দু'মিনিট পর গোলমরিচ গুঁড়া ছিটিয়ে সস্ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রেড অ্যান্ড গ্রিন পুডিং

যা লাগবে : দুধ দেড় লিটার, ডিম আটটি, চিনি দেড় কাপ, কাজুবাদাম দুই টেবিল চামচ, লাল ও সবুজ রং ইচ্ছামতো, ঘি সামান্য, এলাচ ও দারুচিনি চারটি।

যেভাবে করবেন : দুধে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে জ্বাল করুন। চিনি ও ডিম ফেটে নিতে হবে। এবার দুধের গায়ে ডিমের মিশ্রণ মিশিয়ে বাদাম বাটা দিয়ে মিলিয়ে দুই ভাগ করে দুই রকম রঙ মেশাতে হবে। বাটিতে ঘি লাগিয়ে প্রথমে সবুজ রঙের মিশ্রণ ঢেলে ২০ মিনিট ভাপে রাখুন। এবার লাল রঙের মিশ্রণ ঢালুন। পুডিং জমে গেলে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করতে হবে।

মোরগ পোলাও উইথ ক্যাপসিকাম

যা লাগবে : চিনিগুঁড়া চাল এক কেজি, মুরগি দুটো, লাল ও সবুজ ক্যাপসিকাম দুটো, ঘি এক কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা এক কাপ, টকদই আধা কাপ, ঘন দুধ এক কাপ, টমেটো সস্ আধা কাপ, তেল এক কাপ, কাজুবাদাম আধাকাপ, পোস্তবাটা দুই টেবিল চামচ, কিশমিশ এক টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়া এক চা-চামচ, কাঁচামরিচ কয়েকটি, আদাবাটা এক চা-চামচ, রসুনবাটা এক চা-চামচ, পেঁয়াজ আধাকাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, শুকনা মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মটরশুঁটি ইচ্ছামতো। বিভিন্ন বাদাম কুচি ইচ্ছামতো।

যেভাবে করবেন : মুরগি চার টুকরা করে কেটে নিতে হবে। এর সঙ্গে সব মশলা মেখে ৩০ মিনিট রেখে চুলায় পানি দিয়ে রান্না করতে হবে। অন্য পাত্রে পোলাও রান্না করে হয়ে এলে মাংস ঢেলে কিশমিশ, ক্যাপসিকাম, বেরেস্তা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে রাখুন। ৪০ মিনিট পর বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

www.jonmobhumi.com

BANGLADESH HAIR DRESSER

দক্ষ কারিগর দ্বারা সুন্দর করে চুল কাটাতে হলে বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসারে আসুন।

যোগাযোগ: নিখিলবাবু

OPEN 7 DAYS , 9AM-8PM

বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসার

471McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

Tel.: 718-435-7151

DESH BIDESH UNISEX BARBER SHOP

দেশ বিদেশ ইউনিসেক্স বারবার সপ

HAIR CUT $15.00

এখানে বাঙালী কারিগর দ্বারা চুল কাটা হয়

৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)

Tel : 917-832-6788

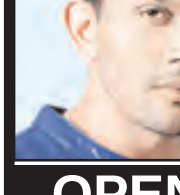

মহিলাদের জন্য পার্লারের সুব্যবস্থা আছে

৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)

Suruj

Porimal

37-53 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372

TRIPWAY TRAVEL

সুলভ মূল্যে টিকেট পেতে হলে-আজই চলে আসুন

*Notary Public * Mobile Bill Pay*

জাকির হোসেন বাচ্চু

প্রেসিডেন্ট ও সিইও

Cell: cell:929-250-6782

Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

37-22-73rd street ,room#2E

jackson height,ny-11372 cell:929-250-6782

E-mail : tripwaytravel@gmail.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্কে প্রাণের আবেগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল। এই সময়টা আমাদের জাতীয় জীবনের নতুন ইতিহাস সন্ধির কাল। এই কালে যারা জন্মেছিলেন কিংবা জন্মের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জানান দিয়ে গিয়েছেন, তারা সত্যি সত্যিই সময়ের মুহূর্তের আবাহনের ঘণ্টা বাজিয়ে গেলেন– তারা তো অবশ্যই মাহেন্দ্রক্ষণের বরপুত্র। একুশে ফেব্রুয়ারি। এই শব্দগুচ্ছ আজ আমাদের ঐতিহ্যের উৎস হয়ে পড়েছে। ঐতিহ্যের উৎস তৈরী হয়েছে এই নিউইয়র্কেও। প্রতিটি একুশের শহীদ মিনারে বেদীতে আবেগোচ্ছল প্রবাসী বাঙালীরা আবেগর ফল্গুধারা বইয়ে

পালন করেছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। শিশু থেকে কিশোর যুবা বৃদ্ধ সব শ্রেণীর মানুষ তথা দল মত নির্বিশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে একুশে শহীদ মিনারে। সবগুলোই অস্থায়ী শহীদ মিনার। একুশে পালনের দিক দিয়ে প্রায় যৌবনের কোঠায় পড়লেও নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার আমরা গড়তে পারিনি।

মহান ভাষা দিবসে শহরটির বিভিন্ন স্থানে অন্ততপক্ষে ১০টি শহীদ মিনার নির্মান করেছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে তৈরী এসব শহীদ মিনার।

বাঙালীর চেতানা মঞ্চ ও মুক্তধারা

অন্যান্য বছরের মতো জাতিসংঘের সামনে নির্মিত শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা। স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমত জাহান, কনসালে জেনারেল কাজী শামসুল হক ফুল দিয়েছেন মুক্তধারা নির্মিত জাতিসংঘের সামনে শহীদ মিনারে। এখানে ফুল দিয়েছে নিউইয়র্কে বিভিন্ন সংগঠন। বাঙালীর চেতনা মঞ্চ ও মুক্তধারা যৌথ ভাবে আয়োজন করেছে শহীদ মিনারের।

মুক্তধারা স্বত্বাধিকারী বিশ্বজিত সাহার পরিচালনায় শহীদ মিনারে পাদদেশে একে এক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

বাংলাদেশ সোসাইটি

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগিতায় ঢাকা ক্লাবে মহান একুশে উদযাপন করে। এর মিডিয়া পার্টনার ছিল এটিএন বাংলা। সভাপতি নার্গিস আহমদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যেমে, অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক জয়নুল আবেদীন। আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবিতা আবৃত্তি, নাটক, স্লাইড শো প্রদর্শনী হয় ঢাকা ক্লাবে। একুশ উপলক্ষে মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' নাটক মঞ্চায়ন হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত ছিল অনুষ্ঠান মালা। সোসাইটির সব কর্মকর্তাই একুশ অনুষ্ঠানে ছিলেন তৎপর। অনুষ্ঠান শেষে প্রথম প্রহরে ১২ঃ০১ মিনিটে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সকলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মিলিত উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে মহান একুশে উদযাপন করা হয় কুইন্সে প্যালেস মিলনায়তনে। ৩৪টি সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠানটি ছিল জমজমাট। আয়োজকরা হলো-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আমেরিকান এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা, আমেরিকান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাপাফ, উদয়ন, চিটাগাং এসোসিয়েশন, ঢাকা সোসাইটি, দোহার উপজেলা সমিতি, নবীগঞ্জ থানা কল্যান সমিতি, পদ্মা ইয়েলো সোসাইটি, প্রবাসী বরিশাল বিভাগ, বাংলাদেশ সফোরাম, বাঙালী আমেরিকান ফ্রেন্ড সোসাইটি, বেঙ্গল ক্যাবি সোসাইটি, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, কুমিল্লা সঞ্চয় ইন্ক, কুমিল্লা ফাউন্ডেশন, বৃহত্তর খুলনা সোসাইটি, লাকশাম সোসাইটি, ব্রাহ্মনবাড়িয়া

সোসাইটি, ভোলা জেলা কল্যান সমিতি, মানিকগঞ্জচ সমিতি, রংপুর জেলা এসোসিয়েশন, বাংলাদেশষ ল'সোসাইটি, শরিয়ত পুর সমিতি, সন্দীপ সোসাইটি, সন্দীপ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, সম্মিলিত মাদারীপুর সমিতি, সঙ্গীত পরিষদ, সুর ছন্দ শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রক্সস। সন্ধ্যা ছয় টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

জালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্ক

জালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইন্ক এর আয়োজনেও সম্মিলিতভাবে একুশ উদযাপন করা হয় । বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বিভিণ্ন অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল চ্যানেল আই। মোটা

৪০টি সংগঠন অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল। বেশির ভাগই বৃহত্তর সিলেটের সংগঠন। সংগঠনগুলো হলো- জালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্ক, বাংলাদেশ লীগঅব আমেরিকা, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফেন্ডস সোসাইটি, বাংলা নাট্য দল, মৌলবী বাজার ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন, সুনামগঞ্জ পেলা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, মৌলবীবাজার জেলা সমিতি, হবিগঞ্জ জেলা সমিতি, সুনাম জেলা কল্যান সমিতি, সিলেট থানা সদর এসোসিয়েশন, গোলাপ গঞ্জ সোসাইটি, ইউনাইটেড ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজশন, বড়লেখা জুড়ি সমিতি, বিয়ানী বাজার মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্ট, কুলাউড়া সমিতি, কুলাউড়া ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন, নবীগঞ্জ কল্যান সমিতি, বাংলাদেতশ স্টুডেন্ট এসাসিয়েশন অব কুইন্স কলেজ, খান টিউটোরিয়াল, জ্যামাইকা বাংলা স্কুল, বাংলাদেশ আমেরিকান অর্গানাইজশন অব নিউজার্সি, সিলেট সদর সমিতি, সিলেট গনদাবী পরিষদ, ইয়েলো ক্লাব।

Help Wanted

ব্রুকলীন এর Church & McDonald এ মহিলা
ডাক্তারের অফিসে, "অফিস সহকারী" হিসেবে
একজন মহিলা আবশ্যক।

➢ Paid Vacation
➢ Paid Sick Leave
➢ 401 K সহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

MBBS ডিগ্রী ধারী ও অভিজ্ঞ পার্থীদের কে
অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আগ্রহি পার্থী গন নিম্ন
লিখিত ই-মেইল এ Resume ই-মেইল করুন।

E-mail: drsayerahaque@aol.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা

করার জন্য সাংবাদিকদের সহায়তা কামনা করেছেন তারা। বলেছেন, সাংবাদিকদের কারণেই সোসাইটির দীর্ঘদিনের আটকে থাকা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এসব পরিকল্পনা সফল করার জন্য সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন দিকে সম্পৃক্ত করতে আপনারা সহযোগিতা করবেন। এ জন্য আপনাদের পরামর্শ ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশ সোসাইটির ইমেজ নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই সংকট দূর করে সোসাইটির হারানো ইমেজ যাতে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, সে জন্য সাংবাদিকদের সহায়তা কামনা করছি। সাংবাদিকরা সোসাইটিকে অনেক সহায়তা করেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। জ্যাকসন হাইটসে ৭৩ স্ট্রিটের একটি পার্টি হলে ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ওই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সম্পাদক ও সাংবাদিকরাও বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মপরিকল্পনায় নতুন নতুন বিষয় সম্পৃক্ত করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন ও পরামর্শ দেন।

সভায় সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ বক্তব্য দেন। তারা উপস্থিত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের প্রতি এই অনুরোধ জানান। সভার শুরুতে বক্তব্য দেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, ট্রাস্টি আজিমুর রহমান বুরহান, ওয়াসি চৌধুরী, সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সোসাইটির অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন আবুল কালাম ভূইয়া, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, ডা. শাহনাজ আলম লিপি, আবুল বাসার ভুইয়া, মোহাম্মদ আখতার বাবুল, শাহ মিজানুর রহমান, রিজু মোহাম্মদ, কামাল পাশা বাবুল, আলমগীর খান আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে রুহুল আমিন সিদ্দিকীর জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। নেতারা সাধারণ সম্পাদককে কেক খাইয়ে দেন।

সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সোসাইটির সুখে-দুঃখে সব সময় যেভাবে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে, গত চার বছর ধরে নির্বাচন-সংক্রান্ত জটিলতার সময় আপনাদের সহযোগিতা বাংলাদেশ সোসাইটি চিরকাল মনে রাখবে। নিঃসন্দেহে বিগত দিনগুলোতে নানা কারণে বাংলাদেশ সোসাইটি অনেকটা ইমেজ সংকটে পড়েছে, সেই ইমেজ সংকট কাটাতে আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

Nowsher Chowdhury

Legal Consultant

Cell: 929-328-5666

Jackson Heights Office:

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া ও ইমিগ্রেশনের যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠান

3755 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: newrono1962@gmail.com

শ্রাবনী মুভিং

আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব

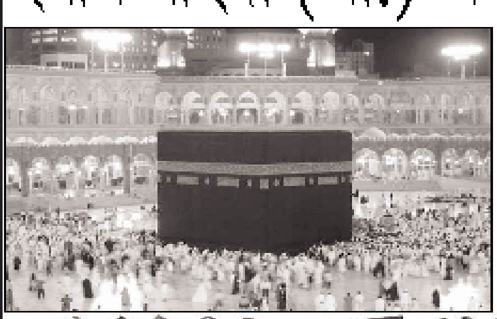

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)

পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুনঃ
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের রাস্তার নতুন নাম হলো ‘বাংলাদেশ

হাইটসের ৩৭ এভিনিউয়ের ৭৩ স্ট্রিটের নাম হবে ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ । বিলটির সিদ্ধান্ত নম্বর হলো-আইএনটি ৮৯৭।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধুষ্যিত জ্যাকসন হাইটসে ‘বাংলাদেশ’ নামে সড়ক করার জোর তৎপরতা চালান জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ)এর সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা। জেবিবিএ’র বর্তমান সভাপতি হারুন ভুঁইয়া ও সাধারন সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্স্ট এলাকার নব নির্বাচিত সিটি কাউন্সিলম্যান উপমহাদেশীয় বংশোদ্ভুদ শেকার কৃষ্ণানকে গত বছরের জুলাই মাস থেকে কয়েক দফায় তাগিদ দেন। এর আগেও জেবিবিএ’র সাবেদ ও প্রয়াত নেতা সাঈদ রহমান মান্নান, পিয়ার মোহাম্মদ, মহসিন ননি, গিয়াস আহমেদ ও শাহনাওয়াজ সকলেই এই দাবির প্রতি ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

গত বছর জুলাই মাসে উক্ত জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ)এর সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা। জেবিবিএ’র বর্তমান সভাপতি হারুন ভুঁইয়া ও সাধারন সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান নিউ ইয়র্ক সিটি’র কর্মকর্তাদের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। তাদের দেওয়া তাগিদের ফলেই প্রস্তাবটি পাস করানোর চেষ্টা চালান সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলম্যানরা।

কাউন্সিলম্যান শেকার কৃষ্ণান, মেয়র এরিক এডামস, বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস গত নির্বাচনের আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারা জয়ী হলে এই নামকরণ বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু শেকার কৃষ্ণানের আন্তরিকতায় এবং জ্যাকসন হাইটসের নেতৃবৃন্দের দাবিতে ও সহায়তায় প্রায় ৬ মাসের প্রস্তুতিতে ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ নামকরণের সিদ্ধান্তটি পাশ করা হয়।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল আড়াইটার দিকে নিউ ইয়র্ক সিটির ১২৯টি স্ট্রিটের পুণঃনামকরণের বিলটি সভায় আলোচনায় আসে। এক এক করে ১২৯টি স্ট্রিটের নতুন নামকরণের প্রস্তাব শোনানো হয়। পাঁচ বরোতেই নতুন নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন স্ট্রিটের বা এভিনিউয়ের। এইসব নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন কম্যুনিটির নিজ দেশের বা বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশি ইমিগ্রান্টদের সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের এক ব্লকের নামকরণ করা হলো ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’। এছাড়াও বাংলাদেশ কম্যুনিটির বিশিষ্ট একটিভিস্ট, শিক্ষক ও লেখক লিজি রহমানের পুত্রের নামে এলমহার্স্টের কুইন্স বুলোভার্ডে ৫৫ রোডের কর্ণারে নামকরণ করা হলো আসিফ রহমান ওয়ে। আসিফ রহমান ২০০৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি সাইকেল চালিয়ে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে কুইন্স বুলোভার্ডে ৫৫ রোডের কাছে ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এই রাস্তাটিরও নামকরণ করা হলো কাউন্সিলম্যান শেকার কৃষ্ণানের উদ্যোগেই।

এদিকে শুনানিতে যেমন এই ১২৯টি রাস্তার তালিকায় কুইন্স বরোতে ‘লিটল বাংলাদেশ ওয়ে’ নামে একটি রাস্তার নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, পাশ হওয়া বিলেও সেই নামটি রয়ে গেছে। কিন্তু কোন কাউন্সিলম্যানের প্রস্তাবে কোন এলাকায় কোন রাস্তার নাম লিটল বাংলাদেশ ওয়ে হলো তা জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, কাউন্সিলম্যান শেকার কৃষ্ণান নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের পার্ক কমিটির চেয়ার। আর স্ট্রিটের পুণঃনামকরণ করার দায়িত্বটিও পার্ক কমিটির। সে কারণে নির্বাচিত হওয়ার ৬ মাস পর থেকেই তিনি ৭৩ স্ট্রিটের নাম বাংলাদেশ স্ট্রিট এবং ৫৫ রোডের নাম আসিফ রহমান ওয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রস্তাবনা তৈরি শুরু করেন। এর জন্য কেন ৭৩ স্ট্রিটের নাম ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ করতে হবে তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করান। অবশেষে পার্ক কমিটি তার প্রস্তাবনা মেনে নেয় এবং শুনানিতে তোলে। ৩১ জানুয়ারি শুনানিতে তা গৃহীত হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি তা ফুল কাউন্সিলে ৪৭-০ ভোটে পাশ হয়। এসময়

কাউন্সিলম্যান শেকার কৃষ্ণান সিটি কাউন্সিল চেম্বারে ৭৩ স্ট্রিটকে বাংলাদেশ স্ট্রিট ও ৫৫ রোডকে আসিফ রহমান ওয়ে ঘোষণার পক্ষে চমৎকার দুটি বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্ট্রিট নামকরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশি কম্যুনিটিকে সম্মাননা জানাচ্ছি। তারা এই এলাকার উন্নয়নে যে অবদান রেখে চলেছেন, তা নিউ ইয়র্ক সিটির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কারণ জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ কম্যুনিটির হার্ট। তারা এই এলাকাকে ব্যবসা বিস্তারের পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত করে রাখছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, বাংলাদেশিরা আমার কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টকে শক্তিশালী করে তুলছে। বাংলাদেশি কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ভদ্র ও মেধাবী বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক’র লোগো ব্যবহারে বিধিনিষেধ

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের কার্যকরি পরিষদ, নবগঠিত উপদেষ্টা ও ট্রাস্টি পরিষদের সদস্যরা।

স্থানীয় সময় ১৫ই জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার মতিন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক আর. সি টিটোর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সম্মানিত ট্রাস্টি আব্দুল জব্বার খান মুরাদ, রিয়াজ উদ্দীন কামরান, সম্মানিত উপদেস্টা মোঃ মেহবুব, মামুন আহমেদ, সাবেক সহ সভাপতি মুকুল হক, শাহনেওয়াজ কোরেশী, কার্যকরি পরিষদের সহ-সভাপতি জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তি, শরিফুল খালিসদার, সহ সম্পাদক সামুন মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক অপু সিং, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শামিম আহমদ সাহা।

আয়োজিত যৌথ সভায় সংগঠনের আগামি দিনের কর্মসুচি চুড়ান্ত করার হয় বলে জানান সাধারন সম্পাদক আর. সি টিটো। তিনি বলেন, অনেকেই সংগঠনের অনুমতি ব্যতিরেকে লোগো ও নাম ব্যবহার করছে। তাই বিষয়টি যৌথ সভায় উত্থাপিত হলে বিধিনিষেধ আরোপ করার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সবাই মতামত দেন।

ইউনেস্কোর স্বীকৃতির দুই যুগ পর ২১

হয়েছে।বাংলাদেশি অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকা থেকে নিবাচিত কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস এ বিষয়ে একটি রেজুলেশন উপস্থাপন করেন। রেজুলেশনের কো-স্পন্সর ছিলেন ব্রুকলিন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত শাহানা হানিফ। রেজুলেশনটি স্পন্সর করে সিটি কাউন্সিলের ‘কমিটি অন কালচারাল এ্যাফেয়ার্স ও লাইব্রেরিজ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারগ্রুপ রিলেশন্স’।

রেজুলেশনে বলা হয়, ২১ ফেব্রুয়ারী ‘মাদার ল্যাংয়েজ ডে’ হিসাবে নিউইয়র্ক সিটিতে পালিত হবে। বাংলাদেশী বাঙালী কমিউনিটির কাছে বাংলা ভাষার প্রতি যে গুরুত্ব রয়েছে তার সম্মান প্রদর্শন করাই এই ঘোষণা দেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটিতে যে কালচারাল ডাইভারসিটি বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রয়েছে তাকে আরো উচ্চপর্যায়ে তুলে ধরা ।এই রেজুলেশনের অন্য স্পন্সররা হলেন কাউন্সিল সদস্য যথাক্রমে টিফানি ক্যাভান, জুলি ওয়ান, কৃস্টাল হাডসন, শেখর কৃষ্ণান, এরিক ডাইনোউইটজ, নাতাশা উইলিয়ামস, চি ওসি, অ্যালেক্স এ্যাভাইলস, স্টোফার মার্টি, ফারাহ লুইস, জুলি মেনিন, পিয়েরিনা এ্যানা স্যানচেজ, কারলিনা রিভেরা, মারজোরি ভেলাজকুয়েজ ও জেমস জিনারো।উল্লেখ্য, একুশে ফেব্রুয়ারি-শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not for Profit, etc
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন

e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

ইউক্রেনের প্রতি 'অটল' সমর্থন ঘোষণা

করা পরমাণু চুক্তি স্থগিত করার প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা দিলেন বাইডেন।
এক দিন আগে আকস্মিক ইউক্রেন সফর শেষ করে মিত্র পোল্যান্ডে এই ঘোষণা দেন বাইডেন। ইউক্রেন যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো এর সমাপ্তির কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।
বাইডেন বলেন, 'এক বছর আগে বিশ্ব কিয়েভের পতন রক্ষা করেছে। আমি বলছি : কিয়েভ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিয়েভ গর্বিতভাবে দাঁড়িয়েছে। এটি লম্বাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আছে, এটি মুক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।'
এই বক্তৃতার আগে বাইডেন ন্যাটো মিত্রি এবং পোলিশ প্রেসিডেন্ট আন্দ্রুজেজ দুদার সাথে বৈঠক করেন। দুদা কিয়েভের প্রতি পাশ্চাত্যের প্রবল সমর্থনের ব্যাপারে সোচ্চার। দুই নেতা পোল্যান্ডের নিরাপত্তা ও সেখানে ন্যাটোর সরঞ্জাম মোতায়েন নিয়েও সম্ভবত আলোচনা করেছেন।
পোল্যান্ডের সাথে ইউক্রেনের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই রুটই হলো অস্ত্র ও উদ্বাস্তুদের চলাচলের প্রধান রাস্তা।

পুতিনকে মানতেই হবে, তিনি জিততে

যাতে না হয় সে চেষ্টা করেছিলেন।
বিবিসির সাংবাদিককে সুলিভান ওই সময়কার আলোচনা সম্পর্কে বলেন, 'আলোচনা ফলদায়ক ছিল না, তারা শুধু একই পয়েন্ট বারবার বলছিলেন, অনেকটা জিলাপির প্যাচের মতো।'
সুলিভানকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে আসলে এই যুদ্ধের অবসান আলোচনার সূত্রপাত হবে। মার্কিন এই কূটনীতিক বলেন, 'ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ শুরুর আগে সমঝোতা-আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। এখনও তিনি আলোচনায় বসতে রাজি নন।'
সুলিভান বলেন, 'ইউক্রেন আক্রমণে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল জেলেনস্কি সরকারের পতন ঘটানো এবং ইউক্রেনের সামরিক শক্তি খর্ব করা। ওই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এখনও পরিবর্তন হয়নি।'
তাহলে কে পারে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্তে নেওয়ার পথে হাঁটাতে, জানতে চাওয়া হলে জন সুলিভান বলেন, 'তাঁর নিজেরই মেনে নিতে হবে, তিনি জিততে পারবেন না। এখন তিনি মনে করছেন, জিতে যাবেন।'

বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে প্রতি বছর ৮শ'কোটি টাকা প্রয়োজন

শাহরিয়ার আলম বলেছেন, আর্থিক কারণে বাংলাকে এই মুহূর্তে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রস্তাব দিচ্ছে না বাংলাদেশ। বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে হলে প্রতি বছর ৮০০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। আমাদের বিবেচনায় করতে হবে এত টাকা খরচ করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা।
বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, এর বাইরে নেই ঢাকায় থাকা বিদেশীরা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিতে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ভাষা দিবস উদযাপনে অংশ নেন তারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে রাশিয়া, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও মালদ্বীপের নাগরিকরা।
অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালন বিশ্বে ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্রতাকে স্বীকৃতি ও মেনে নেয়ার বড় উদাহরণ। ৮০০ কোটি টাকা খরচ করার মতো সক্ষমতা একদিন বাংলাদেশেরও তৈরি হবে। তবে এই মুহূর্তে এটার পক্ষে বেশি মতামত আসবে না। যদিও আমাদের শ্রদ্ধা আছে, ভালোবাসা আছে, সবই আছে।
শাহরিয়ার আলম আরও বলেন, আমাদের ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি যুগিয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় বক্তব্য দিয়েছেন। এখন বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। এর আগে সকালে অস্থায়ী শহীদ বেদিতে পুষ্প অর্পণ করেন প্রতিমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন'র সাথে লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ

ঢাকা ডেস্ক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর ২২তম নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: সাহাবুদ্দিন'র এর সাথে সাক্ষাত করেছেন লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ। উল্লেখ্য, দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে মো. সাহাবুদ্দিনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফরম বাছাই শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে এই ঘোষণা দেন।
রাষ্ট্রপতি পদে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাহাবুদ্দিন নির্বাচিত হবার পর সারা বাংলাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষ সবার কাছেই তিনি প্রশংসা কুড়ান। রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হবার পর দেশ ও প্রবাসের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিনই নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর ঢাকাস্থ অফিসে এসে তাঁকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
২০ ফেব্রুয়ারি সোমবার নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সাহাবুদ্দিন এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ।

নিউইয়র্ক রাজ্য কর্মচারিদের সন্তানের জন্য ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি

১২ সপ্তাহের পূর্ণ বেতনে ছুটি পাওয়ার বিষয়টি কার্যকর হবে।
রাজ্য গভর্নরের অফিস থেকে জানানো হয়, ইউনিয়নের আওতায় নয় এমন সর্বপর্যায়ের কর্মচারিরা এ সুবিধা পাবেন। এমনকি পালিত সন্তানের জন্যও বাবা-মা ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি পাওয়ার যোগ্য হবেন। পর্যায়ক্রমে নিউইয়র্কের এক লাখ ৭০ হাজারের বেশি ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারির জন্যও এ সবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। কালেক্টিভ বারগেনিং পদ্ধতিতে ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারিদের জন্য সুবিধাটি বাস্তবায়ন করা হবে।
গভর্নর ক্যাথি হকুল এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের কর্মচারিদের সন্তান দেখাশোনা এবং পে-চেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সংগ্রাম করতে হবে না। নিউইয়র্ক এমন মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়িত করে আমেরিকার মধ্যে অগ্রবর্তী কাজ করছে।
এই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক রাজ্য সরকারের কর্মচারিরা শিশু সন্তান দেখাশোনার ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি পাচ্ছেন। এর আগে রাজ্য কর্মচারিরা সন্তান দেখাশোনার জন্য আংশিক বেতনে ছুটি গ্রহণের সুবিধা ছিল। গত স্টেট অব ইউনিয়ন বক্তৃতায় গভর্নর হকুল কর্মচারিদের সুবিধা প্রদানের জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাজ্য ও ফেডারেল সরকারের চাকরি বিধিমালা সমন্বয় করে সন্তান পালনে হিমশিম খাওয়া বাবা-মায়ের জন্য এ সবেতন ছুটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কে বঙ্গবীর ওসমানীর ৩৯তম

সঙ্গে পালিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রবীণ মুক্তিযাদ্ধা আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে এবং ওসমানী পরিষদের অন্যতম সংগঠক শেখ আখতার উল ইসলাম ও সৈয়দ ফজলুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রতি সম্মান রেখে বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য প্রদান করেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মাসুদুল হাসান, বাসদ নেতা শাহাব উদ্দিন, মুক্তিযাদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, লেখক ইশতিয়াক রুপু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শাহিন কামালি, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মৌলভীবাজার জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলুর রহমান, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা দুরুদ মিয়া রনেল, কমিউনিটি নেতা হাসান আলী, আবুল খায়ের চৌধুরী, ইয়ামিন রশীদ, আব্দুল মালেক খান লায়েক, এম এ করিম প্রমুখ।
সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানীর সাহসী অংশগ্রহণ ও সফল নেতৃত্বদানের স্মৃতি স্মরণ করে মহান এই সামরিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এছাড়া জেনারেল ওসমানীকে দেয়া বঙ্গবীর উপাধি বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক দলের সভাপতি অজানা কারণে ব্যবহার করছেন বলে দু'একজন বক্তা অভিযোগ করেন।
উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মত বঙ্গবীর উপাধির প্রকৃত দাবিদার বৃহত্তর সিলেট জেলার কৃতিসন্তান জেনারেল ওসমানীর একক প্রাপ্য।
অনুষ্ঠানের সভাপতি মুক্তিযাদ্ধা আব্দুল জলিলের সমাপনী বক্তৃতায় জেনারেল ওসমানীর ন্যায়-নিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর কিছু স্মৃতির শিক্ষণীয় বর্ণনা প্রদান করেন। শেষে মরহুম জেনারেল ওসমানীসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আন্তরিক দোয়া পরিবেশন করেন মওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রবাসীরা যোগ দেন।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * শিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ক্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্ট্রিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধি * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

R-K Insurance Brokerage Inc

Notary Public done here

Krishna D. Debnath

Black Car, Green Taxi Cab and Private Car, Home, Business, Disability, Workers Comp, Construction, Food/Fruit Vendor.

Md. Abdul Hoque

Life Insurance Services

Tel 718 880 4647, Fax. 718 285 8456, E-mail: rkmyinsurance@gmail.com

37-05 74th Street 3rd Floor. Jackson Hights NY 11372

WINZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 347-935-2479
Email: yourrealti@gmail.com
81-15 Queens Blvd. 2fl,
Elmhurst. NY 11373
Tel : 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
Tel: 718-886-3200 Fax: 718-886-5195
Website: www.WinzoneRealty.com

Krishna D. Debnath
Licensed Real Estate Sales Person
Notary Public

MLS

EVEREST DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE NYS DMV

DALIA 917.497.9882

- 5 Hours Pre Licensing Course
- 6 Hours Defensive Course (Good for TLC)
- We Have Package Deals 5 Lesson Deal $260, 10 Lesson Deal $420
- Free Pick up & Drop off (Cond.)
- Road Lesson
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

We are open 7days a week

TEL: 718-255-6269
FAX: 718-255-6389

OUR NEW LOCATION:
37-18 74TH ST. 2ND FL, SUITE # 200
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
E-mail: everestdrivingschool@gmail.com
www.everestservicesny.com

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

AUTHORIZED e-file PROVIDER

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

NEW YORK DIABETES & ENDOCRINE WELLNESS CENTER

ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইন (হরমোন) স্পেশালাইষ্ট চিকিৎসা করা হয়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র থেকে সেবা প্রধান করি।

www.jonmobhumi.com

Dr. Kaushik Mandal , MD

Board Certified Specialist in Endocrinology, Internal Medicine, Obesity Medicine

affiliated with Mount Sinai, South Nasssau, Jamaica Hospital Medical center

Faculty attending endocrinologist at Nassau University Medical Center

Queens: 70-17 37th avenue, Jackson Heights NY 11372

Long Island: 230 Hilton Avenue Suite 106, Hempstead NY 11550

Ph: 516-666-4112

Fax: 516-666-4115

Web: www.nydewc.com

Office email: contact@nydewc.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

J.K. GAIN MULTISERVICES

A company you can trust ....

Jaydeb Gain

- Tax Services
- Life Insurance
- Health Insurance
- Auto Insurance
- Home Insurance
- Business Insurance
- TLC Insurance
- DDC. (6 hrs.)

MassMutual

LOW COST GUARANTEE

Authorized e-file Provider

Notary Public

ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স

10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

NYC MASTER ELECTRICIAN LICENSE # 12-19-1

FREE ESTIMATES — FULLY LICENSED & INSURED

GREEN POWER ELECTRIC CORP

NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES

SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

CONTACT: 718-445-2740
Email: greenpowerelectric15@yahoo.com

সবচেয়ে কমমূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

জননী ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস
JANONI TRAVEL &TOURS

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সি, অনলাইন থেকেও কমমূল্যে টিকেট বিক্রি করি

We issue 118+Airlines Tickets with 100% Seat Confirm

Cheapest Domestic & International Airlines Tickets

হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিসেস
ওমরাহ্ ভিসা

Emirates · Kuwait Airways · Turkish Airlines · Qatar · Etihad · Delta

37-15 73rd St, Suite # 210, (Bangladesh Plaza)
2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 347-465-3220
Email: janonitravel@gmail.com

Saha Realty Corp.

You deserve the best! Buy or Sell.
Best value, Best advice!

Real Estate Buy & Sell • Real Estate Investment
New Construction • Violation Removal
Re-Construction • Home Improvement

Bishnu Saha
Lic. Real Estate Broker

Bishnu Saha
Kanika Saha
Bindusri Ghosh
Kalyanshree Ghosh
Biru Saha

Bindusri Ghosh
Lic. Real Estate Salesperson

92-24 Corona Avenue
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-271-3806
Fax: 718-271-3295
Email: bishnusaha61@gmail.com

HONDA

I ♥ Hillside Honda

139-07 Hillside Avenue
Jamaica, NY-11435

Year end Lease special at Hillside Honda

We sell all kind of new and certified Honda

We take all make and model as trade

We speak Your language

See
MOHAMMED CHOWDHURY (MO)
Sales Manager
347-624-3846
Or call
718-657-7810
to make an appointment with our Bengali representative.

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.

THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

OUR SERVICES

TAX IMMIGRATION

IRS e-file

- Corporation • Partnership • Non Profit • Write Up • Payroll, Audit
- Small Business • Consulting • Any kind of Deed, Documents • Translation
- Form Fillup, • Tax Planning • Other Business Related Services

Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Jackson Heights, NY 11372
Email : globaltax2006@gmail.com
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol. 23, No. 49 Thursday 23 Fabruary 2023 Weekly Jonmobhumi / অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

পুতিনকে মানতেই হবে, তিনি জিততে পারবেন না: মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তা

ওয়াশিংটনঃ এক সময় রাশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপালনকারী পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা জন সুলিভান বলেছেন, 'ভ্লাদিমির পুতিনকে এটা মানতেই হবে যে, তিনি এ যুদ্ধে জিততে পারবেন না। যদিও এখন তিনি ভাবছেন, জিততে পারবেন।'

বিবিসির উত্তর আমেরিকা করেসপন্ডেন্ট বারবারা প্লেট আশারের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিয়ে কথা হয়েছে জন সুলিভানের। কিয়েভ আক্রমণের আগমুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসা একমাত্র ব্যক্তি এই সুলিভান। তিনি যুদ্ধ

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

দেশের ভাষা, সংস্কৃতি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে প্রবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের আহ্বান

ওয়াশিংটনঃ যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান দেশের সমৃদ্ধ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ভাষা আন্দোলনের সকল শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি অমর একুশের চেতনা সমুন্নত রাখার জন্যও সকলের প্রতি

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ইউনেস্কোর স্বীকৃতির দুই যুগ পর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা

নিউইয়র্ক : ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দুই যুগ পর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'মাতৃভাষা দিবস'-এর হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল। এ সংক্রান্ত একটি বিল বৃহস্পতিবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) সিটি কাউন্সিলে পাশ

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

পশ্চিমারা কখনো রাশিয়ায় হামলার ছক আঁকেনি: বাইডেন

ওয়াশিংটনঃ পশ্চিমা শক্তি কখনো রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার বা দেশটিকে হামলার ছক আঁকেনি।'

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দেওয়া ভাষণের পর এমন বক্তব্য দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাইডেন বলেন, 'রাশিয়ার নাগরিকদের উদ্দেশে বলতে চাই, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কোন দেশ কখনো রাশিয়াকে ধ্বংস বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেনি। পুতিন যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে প্রাণের আবেগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালীরা প্রাণের আবেগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে। শোক গাঁথা একুশ এখন উৎসব। এই উৎসব পালনে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরোতে ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়েছে।

বাংলা ভাষার বিজয়-বৈজন্তীর পতাকাটিকেও মলিন ধূলিত কেউ অবনমিত করতে পারেনি। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী পারেনি রুখতে পারেনি বাঙালীর প্রানের দাবী। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে একুশের বীর শহীদরা বাঙালী জাতির মাথা বিশ্ব দরবারে উঁচু করে গেছেন। একুশে

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২১ ফেব্রুয়ারি) অমর একুশের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশি-আমেরিকান নাগরিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ,

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'মাতৃভাষা দিবস'র স্বীকৃতি দিয়ে রেজ্যুলেশন পাস

নিউইয়র্ক : বিশ্বের রাজধানী খ্যাত জাতিসংঘের শহর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'র আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলো। ১৬ ফেব্রুয়ারি সিটি কাউন্সিলে 'রেজ্যুলেশন ৪৭৪' পাশের মধ্যদিয়ে সিটিতে দিবসটি ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধাভরে উদযাপিত হবে।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেনের প্রতি 'অটল' সমর্থন ঘোষণা বাইডেনের

ওয়াশিংটনঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের প্রতি 'অটল' সমর্থন ঘোষণা করে বলেছেন, এই যুদ্ধে রাশিয়া জয়ী হতে পারবে না। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটি আগামী দুই বছরের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচি সফল

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের রাস্তার নতুন নাম হলো 'বাংলাদেশ স্ট্রিট'

নিউইয়র্ক : নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের রাস্তার নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রিট' করার সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সভায়। নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কাউন্সিলদের সাধারন সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ নিলে পরে ৪৭-০ ভোটে তা পাশ হয়। এখন থেকে জ্যাকসন

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক রাজ্য কর্মচারিদের সন্তানের জন্য ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক রাজ্য সরকারের ১০ হাজারের বেশি কর্মচারি আসছে সপ্তাহ থেকেই নতুন সুবিধা পাচ্ছেন। গভর্নর ক্যাথি হকুলের নিশ্চিত করেছেন, আসছে মঙ্গলবার থেকে সন্তানের জন্য মা-বাবার

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক'র লোগো ব্যবহারে বিধিনিষেধ

নিউইয়র্ক : সংগঠনের লোগো ও নাম ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বঙ্গবীর ওসমানীর ৩৯তম মৃত্যুদিবস পালন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে অ্যাস্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবনে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধার

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

ইউএসবিসিসিআই'র বাংলাদেশ চাপ্টারের কো-অর্ডিনেটর সুজন

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) এর কার্যালয়ে সম্প্রতি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা সাক্ষরের মাধ্যমে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Now Hiring Sales Persons
Free Training (We will pay course fees)
Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
2062 McGraw Ave Bronx, NY 10462 Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd. Bronx, NY 10462 Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
সকল প্রকার পুজা, পার্বণ , শ্রাদ্ধ ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, বিবাহ , শান্তি স্বস্তায়ন , গ্রহ পুজা, বাস্ত পুজা, গৃহ প্রবেশ সহ যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য আমেরিকার যেকোন ষ্টেট থেকে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827

শৈবাল গ্রোসারী
Halal Meat
EBT,Credit cards,W/C- কার্ড নেয়া হয়।
গ্রোসারী,মাছ-হালাল মাংশ,শাক-সবজী পাওয়া যায়!!!
81-28 Broadway,Elmhurst.NY-11373
বিস্তারিত আরও জানতে ফোন করুন
ph;718-205-8515

বাগ্গি সুইটস্
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372
Above Nobanno Restaurant

Brilliant Accounting And Tax Services Inc.
Mohammed Nasiruddin Khan
37-18 74th Street, 2nd Floor. Suite 203 MBA.MAFM.FCGA
Jackson Height,NY-11372
phone:929-287-7354 // fax:716-295-6701
929-413-8884

AUTHORIZED e-file PROVIDER
আমাদের সেবা সমূহ
PersonalTax / Business Tax / Bookkeeping / Payroll Tax / Sales Tax

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

Tel:718-507-0903
cell :917-254 - 8955
যোগাযোগঃ মোল্লা আবু মাসুদ

বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave. Jamaica NY 11432
844 464 3262
email:murshedazaman@gmail.com

যোগাযোগ করুন
Cell: 917 502 6445

Editor: Ratan Talukder,Published by Jonmobhumi Group Inc . 37-39-74 Street, Jackson Height, NY 11372. Tel: 718.380-6712; Cell: 646-327-7964, e-mail: jonmabhumi@gmail.com